গ্লোবাল ডায়ালগ

১৩.৩

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

ম্যাগাজিন

International Sociological Association

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
রিটা সেগাতোর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার
ব্রেনো ব্রিংঞ্জেল
ভিটোরিয়া গঞ্জালেজ

আই.এস.এ-র উপর আলোকপাত
মার্গারেট আর্চার
মিশেল উইভিয়োর্কা
মাইকেল বুরাওয়ে
মার্গারেট আব্রাহাম
সারি হানাফি
জিওফ্রে প্লেয়ার্স
মার্টিন অ্যালব্রো

সমালোচনামূলক তত্ত্বের আলোকে বিশ্ব (এবং বিপরীতে)
স্টিফান লেসেনিচ
গুরমিন্দর কে. ভার্মা
মানুয়েল বোটকা
প্যাট্রিসিয়া সিপোলিট্টি রদ্রিগেজ
ব্রুনা দেলা টোরে দে কাভালহো লিমা
এস্তেবান তোরেস

জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ এবং সবুজ উপনিবেশবাদ
ব্রেনো ব্রিঞ্জেল
মেরিস্টেলা সাম্পা
হামজা হামুচেন
নিম্মো বাসসি
সম্মিলিত প্রবন্ধ

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি
কাঠিয়া আরৌজো

উন্মুক্ত বিভাগ

> ভীতির রাজনীতি এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ভাবনা

> পানির জন্য সংগ্রাম পুঁজিবাদের নব্যউদারনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ

খন্ড ১৩/ সংখ্যা ৩/ ডিসেম্বর ২০২৩
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

> সম্পাদকীয়

এই সংখ্যাটি শুরু হয়েছে প্রখ্যাত নারীবাদী শিক্ষাবিদ ও নারী আন্দোলনের নেত্রী রিটা সেগাতো-এঁর সাক্ষাৎকার দিয়ে। কথোপকথনের প্রাক্কালে আমরা লিঙ্গ, সহিংসতা ও উপনিবেশিকতা বিষয়ে তাঁর অবদান এবং কিভাবে এসব বিষয়ে দক্ষিণ-দক্ষিণ ও বৈশ্বিক আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে সেগাতো সমকালীন কর্তৃত্ববাদী প্রতিবন্ধকতা এবং নারীবাদী আন্দোলনের আন্তর্জাতিকীকরণ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রকাশ করেছেনে।

এই সংখ্যায় আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) বিষয়ে একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইজাবেলা বারলিঙ্গকা, আমাদের সমিতির সাবেক নির্বাহী সচিব; যিনি চল্লিশ বছর নিবিড় অবদান রেখে সদ্য অবসর নিয়েছেন। পাঁচজন সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্গারেট আর্চার, মিশেল উইভিয়োর্কা, মাইকেল বুরাওয়, মার্গারেট আব্রাহাম এবং সারি হানাফি এবং সম্প্রতি মেলবোর্নে নির্বাচিত বর্তমান প্রেসিডেন্ট, জিওফ্রে প্লেয়ার্স, ইজাবেলা-র প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করে যে বক্তব্য রেখেছেন এ অংশে তা প্রকাশ করা হলো। এছাড়াও, আমরা সমাজবিজ্ঞানের বিংশতম বৈশ্বিক সম্মেলনে প্লেয়ার্স-এর অভিষেক বক্তব্য প্রকাশ করেছি। দুঃখজনক সংবাদ হলো মার্গারেট আর্চার-এঁর মৃত্যু। তাঁর প্রতি ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছেন মার্টিন আলব্রো।

অধিকন্ত এই সংখ্যাটিতে আরো দু'টি সিম্পোজিয়ামের প্রবন্ধ সংকলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্টফান লেসেনিচ এবং এস্তেবান টোরেস কর্তৃক সংগঠিত 'সমালোচনামূলক তত্ত্বের ভিত্তিতে বিশ্ব (এবং বিপরীত)' শিরোনামের প্রথম সিম্পোজিয়ামের সংকলনটিতে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট সামাজিক গবেষণা ইনস্টিটিউট-এর শতবার্ষিকীর আলোকে সমালোচনামূলক তত্ত্বের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সুবিন্যস্ত হয়েছে। এই বিভাগে ছয়টি প্রবন্ধে, ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সমালোচনামূলক তত্ত্বকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ এবং পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে। সমালোচনামূলক তত্ত্বের আলোকে সংক্ষেপে প্রবন্ধগুলো হলো : বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান (স্টিফেন লেসেনিচ), উত্তর উপনিবেশিকতা (গুরমিন্দার কে. ভামব্রা) ও বিউপনিবেশিয়ান সমালোচনা (প্যাট্রিসিয়া সিপোলিটি রদ্রিগেজ), প্রান্তিক অভিজ্ঞতার বিশ্বায়ন (ম্যানুয়েলা বোটকা), সংস্কৃতি শিল্প (ব্রুনা দে লা টোরে দে কারভালহো লিমা) এবং বিশ্ব সমাজের জন্য একটি নতুন সমালোচনামূলক তত্ত্বের আহ্বান (এস্তেবান টোরেস)।

'জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ এবং সবুজ উপনিবেশবাদ' শীর্ষক দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামের প্রবন্ধগুলো বৈশ্বিক দক্ষিণে সামাজিক প্রপঞ্চের বৈশ্বিক আন্তসংযুক্ততার আলোকে আধিপত্যবাদী পরিবেশগত পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞানলাভে সহায়তা করবে বলে আশা করি। প্রথম প্রবন্ধটিতে ব্রিনজেল এবং সোয়াম্পা দেখিয়েছেন, কিভাবে আমরা জলবায়ু ও পরিবেশগত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে একটি নতুন পুঁজিবাদী ঐকমত্যের উত্থানের সম্মুখিন হ"ছি, যাকে তাঁরা 'জীবাশ্ম জ্বালানিহ্রাসকরণ ঐকমত্য' হিসেবে অভিহিত করছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে অধিকার আন্দোলন কর্মী হামজা হ্যামুচেন এবং নিম্মো বাসি যথাক্রমে উত্তর আফ্রিকান এবং প্যান-আফ্রিকান দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশ্বিক উত্তরের উত্তরণ থেকে উদ্ভূত সবুজ উপনিবেশবাদকে বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিভাগে সবশেষে আমরা আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এবং এশিয়ার বিভিন্ন অধিকার আন্দোলন কর্মী, বুদ্ধিজীবি ও সংগঠন কর্তৃক লিখিত একটি ন্যায়সংগত ও জনপ্রিয় আর্থ-সামাজিক উত্তরণের জন্য 'দক্ষিণ-দক্ষিণ ঘোষণাপত্রটি প্রকাশ করছি।

'তাত্ত্বিক বিভাগে' চিলির সমাজবিজ্ঞানী কাথ্যা আরাউজো কর্তৃত্বের তত্ত্ব এবং কর্তৃত্ববাদকে পুন:বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন। ধ্রুপদী মডেলগুলো পর্যালোচনা করার পরে, তিনি বিভিন্ন সামাজিক রূপান্তরকে উপস্থাপন করেন যা সেকেলে হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আরাউজো অবশ্য আমাদের জন্য একটি মিথস্ক্রিয়া ও পরস্পর সম্পর্কীত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে কর্তৃত্ব পুন:বিবেচনা করার সম্ভাব্য উপায়কে তুলে ধরেছেন।

আরাউজো কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে 'উন্মুক্ত বিভাগে'-এর প্রথম প্রবন্ধে লরা সাটোরিও কিভাবে ভয়ের রাজনীতি কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক কল্পনাশক্তিকে আত্মনিষ্ঠতা এবং অগ্রসরমানতার কাঠামোতে পরিণত করে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, ম্যাডেলাইন মুর তাঁর পানির জন্য সংগ্রাম: পুঁজিবাদের নব্যউদারনীতিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ নামক গ্রন্থের কিছু প্রধান প্রধান ফলাফলকে তুলে ধরেছেন এবং যেখানেও তিনি 'সামাজিক পুনরুৎপাদনশীল তত্ত্ব'কে পানি নিয়ে রাজনীতির কথোপকথনে সৃজনশীলভাবে উপস্'াপন করেছেন।

আমরা গ্লোবাল ডায়লগ-এর নতুন সম্পাদকমণ্ডলি প্রথম বর্ষ পেরিয়ে পাঠকসমাজ, সংস্কৃতি, স্থান এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের মাঝে সেতুবন্ধন স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে উচ্ছ্বসিত। আগামী বছরে আরও নতুন কিছু থাকবে। অন্তর্বর্তীকালে, আমি আশা করি এই সংখ্যাটি আপনার ভালো লাগবে এবং আপনার ভাষায় আমাদের শব্দাবলি বিস্তৃত হতে সহায়তা করবেন। ■

ব্রেনো ব্রিংঞ্জেল
সম্পাদক
গ্লোবাল ডায়লগ
অনুবাদ: আবু ইব্রাহীম হুদা

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ: globaldialogue.isa@gmail.com

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà

পরামর্শক: Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:
আরব বিশ্ব: (**তিউনেশিয়া**) Fatima Radhouani; (**লেবানন**) Sari Hanafi

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, আবদুর রশীদ, আবু ইব্রাহিম হুদা, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, সরকার সোহেল রানা, ইসরাত জাহান ইয়ামুন, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ইয়াসমিন সুলতানা, রুমা পারভীন, সালেহ আল মামুন, একরামুল কবির রানা, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, খাদিজা খাতুন, আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা, আরিফুর রহমান, ইসতিয়াক নূর মুহিত, মো. শাহীন আক্তার, সুরাইয়া আক্তার, আলমগীর কবির, তাসলিমা নাসরিন।

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes, Ricardo Nóbrega.

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil

ভারত: Rashmi Jain, Rakesh Rana, Manish Yadav

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Elham Shushtarizade

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Joanna Bednarek, Anna Turner, Marta Blaszczynska, Urszula Jarecka

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, George Bonea, Marina Dafta, Costin-Lucian Gheorghe, Alin Ionescu, Karina Ludu, Diana Moga, Ramona-Cătălina Năstase, Bianca Pințoiu-Mihăilă.

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova.

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yi-Shuo Huang, Chien-Ying Chien, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yun-Hsuan Chou.

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren.

আর্জেন্টিনার লেখক, নৃতাত্ত্বিক এবং নারীবাদী কর্মী রিতা সেগাতো গ্লোবাল সাউথের সংলাপের আলোকপাত করে ঔপনিবেশিকতা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল হিসেবে পরিচিত ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চের ১০০ তম বার্ষিকী ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমান সময়ের সাপেক্ষে সমালোচনামূলক তত্ত্বের প্রতিফলন করার একটি দারুণ সুযোগ।

সামাজিক-পরিবেশগত পরিবর্তন, এখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু, যা শক্তির স্থানান্তর কমাতে পারবে না বা উত্তর ও দক্ষিণ বিশ্বের মধ্যে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারবে না।

কৃতজ্ঞতাঃ আইস্টক, ২০২১

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

> সম্পাদকী ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

সংখ্যালংঘুকরণ এবং উপনিবেশিকতার গণ্ডি পেরিয়ে:
রিটা সেগাতোর সাথে একটি সাক্ষাৎকার
ব্রেনো ব্রিংঞ্জেল, ব্রাজিল/স্পেন, এবং ভিটোরিয়া গঞ্জালেজ, ব্রাজিল ৫

> আইএসএ-র উপর আলোকপাত

ইজাবেলা বারলিনস্কাকে শ্রদ্ধা নিবেদন:আইএসএ-এ ৪০ বছর আত্মোৎসর্গ
মার্গারেট আর্চার, যুক্তরাজ্য, মিশেল উইভিওরকা, ফ্রান্স, মাইকেল বুরাওয়ে এবং মর্গারেট অব্রাহাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সারি হানাফি, লেবানন এবং জিওফ্রে প্লেয়ার্স, বেলজিয়াম ৮

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান : চারটি রূপান্তর
জিওফ্রে প্লেয়ার্স, বেলজিয়াম ১২

মার্গারেট আর্চার (১৯৪৩-২০২৩) -এর প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি
মার্টিন অ্যালব্রো, লন্ডন, যুক্তরাজ্য ১৫

> সমালোচনামূলক তত্ত্বের আলোকে বিশ্ব (এবং বিপরীতে)

ক্রিটিকাল তত্ত্ব ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান: সিস্টার ইন আর্মস?
স্টিফান লেসেনিচ, জার্মানি ১৬

তুলা উপনিবেশবাদ : পুঁজিবাদ সম্পর্কে উত্তর-উপনিবেশিক পুনর্বিবেচনা
গুরমিন্দর কে. ভার্মা, যুক্তরাজ্য ১৮

প্রান্তের প্রতি-উত্তর : উপনিবেশিক অভিজ্ঞতার বিশ্বায়ন
ম্যানুয়েলা বোটকা, জার্মানি ২০

সমগ্রতা এবং বাহ্যিকতা : একটি বিউপনিবেশিক সমালোচনামূলক তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ
প্যাট্রিসিয়া সিপোলিট্টি রদ্রিগেজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২২

সংস্কৃতি শিল্প :
সমালোচনামূলক তত্ত্বের জন্য একটি (রাজনৈতিক) গবেষণার বিষয়
ব্রুনা ড্যালা তররেদে কারভালহো লিমা, জার্মানি/ব্রাজিল ২৪

বিশ্ব সমাজের একটি ক্রিটিক্যাল থিওরির পথে
এস্তেবান তোরেস, আর্জেন্টিনা ২৬

> জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ এবং সবুজ উপনিবেশবাদ

জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত
ব্রেনো ব্রিঞ্জেল, ব্রাজিল/স্পেন ও মেরিস্টেলা সাম্পা, আর্জেন্টিনা ২৮

উত্তর আফ্রিকায় জ্বালানির রূপান্তর: উপনিবেশবাদ, ক্ষমতাচ্যুতি এবং বাজেয়াপ্তকরণ
হামজা হামুচেন, যুক্তরাজ্য/আলজেরিয়া ৩২

আফ্রিকায় সবুজ ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ
নিম্মো বাসসি, নাইজেরিয়া ৩৫

পরিবেশ-সামাজিক জ্বালানি রূপান্তরের দক্ষিণ-দক্ষিণ ইশতেহার*
সম্মিলিত নিবন্ধ ৩৮

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

কর্তৃত্ব (এবং কর্তৃত্ববাদ) এর একটি নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন
কাঠিয়া আরৌজো, চিলি ৪১

> উন্মুক্ত বিভাগ

ভীতির রাজনীতি এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ভাবনা
লারা সারতোরিও গনকাভস, ব্রাজিল ৪৪

পানির জন্য সংগ্রাম পুঁজিবাদের নব্যউদারনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ
ম্যাডেলাইন মুর, জার্মানি ৪৭

“বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের শিকড় পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমের চিরায়িত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বসমূহ, যা নিজেকে সর্বজনীন হিসাবে উপস্থাপন করেছে, অথবা এই পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনা”

জিওফ্রে প্লেয়ার্স

> সংখ্যালংঘুকরণ এবং উপনিবেশিকতার গণ্ডি পেরিয়েঃ

রিটা সেগাতোর সাথে একটি সাক্ষাৎকার

কৃতজ্ঞতাঃ বেটো মন্টেরিও/ সিকম ইউএনবি

রিটা সেগাতো (আরএস) একজন সম্মানিত আর্জেন্টাইন লেখক, নৃতত্ত্ববিদ এবং নারীবাদী কর্মী। তিনি ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপীয় এবং ল্যাটিন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় এক ডজন ডিগ্রি সম্মানের পাশাপাশি (honoris causa- এক রকম সম্মাননা যা পরীক্ষা ব্যতীত অর্জন করা হয়) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পেয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে তার সামগ্রিক কাজ ও অর্জনের জন্য ক্যারিবিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিলোসফি থেকে ফ্রান্টজ ফ্যানন পুরস্কার' (২০২১) এবং বুয়েনেস আইরেস সিটি কাউন্সিল থেকে 'সংস্কৃতির অসামান্য ব্যক্তিত্ব' (২০১৯) স্বীকৃতি। এছাড়াও, তিনি সান মার্টিনের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে 'আনসেটলিং থট'- এ রিটা সেগাটো চেয়ার এবং মাদ্রিদের রেইনা সোফিয়া মিউজিয়ামে অ্যানিবাল কুইজানো চেয়ার সম্মাননা পেয়েছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, সহিংসতা ও ঔপনিবেশিকতার মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটি প্রসিদ্ধ একাডেমিক ক্যারিয়ার এবং উদ্ভাবনী গবেষণা ছাড়াও, তিনি মানবাধিকারের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ব্রাজিলে উচ্চ শিক্ষায় কৃষ্ণাঙ্গ এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য প্রথম ইতিবাচক-পদক্ষেপ প্রস্তাবের সহ-লেখক (১৯৯৯) ছিলেন। তিনি লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন নারীবাদী সংগঠনের সাথেও এক হয়ে কাজ করেছেন যা নারীবাদী আন্দোলনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি তার লেখা The Critique of Coloniality (Routledge, ২০২২) বইটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদক **ব্রেনো ব্রিংগেল (বিবি)** এবং ভিটোরিয়া **গঞ্জালেজ (ভিজি)** এই মহিমান্বিত ব্যক্তির সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

>>

বিবি এবং ভিজি: আপনার কাজের ধরণ ও গতি-প্রকৃতি সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে, আমরা বিশ্বাস করি যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যেমন- আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং এমনকি ইউরোপের কিছু অঞ্চল- আমাদের পাঠকদেরকে এখনও আপনার কাজ সম্পর্কে জানাতে হবে। আপনি কি মন করেন আপনার গবেষণালব্ধ অর্জন এবং অবদানগুলো প্রাথমিকভাবে ল্যাটিন আমেরিকার উপর হলেও তা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমা পার করে এর বাইরেও প্রাসঙ্গিক হতে পারে? কিভাবে এটি গ্লোবাল সাউথ পেরিয়ে বিশ্বব্যাপী সর্বজনীন সংলাপ হয়ে উঠতে পারে?

আরএস: দুর্ভাগ্যবশত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট এখনও চিন্তাধারা বিস্তারের প্রধান কেন্দ্র। অর্থাত, চিন্তাধারার কোন বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে মনোনীত হয়, এবং এই আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকেই অধিকাংশ একাডেমিক সম্প্রদায় কী পড়তে হবে বা মেনে নিতে হবে তা দেখতে শুরু করে, যা গ্লোবাল নর্থের আশ্রয়ে অনুমোদিত হচ্ছে। বৈধতা সেখান থেকেই আসে এবং এটিই এই গ্লোবাল নর্থ সাম্রাজ্যের অন্যতম কাজ। অন্যদিকে, গ্লোবাল সাউথের জগতে ধারণা ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অনেক কথা বলা হয়েছে। দুঃখজনকভাবে, আমি তাদের এই স্ব-আরোপিত সীমাবদ্ধতায় বিশ্বাস করি না। আমি পেরুর ক্রিয়াশীল চিন্তাবিদ অ্যানিবাল কুইজানোর নৈকট্য অনুভব করি যিনি বলেছিলেন যে, দক্ষিণ থেকে আসা সত্ত্বেও, তিনি দক্ষিণ বা দক্ষিণের জন্য চিন্তা করেননি বরং বিশ্বের জন্য চিন্তা করেছিলেন। এখনও ঔপনিবেশিক কাঠামো একটি বৈশ্বিক সমস্যা এবং এটি বিবেচনা ও বাতিল করার প্রয়োজনীয়তাও একটি সর্বজনীন বিষয়।

আমার কাজ সম্পর্কে যদি আমাকে বলা হয় আম কি চাই তাহল আমি বলবো যে, আমি সমসাময়িক বিষয়ে গবেষণাকারী আরও আফ্রিকান, ক্যারিবিয়ান, এশিয়ান এবং মধ্যপ্রাচ্যের লেখকদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা পোষণ করি। ভার্চুয়ালটি এই সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছে, যদিও এটি সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করা হয়নি এবং এটি এখনও সহ-উপস্থিতি এবং সহ-সংস্থার মতো হতে পারে নি যা সবার জন্য সমানভাবে উপযোগী। এমনকি, যদি আমরা প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর লেখকদের সাথে কথোপকথনের কথা ভাবি, তবে আমাদের সর্বদা বিশ্বস্ততার সাথে তা করতে হবে এটা নিশ্চিত করতে যে আমরা বিশ্বের জন্য ভাবছি এবং লিখছি। এই চিন্তাধারাটি সংখ্যালংঘুকরণের আমার সমালোচনায় একত্রিত হয়েছে, অর্থাৎ, বহুসংস্কৃতিবৃদ অন্টোলজিক্যালি সম্পূর্ণভাবে যে অন্যসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয় তাদরে সমালোচনা: নারী, ভারতীয়, কৃষ্ণাঙ্গ, ভিন্নমতাবলম্বী, লিঙ্গ ইত্যাদি।

আমার দৃষ্টিকোণ থেকে রাজনৈতিক সংখ্যালঘুদের এই আদর্শগত জায়গাটি যেখানে তারা নিজের আদর্শের দিক থেকে, নিজের সম্পর্কে এবং নিজের জন্য চিন্তা করে তা ধ্বংস করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, নারীরা যদি আমাদের প্রস্তাবে এগিয়ে আসে, যদি পিতৃতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়, ক্ষমতার সকল কেন্দ্র অস্থিতিশীল হয়ে যায় তখন আমাদের বিরোধীরা এটি খুব ভাল করেই বুঝে নেবে যে কী হতে চলেছে। আমরা যে সঙ্কটের প্রতিনিধিত্ব করি তার কারণেই তারা তাদের দল নিয়ে রাস্তায় এসে আজেবাজে কথা বলে। যেমন, 'লিঙ্গ' যা একটি বিশ্লেষণাত্মক বিভাগ, যা একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয় নির্মাণের একটি 'আদর্শ'। না বুঝেই শ্লোগানের পুনরাবৃত্তি করার জন্য রাস্তায় নেমে আসা এই দলগুলো বিশ্বের কাঠামোকে কতটা অবমূল্যায়িত করছে এবং 'সংখ্যালঘু' মর্ম স্পর্শ করে হুমকি দিে"ছ তা এর অকাট্য প্রমাণ।

বিবি এবং ভিজি: আমরা যদি আমাদের ম্যাগাজিনে আপনার একটি কাজ যা এখনও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচারিত হয়নি সেটি সকল ভাষায় ভাষান্তরিত করতে চাই তাহলে আপনার কোন লেখাটি সুপারিশ করবেন ? এবং কেন করবেন?

আরএস: এটি একটি জটিল প্রশ্ন। লেখক কখনো এটা ঠিক ভাবে জানেন না। এর উত্তর দেওয়াও কঠিন কারণ আমার কিছু পাঠ্য পুরুষতান্ত্রিক নিপীড়নকে সম্বোধন করে, কিছু বর্ণপ্রথার নিপীড়নকে সম্বোধন করে এবং অন্যগুলো রাজনীতি এবং রাজনৈতিক (অন্য কথায়, রাষ্ট্র কর্তৃক রাজনৈতিক দখলের বিষয়ে আমার সমালোচনা) এর মধ্যে পার্থক্যকে সূচিত করে। অনেক প্রবন্ধ বর্তমানে সাক্ষাতকার এবং এমনকি ভিডিও রেকর্ডিং আকারে রয়েছে। বয়সের প্রভাবে এবং নিজেকে বোঝানোর তাগিদে এখন আমি লিখি কম এবং বেশি বেশি কথা বলি ।

কিন্তু আমার শেষের বইতে *Cenas de um pensamento incômodo* (সেন্সেস অফ আনসেটেলিং থট) শিরোনামে একটি লেখা ২০২২ সালে পর্তুগিজ ভাষায় এবং ২০২৩ সালে স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। আরো দুটি কম পরিচিত পাঠ্য রয়েছে যা: "Refundar o feminismo para refundar a política" (রাজনীতিকে নতুন করে নারীবাদের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা) এবং "Nenhum patriarcão fará a revolução: reflexões sobre as relações entre capitalismo e patriarcado" (কোন পুরুষতান্ত্রিক অগ্রনেতা বিপ্লব ঘটাবেন না: পুঁজিবাদ এবং পিতৃতন্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিফলন)। আমার সর্বশেষ বই চিলিতে স্প্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত, Expuesta a la muerte (এক্সপোজড টু ডেথ) শিরোনামে, খুব সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় এটা "Encomio de la incertidumbre" (অনিশ্চয়তার প্রশংসায়) আমার ধারণাগুলো খুব ভালোভাবে প্রকাশ করে।

এমন একটি বইও রয়েছে যা আমার পরবর্তী সমস্ত চিন্তাধারার বিকাশের ভিত্তি। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে লেখা সবগুলো বই ইংরেজি, জার্মান, ফেঞ্চ, ইতালীয়, পর্তুগিজ এবং এমনকি গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে বা হচ্ছে, *Las estructuras elementales de la violencia* (দি এলিমেন্টেরি স্ট্যাকচার অফ ভায়োলেন্স) শিরোনামের লেখাটি ভাষান্তরিত করা হয়নি। এই কাজটিত একটি মূল অধ্যায় এবং আমি যা কিছু চিন্তা করেছি তার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হলো: La estrutura de género y el mandato de violación (জেন্ডার স্ট্যাকচার এন্ড দি মেন্ডেট অফ রেইপ)|

উপরে উল্লেখিত বহুসংস্কৃতিবাদের সমালোচনা স্বরূপ *La Nación y sus Otros* (দি ন্যাশন এন্ড ইটস আদারস) বইটিতে অনকেগুলো অধ্যায় লিখেছি; বিশেষ করে, এই অধ্যায়টি "Identidades Políticas / Alteridades Históricas: uma crítica a las certezas del pluralismo global" (রাজনৈতিক পরিচয়/ ঐতিহাসিক পরিবর্তন: বিশ্বব্যাপী বহুত্ববাদের নিশ্চিয়তার একটি সমালোচনা)। এছাড়ও, সেই বইটিতে আমি 'রাজনীতি'- এর একটি সমালোচনা প্রত্যাশা করি যা তার নিজস্ব অন্তর্জালে আবদ্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থে কেন্দ্রীভূত, অভ্যন্তরীণ, অন্তঃসত্ত্বা এবং আঞ্চলিক হয়ে উঠেছে।

বিবি এবং ভিজি: আপনার কাজ জেন্ডার এবং ঔপনিবেশিকতার মধ্যে সম্পর্ক খুজে বরে করার অনেক চমকপ্রদ উপায় উপস্থাপন করে। বিশ্বব্যাপী অতি-ডানপ্রন্থীদের উত্থানের প্রেক্ষাপটে বর্ণবাদ, ঔপনিবেশিকতা এবং লিঙ্গ সহিংসতাকে শক্তিশালী করে এমন এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে আমরা আজ কীভাবে মোকাবেলা করতে পারি?

আরএস: একদিকে, বর্ণবাদ, পিতৃতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিকতার মধ্যে সংযোগের প্রতিফলন রয়েছে। এটি একটি বিষয়বস্তু। অন্যদিকে, সমসাময়িক ফ্যাসিবাদের গঠন নিয়ে প্রশ্ন আছে। যদি ফ্যাসিবাদের উত্থানের একটি কৌশল, একটি পদ্ধতি থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি এর একটি কাঠামোও থাকবে যা আমাদের ফ্যাসিবাদী মতাদর্শগুলো নিরূপণ করতে দেয় এবং এই মতাদর্শগুলো একে অন্যকে শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে। ফ্যাসিবাদের একটি শত্রু, একটি আত্মত্যাগকারী ক্ষতিগ্রস্ত লোক এবং একটি বলির পাঁঠা প্রয়োজন যাতে সে নিজে শক্তি অর্জন এবং তার মিত্ররা সংহতি অর্জন করতে পারে। ফ্যাসিবাদ মূলত এভাবেই অন্যকে শত্রু হিসেবে তৈরি করে গড়ে ওঠে। সুতরাং, বর্ণবাদী মানুষ, নারী এবং যৌন ভিন্নতাবলম্বীরা এই অন্যকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার ভাবনা ধারণ করার জন্য ফ্যাসিবাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। ঔপনিবেশিকতার স্থায়ী কাঠামো 'সমাজের সাধারণ শত্রু' কে প্রকাশিত করে দেয়। এটি কেবল একটি ছোট পদক্ষেপ কারণ এটি তৈরি করা মানে তা অন্যদের জন্য হুমকি হিসাবে ইতিমধ্যে উপলব্ধ ছিল। এক্ষেত্রে, জাতিবিদ্বেষী নারী এবং যৌন ভিন্নমতাবলম্বীদের কলুষিত হওয়া সহজ কারণ

>>

তারা বিশ্বের ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রভাবের কারণে ইতিমধ্যেই সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

বিবি এবং ভিজি:: বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা ভেবেছিলাম যে দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী মানবাধিকার সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যেমন আর্জেন্টিনা, তারা কর্তৃত্ববাদী বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। যাইহোক, আজ আমরা আর্জেন্টিনায় সংশোধনবাদী এবং কিছু ক্ষেত্রে অস্বীকারবাদী আন্দোলনও দেখতে পাই। আপনি কিভাবে এই প্রক্রিয়া মূল্যায়ন করবেন?

আরএস: আমাদের অবশ্যই আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের অন্তত দুটি দিক বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার বাহ্যিকতা: অঞ্চল এবং জনগণের জীবন আমাদের রাষ্ট্রগুলোর ভিত্তি (যাকে আমি বলি 'মৌলিক ত্রুটি, যা স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করবে) থেকে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়ত, 'রাজনীতি-রাজনৈতিক' এর মধ্যে দুরত্ব; একদিকে, 'রাজনীতি' হচ্ছে (রাজনৈতিক দল, সংগঠিত সামাজিক আন্দোলন এবং তাদের অভ্যন্তরীন দল পাকানো ও স্বার্থ, তাদের বিশিষ্ট কেন্দ্রীভূত, অন্ত্র, অন্তঃসম্পর্কমূলক কর্মের অভিমুখীকরণসহ রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে প্রাপ্ত কর্ম ও সিদ্ধান্ত) এবং অন্যদিকে, 'রাজনৈতিক' মানে (যা সমাজে প্রচার করে, সামাজিক সম্পর্ক তৈরিতে এবং ইতিহাসকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করে)।

আর্জেন্টিনার ক্ষেত্রে ডানপন্থী ভোট সমাজরে সেই সেক্টরগুলোর উদ্যোগে রাজনীতির পুর্নজাগরণের অনুরোধ বল মনে হয় যা ইতিহাসে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার একটি সুষম বন্টন দাবি করে এবং রাজনীতিকে মনে করে জনসাধারণের ছেড়ে দেওয়া গোলোকধাঁধা যা একটি দলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং যা জনসাধারণকে শাসিত হতে বন্দোবস্ত করে। রাজনৈতিক দলের এই চারিত্রিকি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে তরুনদের মধ্যে বিরক্তি তৈরি করে। এর সাথে যোগ করা হয়েছে এই বার্তাটি যে "আপনার কোনো অস্তিত্ব নেই; আপনি যদি মিডিয়া স্পটলাইটের অধীনে না থাকেন তবে আপনার একটি পূর্ণ জীবন থাকবে না।" অধিকন্তু, গণতন্ত্র ও আধুনিকতার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে জনগণের মাঝে ক্ষোভ জমে উঠেছে।

গণতন্ত্র কখনই প্রকৃত গণতন্ত্রের একটি প্রকল্প হয়ে উঠতে পারে নি। আধুনিকতাও একইভাবে সমান সুযোগ, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা এগুলোকে ছাপিয়ে আধুনিকতার একটি প্রকল্প হতে পারে নি। ক্ষোভ ও হতাশার এই সঞ্চয়কে গণতন্ত্রবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে। তাই আর্জেন্টিনার গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার ও বিচারের মাধ্যমে অর্জিত সেই 'অধিকার'গুলোও আজ দূরের বলে মনে হ"ছ। তারা আজ এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠরা অংশগ্রহণ করে না এবং তারা নিজেদের এর অংশ হিসেবে অনুভব করে না।

বিবি এবং ভিজি: আজকাল কি কোনো নারীবাদী আন্তর্জাতিক আছে?

আরএস: এই নারীবাদী 'আন্তর্জঅতিক' ধারণাটি নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় কারণ এটি নারীবাদকে সকল সীমানা অতিক্রম করে সবাইকে একত্রিত করে এবং নারীবাদের ধারণা কে সবখানে পৌছে দেয়। যাইহোক, এটি আমার পূর্বে উল্লেখ করা 'জনগণ' এবং রাজনীতি'র মধ্যে দূরত্বের মতো একই ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। 'বিশেষজ্ঞ' এবং 'গোঁড়া' এই দুই মতবাদধারী দল তৈরি হতে পারে যা আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। নারীবাদী আন্দোলন বহুত্ববাদী হবে, নতুবা হবেই না। এটি আধিপত্যবিহীন বিশ্বের জন্য হবে, বা এটা একেবারেই হবে না। ইউরোপকেন্দ্রিক নারীবাদের বিচ্যুত অবস্থানের কারণে, আফ্রিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীরা নারীবাদ এর পরিবর্তে মহিলাবাদ নিয়ে কথা বলতে বেছে নিয়েছে। এই পার্থক্যগুলোর দ্বারা সূচিত স্বতন্ত্র লিঙ্গ কাঠামো, সংগ্রাম এবং উদ্দেশ্যসমূহ সহ বিভিন্ন মতবাদগুলোর রয়েছে বিভিন্ন ইতিহাস। যখন আমরা পার্থক্যের প্রিজমের মাধ্যমে আমাদের সাধারণ সমস্যাগুলো একই চোখে দেখি, তখন একজন নারীবাদী আন্তর্জাতিক তার সঠিক গন্তব্যে পৌছাতে পারে।

বিবি এবং ভিজি: সংক্ষেপে একটি শেষ প্রশ্ন: আমাদের মহাদেশের আদিবাসীদের কাছ থেকে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান কী শিখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আরএস: নির্দিষ্টকরে বলতে গেলে, এটি হবে অবিকল এমন একটি রাজনীতি যা শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের জনগণের মধ্যে এই দূরত্ব তৈরি করে না এবং এমন একটি রাজনীতিক অবস্থা যা প্রকৃতি এবং দেহকে বস্তুনিষ্ঠ না করে বহুজন জগতের (বহুত্ববাদ) কল্পনা করতে পারে। একটি "ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ প্রকল্প" যা বিষয়গুলির ঐতিহাসিক প্রকল্প" এর সাথে বিস্তৃত ও প্রাণবন্ত, এগুলো সুখের খুব অন্যরকম কল্পনা। ■

অনুবাদ : ইসরাত জাহান ইয়ামুন

> ইজাবেলা বারলিনস্কাকে শ্রদ্ধা নিবেদন:

আইএসএ-এ ৪০ বছর আত্মোৎসর্গ

সাবেক আইএসএ প্রেসিডেন্ট **মার্গারেট আর্চার, মিশেল উইভিওরকা, মাইকেল বুরাওয়ে, মার্গারেট আব্রোহাম এবং সারি হানাফি** এবং বর্তমান আইএসএ প্রেসিডেন্ট **জিওফ্রে প্লেয়ার্স**

২০২৩ সালে মেলবোর্ন-এ বিশতম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজিতে ইজাবেলা বার্লিনস্কার জন্য আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তার বক্তৃতা।

মার্গারেট আর্চার (আইএসএ প্রেসিডেন্ট ১৯৮৬-১৯৯০) *

৪০ বছর আগে পোল্যান্ডে আন্তর্জাতিক সমাজতাত্ত্বিক সমিতির (আইএসএ) কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে ইজাবেলার সাথে প্রথম বারের মতো দেখা হয়। আমাদের স্বাগত জানাতে ভাসমান তুষার কণার মধ্যে তিনি স্বমহিমায় অপেক্ষা করছিলেন। ম্যাগডালেনা সোকোলোভস্কার ভাগ্নি হিসেবে আমার মনে হয়েছিল ডক্টরালের এই শিক্ষার্থী কেবল স্থানীয় ব্যবস্থায় সাহায্য করছে। আসলে আমার ভাবনা কতটাই না ভুল ছিলো? এটি ভার্জিনিয়া উলফের উপর তার থিসিসের এক সপ্তাহের ছুটি ছিল না বরং আইএসএ-এর সাথে চার দশক কাজ করার একটি শুভ সূচন ছিল। আমরা দ্রুত অগ্রসর হয়েছিলাম; যেহেতু আমার স্কুল থেকেই আমাকে ইংরেজি সাহিত্যে ডিগ্রির জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছিলো, তাই আমরা সহজেই একে অপরকে বুঝতে পেরেছিলাম। তবে, ভ্রাম্যমাণ আইএসএ- র জন্য তাকে পোল্যান্ড ছেড়ে যেতে উৎসাহিত করে ঠিক করেছি কিনা, এ বিষয়টি আমাকে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত আমাকে একটা বিষয় ভাবিয়েছে ।

টম বটেমোর যিনি একসময় আইএসএ র প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি ইসাবেলার ব্যাপারে নিঃসংশয় ছিলেন।আইএসএ প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে ব্রাসেলসে নির্বাহী সচিবালয়ে থাকাকালীন তিনি অল্পসময়ের মধ্যে ইজাবেলার প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার আজীবন সমর্থক ও বন্ধু হয়ে ওঠেন । তিনি নারীত্ব ও পেশাগত দক্ষতাকে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক হিসেবে দেখতেন না; ফলে, আমরা দুজনেই তাঁর এই "আলোক-সঞ্চারী" মনোভাবের সুফলভোগী ছিলাম। সচিবালয় ব্রাসেলসে স্থায়ী ছিলনা; স্পেনে স্থানান্তরের পরিকল্পনা চলছিল (১৯৮৭)। এটি একটি চ্যালেঞ্জিং পদক্ষেপ ছিল । কারণ, সচিবালয়ের জন্য একটি নিজস্ব ঘাঁটির ব্যবস্থার সম্পর্কে আইএসএ-এর নিজস্ব বিধিম-ালা একটি স্থানীয় কিন্ত গবেষণার জন্য নতুন কেন্দ্রের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে, যারা কিনা মাদ্রিদে একই জায়গার পাল্টা দাবি করেছিল। আমার কিছু আলোচনার কথা মনে আছে যার মধ্যে ছিল একটি সত্যিকারের বড় আলোচনা

>>

সভার আয়োজন করা এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কাছে আইএসএ-এর দৃঢ় প্রতিবাদ জানানো।

১৯৮৭ সালে যখন আমিওদ্য সেক্রেটারিয়েট(সচিবালয়) সম্পর্কে লিখি এর উদ্দশ্যে ছিলো ইজাবেলা, তখন তিনি মাত্রই স্প্যানিশ ভাষা শেখা শুরু করেছিলেন; তাঁর নেটওয়ার্কিংয়ে বিশাল প্রতিভা আছে কিন্ত মাদ্রিদে তার পরিচিত সহকর্মীর সঙখ্যা ছিলো খুবই অল্প । এছাড়া, স্থানীয় হাউজিং মার্কেটে অস্থিতিশীল হওয়ায়, তিনি নেটওয়ার্কিঙ দক্ষতার সাথে তার সাধারণ বুদ্ধমিত্তার উপর নির্ভর করেছিলেন। তাঁর সহনশীলতা ছিল অসাধারণ। আবাসন সমস্যা সমাধানে তিঁনি দ্রুত পেশাদার সমিতির সমর্থন অর্জন করেন, একটি নতুন কর্মীদলকে একীভূত করার ক্ষেত্রে তার প্রতিভা দেখান, খুব দ্রুত স্প্যানিশ ভাষায় সাবলীল হয়ে ওঠেন এবং অবিশ্বাস্যভাবে একটি রুফটপ পেয়ে যান। আর, শেষবার যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন আমরা একত্রে মাদ্রিদের সূর্যাস্ত এবং এক বোতল পানীয় ভাগাভাগি করে উপভোগ করেছিলাম।

কার্যনির্বাহীকমিটির বার্ষিক সভা প্রতিবছর ভিন্ন ভিন্ন শহওে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে ইজাবেলা ও আমি একসাথে ভ্রমণ করেছি এবং আঞ্চলিকতার গন্ডি পেরিয়ে বিশ্বায়িত হয়েছি বিশ্বায়ন শব্দটির জন্মেরও আগে। আমি যখন প্রেসিডেন্ট হই তখন আমাদেও পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং তখনই আমি বুঝতে পারি যে তার দায়িত্ব কতটা ব্যাপক ছিল। একটি নতুন জার্নাল (ইন্টারন্যাশনাল সোসিওলজি) প্রতিষ্ঠা করা থেকে শুরু করে-দেরিতে হলেও স্প্যানিশকে তৃতীয় সরকারী ভাষা হিসাবে প্রবর্তন এবং গবেষণা কর্মিটির বিস্তারের সাথে সমন্বয়সাধন, ওয়ার্ল্ডকংগ্রেসে রাজা এবং রানীকে স্বাগত জানানোর প্রোটোকল পর্যন্ত (১৯৯০) সকল কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং অনায়াসে তার প্রশাসনিক কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ইজাবেলা পরবর্তীতে তার প্রাথমিক লক্ষ্যে তথা ডক্টরেট ডিগ্রি শেষ করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্ত এই সময় পোল্যান্ডে সংহতি আন্দোলনে তিনি মনোনিবেশ করেন এবং তা স্প্যানিশ ও পোলিশ ভাষায় প্রকাশিতও হয় ।আমরা সবসময় যোগাযোগ রাখতাম। প্রায় প্রতি বছরই আমরা একত্রে কোথাও না কোথাও একসপ্তাহের ছুটি কাটানোর চেষ্টা করতাম (কখনো কখনো সেলিনসেন্ট-পিয়েরেও আমাদের সাথে থাকত)। অবশেষে, যখন আমি পামপ্লোনা নাভারা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হই, তখন মাদ্রিদে ও মাদ্রিদের বাইরে ভ্রমণ করে এবং সাথে টুকটাক কেনাকাটা করা, শিল্প জাদুঘর পরিদর্শন করা এবং তার ছাদবাগানে সময় কাটিয়ে তার সাথে কাটানো কয়েকটি দনি দারুণ উপভোগ্য হয় উঠত। ইজাবেলা আজকের আইএসএ-এর প্রত্যেক সদস্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এর মধ্যে তারা ও রয়েছে যারা কখনও তার সাথে দেখা করার সুযোগ পায়নি। সে যেন পোল্যান্ডে তার প্রত্যাবর্তনে সাদর অভ্যর্থনা ও পরিপূর্ণতা পায়। ■

**মার্গারেট আর্চার মারা যাওয়ার একমাস আগে ২রা এপ্রিল, ২০২৩-এ এটি লিখেছিলেন (গ্লোবাল ডায়ালগের এই সংখ্যায় তার মৃত্যুসংবাদ সংক্রান্ত বিবরণ দেখুন)।*

মিশেলউইভিওরকা(আইএসএ প্রেসিডেন্ট২০০৬-২০১০)

ও আইএসএ... ইজাবেলা: হ্যাঁ, আইএসএ মানে [ইসা] ইজাবেলার সাথে বেলাচ (ইতালিয়ান ভাষায় বেলা অর্থ সৌন্দর্য্য)। ১৯৮২ সাল (মেক্সিকো!) থেকে আইএসএ-এর সাথে যুক্ত হয়েছি এবং আমি যখন সভাপতি ছিলাম তখন তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি। আমি বলতে পারি যে তাকে ছাড়া আমাদের সংগঠন বর্তমানে যে অবস্থায় আছে এরকম থাকত না।

তিনি একইসাথে আসম্ভব করতিকর্মা এবং চমতকার বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি আমাদেও বুদ্ধিবৃত্তিক ও বৈজ্ঞানিক জীবন সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং একইসাথে প্রশাসনিক বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। প্রয়োজনরে সময় কোন ধরণের আতিশয্য ছাড়াই বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক, এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোলিশ- পোলিশ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দিকে তার বাস্তবিক উপস্থিতি ছিল। সব বিষয়ে এবং আমাদেও মধ্যে অনেক মানুষের সম্পর্কে জানা থাকলে ও কখনোই কিছুতে অনাহুতভাবে হস্তক্ষেপ করেন নি। আমাকে ফরাসি ভাষায় একটি শব্দযোগ করতে দিলে বলব: ইজাবেলা আইএসএ-এর একজন ক্রিটিক্যাল অ্যাক্টরের চেয়ে বেশি কিছু। তিনি একজন মার্জিত- রুচিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি; তার আছে লাক্লাসচ (একটিবিশেষ শ্রেনীগত অবস্থান), লা গ্র্যান্ডক্লাস (একটি বিশেষ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শ্রেণীগত অবস্থান)। আমি তার নতুন জীবনের জন্য শুভকামনা করি।■

মাইকেল বুরাওয়ে (আইএসএ প্রেসিডেন্ট ২০১০-২০১৪)

ইজাবেলা বার্লিনস্কা আইএসএ-এর উন্নতির জন্য নিজেকে নিবেদিত করেছেন। যার ফলে, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে এবং সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব সমাজবিজ্ঞানে প্রধান ভূমিকা পালনকারীদের একজন হয়ে উঠেছেন। মার্গারেট আর্চারের মৃত্যুর কথা শুনে খুব খারাপ লাগছে, কারণ তিনি এই সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মাদ্রিদে যখন আইএসএ প্রতিষ্ঠিত হয় তখনকার গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলিতে তিনি ইজাবেলার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। সকল প্রেসিডেন্টদের মধ্যে তিনি ইজাবেলাকে সবচেয়ে ভাল জানতেন। ইজাবেলার প্রতি তার শ্রদ্ধাঞ্জলি সম্ভবত তার শেষ দিকের একটা লেখায় ছিল।

মার্গারেট আর্চার আমাদের জানান কিভাবে ইজাবেলাকে তার খালা ১৯৭৭ সালে ওয়ারশতে নির্বাহী কমিটিকে স্বাগত জানাতে নিয়োগ করেছিলেন। ইজাবেলা তখনও একজন শিক্ষার্থী ছিলেন। এই নিয়োগ দেয়া হয়েছিল ইজাবেলা সংহতি আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িত হওয়ার চার বছর আগে। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বরের সেই দিনেগুলিতে সামরিক আইন ঘোষণা করা হলে, সলিডারিটির আন্ডারগ্রাউন্ড নেতৃবর্গ ইজাবেলাকে আইএসএ-র অফিসে একটি অভ্যাগত পদে অবস্থান নিতে উৎসাহিত করেছিলেন। নেতৃবৃন্দ ভেবেছিলো পশ্চিম ইউরোপে তার উপস্থিতি পোল্যান্ডের বিরোধীদল এবং নির্বাসিতদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে। স্পষ্টকরে বলতে গেলে, ইজাবেলা তার দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন না; তিনি পশ্চিমে আশ্রয় চান নি। এটা কখনো তার মনে আসে নি। তিনি পোল্যান্ডের একজন অনুগত নাগরিক ছিলেন। পোল্যান্ডের গণতান্ত্রিক শক্তিকে সমর্থন করার জন্য তার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তাই করেছেন। ইজাবেলার স্বৈরাচারবিরোধী জীবনের একটি পাঠ বিশেষত এই বছরের কংগ্রেসের মূল বিষয়বস্তুর জন্য উপযুক্ত।

>>

যদিও তিনি কখনই তার জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রশংসা করা পছন্দ করেন নি, আমাদের মনে রাখা উচিত যে ইজাবেলা একজন সমাজবিজ্ঞানী। আইএসএ পরিচালনা করার সময় তিনি প্রফেসর ভিক্টও পেরেজ-ডিয়াজের তত্ত্বাবধানে মাদ্রিদের কমপ্লুটেনস ইউনিভার্সিটিতে (Complutense University of Madrid) তার পিএইচডি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এটি দলীয় রাষ্টের বিরোধীদের পরিবর্তনশীল মনোভাবের প্রেক্ষাপটে পোলিশ সলিডারিটি এবং সামরিক আইনের অধীনে দৈনন্দিনজীবনের একটি পাঠ। প্রবন্ধটি স্প্যানিশ ভাষায় La sociedad civil en Polonia y Solidaridad (পোল্যান্ডে নাগরিক সমাজ এবং সংহতি) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন এর খবরদারির দিন শেষ হয়ে এসেছিল, যদিও তিনি তখন এ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। এর উদ্দেশ্য ছিল এটা স্মরণ করিয়ে দেয়া যে স্বৈরতন্ত্রেও বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্বল্পমেয়াদে সফল নাও হতে পারে, তবে তা দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

যাইহোক, আমি আমার বক্তব্যের মূল বিষয় থেকে দূওে সরে যাি"ছ - ইজাবেলা এবং আইএসএ-তে তার অবদান। আমি মিশেল উইভিওরকা এবং মার্গারেট আব্রাহামের অনুভূতির সাথে সুর মিলিয়ে বলবো তিনি আইএসএ-এর স্তম্ভ। আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তিনি যখন ১৯৭৭ সালে আইএসএর সাথে তাঁর যোগসূত্র শুরু করেছিলেন তখন মাত্র ১০০০ সদস্য ছিল। ১৯৮৭ সালে যখন তিনি নির্বাহীসচিব হন তখন সদস্য সংখ্যা ছিল সবেমাত্র দুই হাজারের মত যা কোভিড পরবর্তী আইএসএর পাঁচ হাজার এর বেশি সদস্য সংখ্যার তুলনায় নগন্য। রিসাচ কমিটি এবং ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদেও সংখ্যা কংগ্রেসের উপস্ি"তির মতো একই সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি দ্বি-বার্ষিক ফোরামের সূচনার তত্ত্বধানে ছিলেন। গত ৪০ বছর ধরে ইজাবেলা কমপ্লুটেন্স ইউনিভার্সিটিতে তার ছোট অফিস থেকে অসাধারণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আইএসএ-কে পথ দেখিয়েছেন। খন্ডকালীন কর্মী নাচো, জুয়ান এবং লোলার সহায়তায় কোনোভাবে তিনি যন্ত্রটি চালু রাখতে পেরেছেন। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, আজ আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন আইএসএ-এর সদস্যপদ দ্বিগুণ করেছে । অথচ, এখানে কর্মরত পূর্ণকালীন কর্মী মাত্র ২৩ জন! এটা পরিস্কারভাবে বলা যায় যে আইএসএ-এর আর্থিক অবস্া ইজাবেলা বারলিনস্কার নিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক প্রতিভার উপর নির্ভরশীল।

নির্বাহী সচিব হিসাবে তিনি সফলতার সাথে এই ভয়ঙ্কর রকমের বিভক্ত সংগঠনের সাথে আলোচনা করেছেন- যা কিনা একটি ক্ষুদ্র জাতিসংঘের মত- এটা শুধু সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আইএসএ রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন। তিনি ইসি মিটিংয়ে নিজের চিন্তাভাবনা নিজের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রাখতেন, এমনকি তীব্র উসকানির মাঝেও। তার সবসময় মূল লক্ষ্য ছিল আইএসএ-এর পৃষ্ঠপোষকতা করা, গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবনগুলির ব্যাপাওে সজাগ দৃষ্টি রাখা। যেমন-ওয়ালারস্টেইনের আঞ্চলিক সেমিনার, মার্টিনেলির পিএইচডি ল্যাবরেটরি, বা আর্চারের নতুন জার্নাল, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান।

ইসি সিদ্ধান্ত নিত এবং ইজাবেলা তার সর্বোচ ক্ষমতা অনুযায়ী সেগুলি পালন করতেন। তিনি কোন কাজ দেখে পালিয়ে যাবার মত কেউ নন। আমি এখনও ডারবানে আইএসএ কংগ্রেসে নিবন্ধন করার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর চব্বিশ ঘন্টা কাজ করার কথা স্মরণ করি। তিনি সবসময় আইএসএ মিটিংগুলির প্রথম সারিতে ছিলেন, ঠিক যেমন তিনি আইএসএ'কে বিভিন্ন মিটিংয়ে মাঝেমাঝে দৃশ্যেও আড়ালে রেখে ছিলেন। আমরা যেসব অগণিত সংকটের মুখোমুখি হয়েছি, সেগুলো মোকাবিলা করার জন্য তিনিই ছিলেন সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। সেসংকটগুলো যেমন - পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের কোনো স্ানে কনফারেন্স স্ানান্তর করা, আমাদেও অফিস স্ায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া, কংগ্রেস বা ফোরামের জায়গার জন্য আলোচনা করা ইত্যাদি। তাঁকে বাজেট তদারকি করার সময় নিশ্চিত করতে হয়েছিল যেন আইএসএ-এর আর্থিক ক্ষতি না হয়। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্াগুলির তুলনায় আইএসএ-এর একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে এবং আমরা সকলেই ইজাবেলার কাছে ব্যাপকভাবে ঋণী। পোল্যান্ডে তার নতুন কর্মজীবনের সূচনার জন্য শুভকামনা জানাই ।■

মার্গারেট আব্রাহাম (আইএসএ প্রেসিডেন্ট ২০১৪-২০১৮)

তিন দশকেরও বেশি সময় ধওে ড.ইজাবেলা বারলিনস্কার সাথে পরিচয়ের জন্য আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। আমি তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। ইজাবেলা, সঙ্কটে আপনার অবিশ্বাস্য স্ি"তিশীলতা, বহুভাষিক দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক স্মৃতি, এবং আইএসএ কার্যপ্রণালীর সমস্ত দিকগুলোর প্রতি আপনার সজাগ দৃষ্টি এসবই অমূল্য অবদান। আপনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার পরে, বিশেষ করেও গবেষণায় আইএসএ ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং আইএসএ প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমার মেয়াদকালে, আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারিযে বুয়েনস আইরেসে দ্বিতীয় আইএসএ ফোরাম এবং টরন্টোতে নবম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের সাফল্যে আপনার অসাধারণ সমর্থন অনেক অবদান রেখেছে। আমি জানি আমরা সবাই যা অর্জন করেছি তা আপনার এবং আপনার দলের সদস্যদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা, যোগ্যতা, পেশাদারিত এবং সহযোগিতা ছাড়া করা সম্ভব হতো না। একজন নারীবাদী হিসেবে আমি আরও কৃতজ্ঞ আইএসএ সচিবালয়ের নেতৃত্বে এমন একজন অসাধারণ মহিলা এবং সর্বোচ্চ যোগ্যতার অধিকারী পেশাদার সমাজবিজ্ঞানী পেয়ে যিনি বিশ্বের সমাজবিজ্ঞানী গোষ্ঠীর সার্বজনীন কল্যাণ ও আইএসএ এর সাংগঠনিক প্রাণ শক্তি বজায় রাখতে লক্ষ্যও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। আইএসএ একটি অসাধারণ সংগঠন এবং আমি আনন্দিত যে আপনি, ইজাবেলা, এই দুর্দান্ত যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই, আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছি এবং আলিঙ্গন করছি একটি গভীর ও আন্তরিক ধন্যবাদের সাথে। ■

>>

সারি হানাফি (আইএসএ প্রেসিডেন্ট ২০১৮-২০২৩)

সব প্রামাণিক বিবৃতির পর সত্যি বলতে আমি বাকরুদ্ধ। তবুও এই বিবৃতিগুলোর সাথে আমার পার্থক্য হল যে আমি আমার কর্মজীবনে ইজাবেলা বারলিনস্কার সাথে প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদেও চেয়ে অনেক আগে পরিচিত হয়েছি। আমি যখন পিএইচ.ডি.পরীক্ষার্থী এবং ১৯৯০ সালে বিলফেল্ড কংগ্রেসে তরুণ সমাজবিজ্ঞানীদেও জন্য আয়োজিত বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেও একজন তখন থেকেই তার সাথে আমার পরিচয়। তাঁর উদারতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কারণ, তিনি আমার অনেক প্রশ্নের ধৈর্যেও সাথে উত্তর দিয়েছিলেন। এর মধ্যে কিছু প্রশ্ন ছিল একেবারেই বোকার মত কারণ আমি তখন প্রথমবারের মত একটি বড় সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম।

তারপর থেকে নির্বাহী কমিটির সদস্য, ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং সম্প্রতি আইএসএ প্রেসিডেন্ট হিসেবে তার সাথে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে। যখনি আমি তাকে তার বিজ্ঞ উপদেশের জন্য অনুরোধ করেছি, তিনি কখনোই অনিচ্ছা প্রকাশ করেননি। যদিও আমি সবসময় সেগুলো অনুসরণ করি নি, কি আমাকে এটা স্বীকার করতে হবে তাঁর কৃতিত্বেও জন্য যে তিনি কখনোই বিরক্ত হন নি। কোনোক্ষেত্রেই আমার মনে পড়েনা যে, ইজাবেলাকে কখনই অতিরিক্ত রেগে যেতে দেখেছি। এমনকি উত্তপ্ত আলোচনার মধ্যেও তার সহনশীলতা আমাকে ঈর্ষান্বিত করত। তিনি সময় নিয়ে বিষয়গুলো ভাবতেন এবং তারপর হয়তো প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। আমি প্রায়ই মিটিংএর বাইওে তার সাথে আলাপচারিতা উপভোগ করতাম। আমরা খুব কমই সহকর্মীদের বিরুদ্ধে গল্প করতাম। বরং, আমরা লেবানন, প্যালেস্টাইন, পোল্যান্ড, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্কে কথা বলি। একজন বিশ্বনাগরিক বা অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি হিসাবে তার একটি দুর্দান্ত সাধারণ সংস্কৃতি রয়েছে। কোভিড -১৯ চলাকালীন আমরা ভিপি, ইসি এবং অন্যান্য কমিটির সাথে অনেক অনলাইন মিটিং করেছি। তিনি প্রায়ই ডুডলে তাঁর উপস্থিতি জানান দেননা । কারণ, তিনি মিটিংয়ে অংশগ্রহণকারীদেও জন্য যথাযথভাবে সর্বোচ্চ সময়টুকু দিতে সচেষ্ট থাকেন। একপর্যায়ে আমি বিব্রত বোধকরা শুরু করতাম কারণ কখনো কখনো এটি ভোরবেলা বা গভীর রাতেও ঘটত।

ইজাবেলার বিশেষ আইএসএ স্মৃতি আছে। তাই তিনি জানেন সাধারণত কিসে কাজ হবে এবং আইএসএ নির্বাহী কমিটির কিছু সিদ্ধান্তে সমাজবিজ্ঞানী গোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া কী হবে। ইজাবেলা, চলুন আমরা একদিন পাহাড়ে একসাথে বেড়ানোর পরিকল্পনা করি। আমাদেও বন্ধুত্বকে আইএসএ- এর বাইরেও আমি বিস্তৃত করতে চাই এখন। আপনি গত ৪০বছরে আইএসএ-এর জন্য যা করেছেন তার জন্য ইজাবেলা আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আইএসএ আপনার কাছে অনেক ঋণী...। ■

জিওফ্রে প্লেয়ারস (আইএসএ প্রেসিডেন্ট ২০২৩-২০২৭)

আইএসএ-এর পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্টগণ আমাদেরকে মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ইজাবেলা বার্লিনস্কা গত চার দশকে নানাভাবে আইএসএ-এর ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। গবেষণার জন্য একজন আইএসএ ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি তার আত্মত্যাগ কাছ থেকে দেখার বিশেষ সুযোগ পেয়েছি যার মধ্যে তার একটি সাম্প্রতিক কৃতিত্ব রয়েছে: পরিবর্তনের প্রস্তুতি নেওয়া এবং আমাদেও নতুন নির্বাহীসচিবকে প্রশিক্ষণ দেওয়া। তিনি তার চারিত্রিক বিচক্ষণতা, দক্ষতা এবং আইএসএ-র প্রতি ভালবাসার জন্যই এটির সার্বিক ব্যবস্থাপনা করেছিলেন। এটা করার মাধ্যমে তিনি আমাদেও সবাইকে 'দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে নয় বরং সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে' [কোন কিছু অর্জনের] শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি আমাদেও মনে করিয়ে দেন যে আইএসএ অনেক বেশি আত্মনিবেদনের জায়গা এবং যে কার ও চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমাদের সংগঠন এবং বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে ইজাবেলার মত আত্মোৎসর্গী মনোভাব আশা করি, যারা তাদের সংগঠনের প্রতি প্রজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি ও অনেক ভালোবাসা দিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মকে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ হবে।

ইজাবেলা বার্লিনস্কা আইএসএ-কে এমন রূপ দিয়েছেন যা অন্যকেউ দিতে পারেনি। তিনি হাজার হাজার সমাজবিজ্ঞানীর কাছে আইএসএ-এর মুখপাত্র এবং কণ্ঠস্বও হয়ে উঠেছেন এবং গবেষণা কমিটির স্তওে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে কোনো সমস্যা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে তা নিয়ে সন্দেহপোষণকারী এমনকারও জন্য একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে একটি অসাধারণ সংগঠন পেয়েছি যা সকল মহাদেশে সমাজবিজ্ঞানকে আগলেরাখা এবং বিকাশ করতে সক্ষম। আমাদেও অবশ্যই ইজাবেলার প্রতিষ্ঠিত উচ্চ মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে এবং এর ভিত্তিতে নতুন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। আইএসএ ইজাবেলার সংগঠন। এটি প্রায় চার দশক ধরে তার বাড়ি ছিল এবং তাই থাকবে। আমরা নিশ্চিত করব যেন তিনি আগামী দিনগুলিতে আইএসএ-তে তাঁর অবকাশ খুঁজে পান এবং আমরা সবাই তাকে আইএসএ ফোরাম এবং ইভেন্টগুলিতে আবার দেখতে পাব বলে আশা করি। ■

অনুবাদ: খাদিজা খাতুন

ইজাবেলা বার্লিনস্কা সম্পর্কে আরও জানতে গ্লোবাল ডায়ালগ তার সাথে মাইকেল বুরাওয়ের সাক্ষাতকারটি পড়তে উদ্বুদ্ধ করে যা ২০১২ সালে দুটি পর্বে প্রকাশিত হয়: (*১ম পর্ব* ও *২য় পর্ব*)

> বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান :

চারটি রূপান্তর

জিওফ্রে প্লেয়ার্স, এফএনআরএস এবং ইউনিভার্সিটি ক্যাথলিক ডিভেন, বেলজিয়াম এবং আইএসএ প্রেসিডেন্ট (২০২৩-২০২৭)

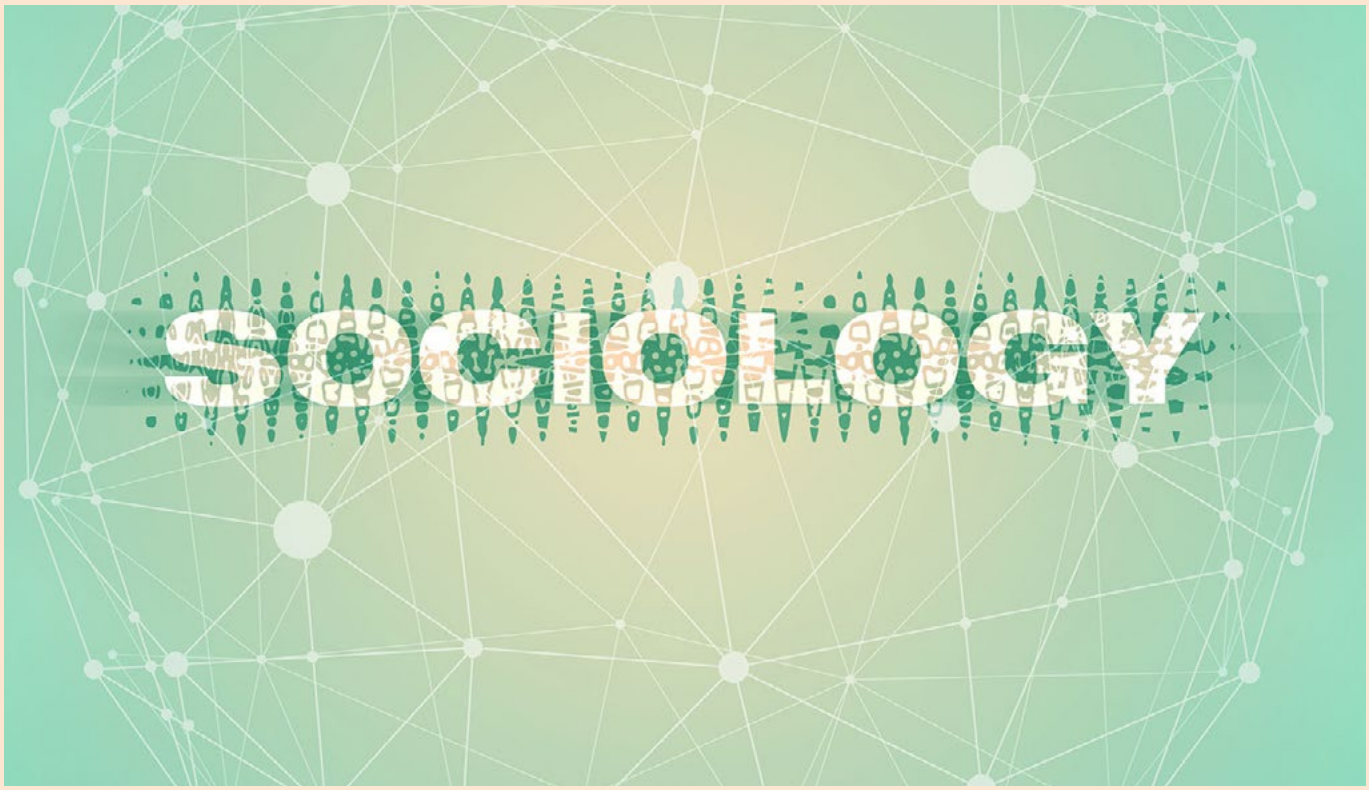

ছবিটি তৈরি করা হয়েছে ফ্রিপিকের ম্যাক্রোভেক্টর ইমেজ থেকে।

নতুন সভাপতির ভাষণ, সমাজবিজ্ঞানের বিশতম বিশ্ব কংগ্রেস মেলবোর্ন, জুলাই ১, ২০২৩ খ্রি.

যদিও সমাজবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো আমাদের সমাজ ও বিশ্বের বিভিন্ন পরিবর্তনগুলো বোঝা, তবে এও সত্য যে আমাদের এই জ্ঞানকাণ্ড নিজেই এই সকল বৈশ্বিক পরিবর্তনগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এমনকি তাদের দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এতদ্ববিষয়ে 'বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের প্রকল্প' একটি প্রামাণ্য উদাহারণ যা আমাদের পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশেষত, গত কয়েক দশক ধরে বিশ্বসমাজ যে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে তার আলোকে। আমি ১৯৯০-এর দশকের শেষ দিকে বিশ্বায়ন অধ্যয়ন শুরু করি। ততদিনে, এটি সমাজবিজ্ঞানের একটি কেন্দ্রীয় বিষয় পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে 'এক বিশ্বের জন্য সমাজবিজ্ঞান' এই ধারণাটি ১৯৯০ সালের আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের প্রধান 'আলোচ্য বিষয়' নির্ধারিত হয়েছিল। আজ তেত্রিশ বছর পর বৈশ্বিক সমস্যাগুলো আরও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছে; আমাদের বিশ্ব ক্রমাগত 'বৈশ্বিক' হয়েছে। যা হোক, আমরা যেভাবে বিশ্ব, বিশ্বায়ন, ও সমাজবিজ্ঞানকে দেখি তার এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে, আমি খুব সংক্ষেপে এ ধরনের চারটি পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করতে চাই; আমি ব্যাখ্যা করব কেন এই পরিবর্তনগুলো 'বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের প্রকল্পে' পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন এবং তা আর্ন্তজাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (আইএসএ) জন্য কি অর্থ বহন করে?

> যোগাযোগ এবং সংযোগের নতুন প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম

'নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'সমূহের ব্যাপক ব্যবহার সমকালীন নাটকীয় পরিবর্তনগুলোর মধ্যে অন্যতম। যদিও অন্তর্জাল ও সাইবারের ব্যবহার ১৯৯০-দশরে শুরু হয়েছিল এবং শীঘ্রই কানেকটিভিটি বা সংযুক্ততার বিষয়টি নতুন এক 'প্রবল বিশ্বায়ন' যুগের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল (ক্যাসেল, ১৯৯৬)। তবে, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ডিজিটাল গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি বেশিরভাগ মানুষের জীবনের একটি প্রধান অংশ হয়ে উঠেছে এবং আমরা যেভাবে যোগাযোগ করি, নিজেদেরকে প্রকাশ করি অথবা একসাথে বসবাস করি ইত্যাদি বিষয়ে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে। এককথায়, এ সকল গণমাধ্যম ও প্রযুক্তি বিভিন্ন শাসনব্যবস্থায় (গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক এবং কর্তৃত্ববাদী) জনসাধারণের স্থানকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করেছে। ভিন্নভাবে বলা যায়, ডিজিটাল যোগাযোগ প্রযুক্তি আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতি (আইএসএ) ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের জন্য ভিন্নমাত্রার সমস্যা ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

>>

ডিজিটাল যোগাযোগ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে দৃশ্যমান করতে এবং নাগরিক ও নীতিনির্ধারকদের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাদের প্রযুক্তি ও সরঞ্জাম প্রদান করে। উদাহারণস্বরূপ, আমরা যেমনটি দেখেছি কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন আন্তর্জাতিক সামাজবিজ্ঞান সমিতির প্রথম বৃহৎ অনলাইন কংগ্রেসের আয়োজন; যেখানে ৩,৫০০ জনেরও বেশি গবেষক অংশগ্রহণ করেছিলেন। আজ আইএসএ-এর সামাজিক গণমাধ্যম আমাদের 'সমিতি'কে প্রাণবন্ত রাখে এবং প্রতিদিন আমাদের সরব উপস্থিতি তা জানিয়ে দেয়। অনলাইন সভাগুলো সমিতিকে আরও অংশগ্রহণমূলক এবং গতিশীলতার সুযোগ করে দিয়েছে। বিশেষত, 'গবেষণা কাউন্সিল'-এর অনলাইন সভাগুলোর মাধ্যমে।

> যখন সীমিত আমাদের এই পৃথিবী

জলবায়ু দুর্যোগ এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিবেশগত সচেতনতা নাটকীয়ভাবে আমাদের বৈশ্বিকতার অর্থ এবং অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তন করেছে। ১৯৯০-এর দশকে 'বিশ্বায়ন' বলতে স্নায়ুযুদ্ধোত্তর পুনর্মিলিত বিশ্বে পশ্চিমা মডেলের বাজার সম্প্রসারণ এবং আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্রকে বোঝাত যা সেই সময়ে অসীম সম্ভাবনাময় বলে মনে হয়েছিল। সঙ্গত কারণে, জলবায়ু দুর্যোগ এবং প্রকৃতি ধ্বংসের সাথে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের মূল প্রশ্নগুলো আজকাল একটি নতুন রূপ নিয়েছে।

'আমরা আমাদের সীমিত এই পৃথিবীতে কীভাবে একসাথে থাকি?' একবিংশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানকে অবশ্যই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটির সমাধান করতে হবে। বাস্তুশাস্ত্র এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলো সমাজবিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অপেক্ষা অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা গবেষণার বিষয়াবলির সমস্ত ক্ষেত্র ও বস্তুগুলোর সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত এবং সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। তারা আমাদের জ্ঞানকাণ্ড পরিবর্তন করবে এবং আগামী চার বছরে আইএসএ-তে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হবে যা আমাদের সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে প্রত্যাশা।

> গণতান্ত্রিক সম্প্রসাররে পরিবর্তে উদীয়মান স্বৈরতন্ত্র

১৯৯০-এর দশকে, বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী, নীতিনির্ধারক এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই দৃঢ় প্রত্যয়, অন্ততপক্ষে এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, অন্তর্জাল বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সক্রিয় বিশ্বায়ন এবং আন্তঃসংযোগের তীব্রতা গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ এবং মানবাধিকারের প্রতি সম্মানকে বোঝাবে।

প্রায় এক সিকি শতাব্দী পরে, ২০২৩ সালে আমাদের সমাজবিজ্ঞানের 'বিশ্ব কংগ্রেস'-র জন্য নির্বাচিত মূল ভাবনা (থিমটি) ছিল 'পুনরুত্থিত কর্তৃত্ববাদ'। এটি ছিল সারি হানাফীর একটি চমৎকার এবং সময়োপযোগী প্রস্তাবনা। এর কারণ ছিল, সম্ভবত, আরব বসন্তের সাথে সাথে গণতন্ত্রীকরণের নতুন তরঙ্গের আশা পরবর্তী দশকে ম্লান হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি মহাদেশে অনুদার ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। সর্বোপরি স্বৈরশাসকরা তাদের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে, অন্যান্য দেশে নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতে এবং বিশ্বব্যাপি তাদের শাসনের মডেল এবং নীতি-আদর্শ তুলে ধরার জন্য সামাজিক মিডিয়া এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষ ব্যবহার শিখেছে। যদিও কর্তৃত্ববাদী শাসকেরা সমাজবিজ্ঞানীদেরও প্রায়শই হুমকি দেয়,

সমাজবিজ্ঞানী এবং সামাজিকবিজ্ঞানীরা কর্তৃত্ববাদী শাসক, প্রশাসন এবং গণতন্ত্রকে হুমকির মুখে ফেলে এমন আন্দোলনের বিষয়ে নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। অনেক দেশে গবেষণার স্বাধীনতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। কখনও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধির মাধ্যমে, আবার কখনও উগ্র ডানপন্থী বাজনীতি বা আধা-সামরিক বাহিনি দ্বারা হুমকির সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে। এ কারণে আমাদের সময়ে, একটি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের যে সকল সমাজবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা পরিচালনা করার সময় হুমকির সম্মুখীন হন তাঁদের জন্য বিশেষ মনোযোগ এবং সমর্থন। ২৫ জানুয়ারি ২০১৬-এ, জুলিও রেজেইনি, একজন তরুণ ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী এবং আইএসএ 'গবেষণা কমিটি ৪৭'-এর সদস্য, কায়রোতে স্বাধীন ইউনিয়নগুলো নিয়ে গবেষণা করার সময় মিশরীয় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের পর হত্যা করে। আমাদের '২০২১ আইএসএ ফোরাম'-এর সূচনা হয়েছিল মারিয়েল ফ্রাঙ্কো শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে। ফ্রাঙ্কো ছিলেন একজন সমাজবিজ্ঞানী, স্থানীয় রাজনীতিবিদ এবং রাষ্ট্রীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে কর্মী, যিনি ১৪ মার্চ ২০১৮-এ রিও ডি জেনেরিওতে গ্যাং সদস্যদের দ্বারা খুন হয়েছিলেন। '২০২১ আইএসএ ফোরাম'-এর সবচেয়ে অর্ন্তদৃষ্টিপূর্ণ লেখাটি জেলে বন্দি থেকে লিখেছিলেন জিহান এরগল আঙ্কারা, যিনি কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পিএইচ.ডি-র ছাত্র, ইস্তাম্বুলে ফিল্ডওয়ার্ক পরিচালনা করার সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

> বৈশ্বিক দক্ষিণের উত্থান

১৯৯০-এর দশকে বিশ্বায়ন পশ্চিমীকরণের সাথে যুক্ত ছিল, একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, যা মূলত বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোতে পশ্চিমের বাজার-অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনধারা এবং বিশ্বদর্শনকে প্রসারিত করেছিল। এক-বিংশ শতাব্দীতে, বিশ্বায়ন বলতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেশগুলোর আর তাদের কর্মকদের (কর্মের কর্তা বা এজেন্ট) উত্থানকে বোঝায়। বৈশ্বিক মিডিয়া তাদের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক এজেন্ট হিসেবে উত্থানের উপর আলোকপাত করে। জ্ঞানের উৎপাদক হিসাবে তাদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সমাজবিজ্ঞানের মতো অল্প-বিস্তর কিছু জ্ঞানকাণ্ড এই উত্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন মহাদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে গভীর সংযোগ এবং কথোপকথন, বৈশ্বিক দক্ষিণের পণ্ডিতদের দ্বারা যুগান্তকারী কাজের বিস্তৃতি এবং ইতিহাস এবং ভূগোল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি 'বৈশ্বিক সমজিবিজ্ঞান'-এর অর্থকে পাল্টে দিয়েছে। ১৯৯০-এর দশকে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান সাহিত্যে পশ্চিমা পণ্ডিতদের ছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্য। বৈশ্বিক দক্ষিণ ও বৈশ্বিক পূর্বকে প্রায় পশ্চিমা তত্ত্ব ও প্রত্যয়ের আলোকে অভিজ্ঞতামূলক গবেষণার ক্ষেত্র বা সাইট হিসাবে দেখা হত। বর্তমানে, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত আছে ইউরোকেন্দ্রিক জ্ঞানের আধিপত্যকে দৃশ্যমান ও প্রত্যাখান করে গড়ে উঠা বৈশ্বিক দক্ষিণের পণ্ডিত ও কর্মকদের অবদানের মধ্যে। বৈশ্বিক দক্ষিণের পণ্ডিতদের তত্ত্ব, ধারণা এবং বিশ্লেষণ আমাদেরকে বৈশ্বিক দক্ষিণের মতো বৈশ্বিক উত্তরের সামাজিক সমস্যাপূর্ণ দিকগুলো বুঝতে সাহায্য করে। আধুনিকতা, বৈষম্য এবং পরিবেশগত ন্যায়বিচারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোকে আমরা যেভাবে দেখি তা তারা রূপান্তরিত করেছে।

তারা আমাদেরকে দেখিয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে আমরা কীভাবে প্রকৃতি, বিশ্ব এবং নিজেদের সাথে সম্পর্কিত হতে পারি। সমালোচকরা যে দাবি করুন না কেন, বিউপনিবেশিক, সাবঅল্টার্ন বা উত্তর-উপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ তাদের জ্ঞান-তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাগুলোকে বিবেচনা করে একটি 'বিউপনিবেশিক সমাজবিজ্ঞান' শুরু করার জন্য 'পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞান'-এর অবদানগুলোকে মুছে ফেলার জন্য নয়। বিশ্বের অন্য যেকোনো অংশে উৎপাদিত জ্ঞানের মতো, ইউরোপীয় এবং উত্তর আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান তার সময় এবং স্থানে অবস্থিত হওয়া উচিত এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের সাথে সংলাপের মাধ্যমে তাদের তত্ত্ব, প্রত্যয়, ও বিশ্বদর্শনের বিকাশ করা উচিত–যখন তাদের সর্বজনীনতার বিভিন্ন দাবিসমূহ অভিযুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত হবে।

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চিরায়ত নীতিমালার মধ্যে বদ্ধ থাকতে পারে না যা নিজেদেরকে সর্বজনীন হিসাবে উপস্থাপন করে। একইভাবে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান কেবল পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

বিউপনিবেশিক, সাবঅল্টার্ন বা উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ আমাদেরকে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নিহিত বাস্তবতা এবং জ্ঞানের সাথে সংলাপের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানকাণ্ডের মূল প্রত্যয়গুলোর কিছু পুনর্বিবেচনা করতে আমন্ত্রণ জানায় এবং সামাজিক তত্ত্বগুলোকে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সংযোগ করতে আহ্বান করে। আইএসএ-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো

>>

বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও গবেষকদের মধ্যে সংলাপের জন্য জায়গা উন্মুক্ত করা এবং বৈশ্বিক দক্ষিণেরও নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের জ্ঞানতত্ত্ব ও তাদের পণ্ডিতদের আরও ভালোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা। ১৯৯০-এর পরবর্তীতে বিশেষত, ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন দ্বারা বিকশিত প্রকল্পগুলো এ কাজ আরও অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে।

সমস্ত মহাদেশের সমাজবিজ্ঞানী, গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং তত্ত্বগুলোকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু সমাজবিজ্ঞানের গণতন্ত্রায়নের বিষয় নয়; এটি সামাজিক বাস্তবতা এবং কর্মক (সমাজের ক্রিয়াশীল ব্যাক্তিদের অর্থপূর্ণ আচরণ) সম্পর্কে আমাদের বোঝার উন্নতির জন্য সবচেয়ে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ পথগুলোর মধ্যে অন্যতম। অতএব, বৈশ্বিক দক্ষিণের আইএসএ সদস্যপদ বাড়ানোর চেয়ে আমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে। আমাদের প্রয়োজন আইএসএ-এর মধ্যে এই সহকর্মীদের আমাদের গবেষণা কমিটি, আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি এবং আমাদের প্রকল্পগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং পূর্ণ সম্পৃক্ততা উৎসাহিত করা এবং তাদের জাতীয় সমিতিসমূহকে সমর্থন করা।

> উন্মুক্ততা এবং যত্ন

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান শুধু একটি তত্ত্বিক প্রকল্প, একপ্রস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক বিতর্ক অথবা কিছু পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ নয়; এটি এমন একটি অবস্থান যা একযোগে সমাজতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তিগত।

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের শুরু হয়েছিল বিউপবেশিনায়ন জ্ঞানচর্চার প্রেক্ষিতে এবং এটি ভিন্ন বিশ্বদর্শন, সংস্কৃতি এবং সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে গড়ে উঠা দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর প্রতি খোলামেলা ও উদার মনোভাবকে ধারণ করে। এর শিকড় হলো শেখার জন্য অন্যের সাথে মুখোমুখি হওয়া এবং বিভিন্ন অনিশ্চয়তার সামনে আমাদের নিজেদের প্রকাশ করার ঝুঁকি নেওয়া ও আশা রাখা। অন্যকথায়, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তি হলো বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং আনন্দ। যেমন, বিভিন্ন মহাদেশের লোকেদের জানা এবং তাদের সাথে দেখা করা, আমাদের গবেষণার বিষয়গুলোকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ও বিভিন্ন উপায়ে সেগুলোকে বোঝা অথবা আমাদের নিজেদেরকে ও পৃথিবীতে আমাদের অবস্থানকে বোঝা ইত্যাদি।

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও প্রান্তরে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ গবেষণা এবং তত্ত্ব, অবস্থানগত পদ্ধতি এবং বিশ্লেষণের মধ্যে উদার কথোপকথন এবং একে অপরের কাছ থেকে শেখার ইচ্ছা।

আমার মতে, আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির প্রধান ভূমিকা হলো আন্তঃসাংস্কৃতিক কথোপকথনকে উৎসাহিত করে এমন স্থানগুলো তৈরি করা; যেখানে আমরা আমাদের গবেষণার ফলাফল এবং দৃষ্টিভঙ্গিগুলো একটি সহায়ক পরিবেশে ভাগ করতে পারি। এটি করার জন্য দৃঢ় সংকল্প, আলোচনা এবং বিশ্লেষণের চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলো উন্মুক্ততা, সহনশীলতা এবং একে অপরের যত্ন নেওয়ার অনুশীলন। বিশেষ করে, একটি আন্তর্জাতিক এবং বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ।

এ প্রসঙ্গে আমি একটি সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিতে চাই। কয়েক মাস আগে, আমি আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (আইএসএ) পিএইচ.ডি ল্যাবরেটরিতে যোগদান করেছি। অংশগ্রহণকারীদের একজন প্যালেস্টাইন থেকে দীর্ঘ এবং উদ্বেগপূর্ণ যাত্রা শেষে ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। সীমান্তে দীর্ঘসময় জিজ্ঞাসাবাদ করার কারণে, তিনি (নারী সহ-গবেষক) নৈশভোজের সময় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ল্যাবরেটরিতে যোগদানকারী আরও দুই বা তিনজন সহকর্মী তাঁকে বিচক্ষণতার সাথে অন্য টেবিলে নিয়ে যান, তাঁর কথা শুনেন এবং তাঁকে সমর্থন করেন। একজন তরুণ পিএইচ.ডি গবেষক কাছাকাছি একটি হোটেলে একটি কক্ষ ভাড়া করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সন্ধ্যার সময় তাঁর যত্ন নেন এবং নিশ্চিত করেন যে, তিনি যেন একটি বিশ্রামের রাত কাটান। তরুণ গবেষক মহোদয় এমন সদয় এবং বিচক্ষণতার সাথে এ সকল কাজ করেছিলেন যে সেইদিনের সন্ধ্যায় আমি এটি লক্ষ্যই করিনি। পরদিন সকাল নয়টায়, উভয়েই উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য তাঁরা তাদের গ্রুপের সাথে ফিরে এসেছিল যা ছিল সকল মহাদেশের পিএইচ.ডি ছাত্র এবং গবেষকদের শেখার ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের জন্য একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ সপ্তাহব্যাপি আয়োজনের প্রথম পর্ব। যাই হোক, এই ধরনের দৃঢ় পদক্ষেপ আমাদের শেখায় যে, একে অপরের যত্ন নেওয়া একটি বিশ্বব্যাপি সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের একটি অপরিহার্য অংশ।

যদিও এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদৃশ্য থাকে, এই যত্ন ও কর্মে সংহতি আইএসএর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও আমি যে উদাহরণটি উল্লেখ করেছি তা আমাদের দেখায় যে আইএসএ এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান কেবল আমাদের বড় সভা এবং কংগ্রেসেই ঘটছে না। আইএসএ আন্তঃসাংস্কৃতিকে আহ্বান করে, বিভিন্ন মহাদেশের সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান করে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দৃষ্টিভঙ্গি এবং গবেষণার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে এবং যত্নের অনুশীলন যা আমাদের একটি সহায়ক পরিবেশে তাদের ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দেয়। ক্রমবর্ধমান কর্তৃত্ববাদ, জাতীয়তাবাদ, বৈষম্য ও পরিবেশগত পতনের সময়ে অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যত্নের অনুশীলনে উন্মোচিত এই বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যেহেতু সমাজবিজ্ঞানের বিশতম বিশ্ব কংগ্রেস-র সমাপ্তি ঘটতে চলছে, আসুন আমরা এই আয়োজনের কিছু অংশকে আমাদের সাথে নিয়ে যাই এবং বিশ্বব্যাপি সংলাপের এই অকপটতা এবং আমাদের অনুশীলনে একে অপরের প্রতি এই যত্নকে বাস্তবায়ন করি। আসুন আমরা একসাথে একটি নূতুন আরও উন্মুক্ত এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান গড়ে তুলি–যেখানে আমরা সমাজবিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক, নাগরিক এবং মানুষ হিসাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সক্রিয় থাকি।

আমাদের সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ হলো একটি পার্থিব চেতনার প্রগতিশীল উত্থান যা আমাদেরকে সমন্বিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে সক্ষম করবে। যেমন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, পরিবেশগত সংকট, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং গণতন্ত্রের জন্য হুমকিসমূহ। যদি আমরা, সমাজবিজ্ঞানীরা, কাজটি করে থাকি, সমাজবিজ্ঞান অমাদের এই পৃথিবী গ্রহের সচেতনতায় অবদান রাখবে এবং আমাদের এই শতাব্দীর কিছু চ্যালেঞ্জ সমাধানে তার অবস্থান নেবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : জিওফ্রে প্লেয়াস<Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>
টুইটার : @GeoffreyPleyers
অনুবাদ : খায়রুল চৌধুরী

জিওফ্রে প্লেয়ার্সের এ সম্পর্কিত প্রকাশনা:
Global Sociology as a Renewed Global Dialogue, Global Dialogue, 13.1, April 2023.
For a global sociology of social movements. Beyond methodological globalism and extractivism, Globalizations, 2023.

> মার্গারেট আর্চার (১৯৪৩-২০২৩) -এর প্রতি

ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাঞ্জলি

মার্টিন অ্যালব্রো, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

কৃতজ্ঞতাঃ ম্যানুয়েল ক্যাসেলস ক্লেমেন্তে / নাভারনা ইউনিভার্সিটি

ম্যাগির মৃত্যু আমাকে অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো ১৯৬৬ সালে, তখন তিনি সবেমাত্র লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অফ রিডিংসে সদ্য প্রতিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে পিএইচ.ডি সম্পন্ন করেন, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ইংরেজ কর্মজীবী পিতা-মাতার শিক্ষার প্রতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সন্তানদের উপরে এর প্রভাব। বয়সে তার থেকে পাঁচ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও আমি তখনও সেখানে স্নাতকোত্তর শেষ করতে পারিনি। আমি হয়তো নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েছিলাম! তাই আগামী সাত বছরের জন্য তাঁকে একজন খেপাটে অধ্যাপকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য ছেড়ে দিয়ে আমি অন্যত্র চলে গেলাম। তখন পর্যন্ত তিনি চৌদ্দটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন, তারপর তিনি ওয়ারউইকে চলে যান। সেখানে তিনি তার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। তবুও আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলাম।

তিনি ছিলেন অসাধারণ কর্মঠ ব্যক্তি। তাঁর পেশার উর্ধ্বে গিয়ে তিনি সমাজবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে এগিয়ে নিতে পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলেন। এক্ষেত্রে আমি তার মৌলিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজগুলো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনার অবতরণ করব না, কারণ, এটা অনেকেই করবে বরং আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে ঐ সকল কাজগুলোই স্মরণ করব যা আমরা ইন্টারন্যশনাল সোসিওলজিকাল এসোসিয়েশনের জন্য একসাথে সম্পন্ন করেছি। আইএসএ-র প্রকাশনা কমিটির সভাপতি থাকাকালীন তিনি আমাদের প্রধান প্রধান জার্নালসমূহের অনায্য জাতীয়তাবাদী প্রবণতা মোকাবেলায় স্ব-উদ্দ্যোগে আমাকে আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান শিরোনামে একটি নতুন জার্নাল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। কেননা আমরা উভয়ে যা অনুভব করেছি যদিও জার্নালসমূহ সবার জন্য দৃশ্যত উন্মুক্ত তথপি এগুলোর প্রবন্ধসমূহ ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হতো। তখন আমরা তড়িত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা প্রবন্ধ যে কোনো ভাষার হোক না কেন আমরা তা অনুবাদের ব্যবস্থা করবো। আমরা তাই করেছিলাম- এমনকি, চীন ভাষা থেকেও।

আমাদের প্রথম সংখ্যাটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। মুখবন্ধ লিখেছিলেন আইএসএ-র সভাপতি ফার্নান্দো কার্ডোসো (পরবর্তীতে – ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট) এই সংখ্যাটিতে ছয়টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল যার দুটি প্রবন্ধ ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং অবশিষ্ট প্রবন্ধ এসেছিল পোল্যান্ড, ভারত, নরওয়ে এবং বুলগেরিয়া থেকে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল। আমরা যেমনটা ভেবেছিলাম তার থেকেও দ্রুত সময়ে আমার কার্ডিফ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে জার্নালটিরও মূল প্রকাশনা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সেজ পাবলিকেশন্স জার্নালের দীর্ঘস্থায়ী সুখ্যাতি রক্ষার পদক্ষেপ নেবার আগ পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনার একটা বিরক্তিকর সময় অতিবাহিত হয়। এই সমগ্র প্রক্রিয়ায় ম্যাগি ছিলেন দক্ষ এবং প্রতিশ্রুতিশীল এবং সঙ্গত কারণেই আইএসএ-র এর পরবর্তী সভাপতি হওয়ার জন্য তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ যোগ্য ব্যক্তি।

প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ অনুপ্রেরণাদাতা এবং যে কোন পরিস্থিতির প্রয়োজনে প্রতিভাবানদের সংগঠিত করতে তিনি ছিলেন সর্বদা সফল। এই ব্যাপারে তাঁর সক্ষমতা সম্পর্কে আমার শেষ অভিজ্ঞতা হয়েছিল পন্টিফিকাল একাডেমি অব সোশ্যাল সায়েন্সের একটি সভায়, যেখানে ২০১৪ সালে তিনি সভাপতির পদে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে একটি সফল অলোচনা সভার স্মৃতি আমার কাছে আজও অম্লান, যেখানে বার্নি স্যান্ডার্স এবং জেফরি শ্যাক্স উভয়ে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁর সম্পর্কে আমার সকল স্মৃতি ছাপিয়ে যেই স্মৃতি আমার কাছে চির অম্লান হয়ে থাকবে তা হলো ১৯৯০ সালে মাদ্রিদে ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তাঁর সরব ও মহিমান্বিত উপস্থিতি। বিশিষ্ট অতিথিগণের মঞ্চে উপবিষ্ট হওয়ার পূর্বে বিশাল অডিটরিয়ামে ৪,০০০ প্রতিনিধি জড়ো হয়েছিলেন এবং অপেক্ষা করছিলেন। অতিথিগণ যখন মঞ্চের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন, প্রথমে ছিলেন স্প্যানিশ রানী, এরপরে ম্যাগি, আইএসএ-র বিদায়ী সভাপতি এবং পরে রাজা। ম্যাগি তাঁর শ্বেত শুভ্র পোশাকে ছিলেন জমকালো এক প্রতিমূর্তি, যা দর্শকদের রাজোচিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপনে উৎসাহিত করেছিল। তিনি ছিলেন অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও অনুপম প্রতিভার অধিকারী যাকে অতিক্রম করার প্রত্যাশা কারও করা উচিত নয়। তিনি তাঁর আশেপাশের সকলকে সহযোগিতা করেছেন কিন্তু কখনোই তাদের স্বকীয়তা বিসর্জনের প্রত্যাশা করেননি। সারাবিশ্বের সমাজবিজ্ঞানীগণ প্রচণ্ডভাবে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের অভাব বোধ করবেন। তথাপি জ্ঞানের এই শাখায় তাঁর অবদানগুলো চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ■

অনুবাদ: আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা

> সমালোচনামূলক তত্ত্ব ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান: সহোদরাদের সংহতি?

স্টিফান লেসেনিচ, ফ্রাঙ্কফুর্ট ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ, জার্মানি।

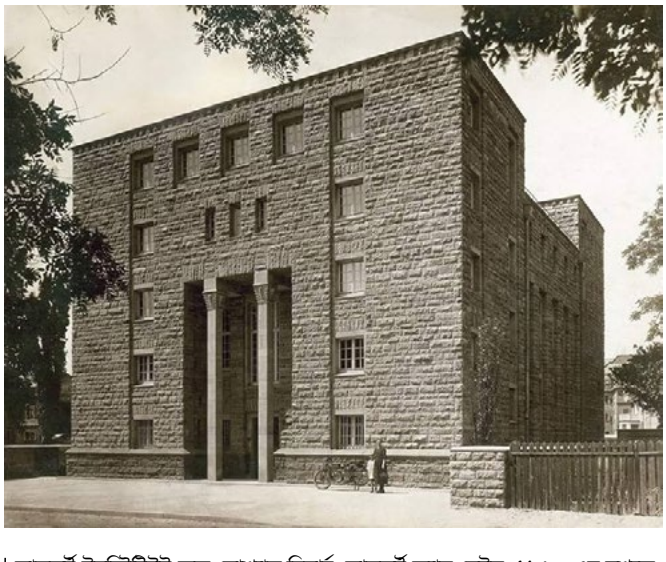

ফ্রাঙ্কফুর্ট ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ, ফ্রাঙ্কফুর্ট অ্যাম মেইন, ১৯২০ এর দশকে।

ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ তথা ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ১০০-তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এই প্রশ্ন করা যায় যে, কেন 'ফ্রাঙ্কফুর্ট' ধারার ক্রিটিক্যালতত্ত্বের প্রচলন শেষ হয়ে গেল এবং কখন এটি ঘটল। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে ইয়ুর্গেন হ্যাবারমাসের ক্রিটিক্যালতত্ত্বের কমিউনিকেটিভ ধারাকে ক্রিটিক্যালতত্ত্বের সন্ধিক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। হ্যাবারমাসের পদক্ষেপ ক্রিটিক্যালতত্ত্বের চিন্তাধারায় শুধু ডি-মেটারিয়ালাইজেশনের পথ তৈরি করেনি, এটি শ্রেণি বিশ্লেষণ এবং পুঁজিবাদী পুনঃউৎপাদন যুক্তিকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে গিয়েছেন। এছাড়াও, উদার গণতন্ত্র নিয়ে হ্যাবারমাসের তীব্র সমালোচনা ক্রিটিক্যালতত্ত্বের দ্বিতীয় প্রজন্মকে আধুনিক 'অসমাপ্ত কাজ'-এর রাজনৈতিক সমাপ্তির দিকে এগিয়ে নিয়েছে; যেখানে আদর্শিক আকাঙ্ক্ষার প্রধান ক্ষেত্র এবং সম্ভাব্য উত্তর-আধুনিক, জাতীয়তাবাদ-উত্তর সমাজের একটি সামাজিক-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রোল মডেল হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

> ইউরোকেন্দ্রিক সমালোচনামূলক তত্ত্ব বিশ্বায়নকে আত্মীকরণ করতে পারেনি

এই পটভূমিতে, ক্রিটিক্যালতত্ত্ব কোনো ভাবেই বিশ্বায়নকে আত্মীকরণ করতে পারেনি, এমন দাবি করা অত্যুক্তি বলে মনে হয় না। অন্তত 'হ্যাবারমাসিয়ান' মূলধারায় একটি নির্দিষ্ট ইউরোকেন্দ্রিকতা বা অক্সিডেন্টালিজমের ভাব রয়েছে যা ইতিমধ্যেই তার প্রথম প্রজন্মের বেশির ভাগ প্রতিনিধিকে স্পষ্ট করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, প্রথম দিকের ক্রিটিক্যালতত্ত্ব পশ্চিম ইউরোপে পুঁজিবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্যর্থ (বা অনুপস্থিত) শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারা চালিত হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে, এটি ফ্যাসিবাদের বস্তুগত ও মনো-সামাজিক ভিত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রের উত্থান হয়েছিল। ১৯৪৫-এর পরে, দুই দশকেরও বেশি সময় (১৯৬০-এর দশকের শেষের দিকে ছাত্রদের আন্দোলন পর্যন্ত) এটি এই প্রশ্নের দ্বারা চালিত হয়েছিল যে, ফ্যাসিবাদ-উত্তর জার্মানিতে গণতন্ত্র শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে থাকবে কিনা (বা এই প্রশ্নের বাইরে, যুক্তি মিথ বা ধ্বংসে পরিণত হওয়ার পরে সামাজিক মুক্তির সম্ভাবনা কী থাকতে পারে?)। সুতরাং, প্রথম থেকেই এর ইতিহাস জুড়ে প্রায় দুই দশক মার্কিনিদের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকা সত্ত্বেও, ক্রিটিক্যালতত্ত্বের একটি ইউরোপীয় ধারা ছিল এবং এটি অদ্যবধি রয়েছে। ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল রিসার্চ পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণের আদর্শগত প্যারাডক্সগুলো অনুসন্ধান করার বিষয়টি একুশ শতকের শুরু থেকে দাবি করে আসছে, এটিকে কাঠামোগত পক্ষপাতের প্রতিফলন বলা যেতে পারে: আবার, বৈজ্ঞানিক (এবং রাজনৈতিক) এজেন্ডাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা আধুনিকতার সমালোচনা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে যা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আরোপ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকে মুক্তির প্রতিশ্রুতিকে প্রাতিষ্ঠানিক দাবিতে রূপান্তর করেছিল।

পুঁজিবাদী বিশ্বের বাকিদের দিক থেকে, এই ধরনের একটি গবেষণা এজেন্ডা স্পষ্টতই অদ্ভুত এবং আত্ম-রেফারেন্সিয়াল হিসাবে হাজির হয়েছে। এক শতাব্দী ধরে, এর সকল ধ্রুপদী এবং সমসাময়িক ধারায়, একদিকে পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসন, অন্যদিকে বিউপনিবেশায়ন এবং উত্তর-ঔপনিবেশিকতার ইতিহাস উভয়ই পুঁজিবাদের উচ্চ, উত্তর ও সর্বশেষ ধারার ক্রিটিক্যালতত্ত্ব থেকে স্পষ্টভাবে অনুপস্থিত ছিল (ক্যাপিটালসহ)। ক্রিটিক্যালতত্ত্বের মাধ্যমে ইউরোপ এবং ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাদেশিকীকরণ করার জন্য কোনো বড়, বিস্তৃত বা দীর্ঘস্থায়ী প্রয়াস হয়নি বা ক্রিটিক্যালতত্ত্বের ক্ষেত্রেও নয়। সাম্প্রতিক অতীতে, ক্রিটিক্যালতাত্ত্বিকদের দ্বারা সমালোচিত পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের যুক্তিটি ছিল মূলত পশ্চিমা পুঁজিবাদের সমার্থক। এই ধরনের সমালোচনার আদর্শিক সীমা ইউরোপীয় প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত ও সীমাবদ্ধ এবং এর সমস্ত বিশ্লেষণাত্মক এবং সমস্যা নির্ণয়ক চিন্তাধারাগুলো একচেটিয়াভাবে পশ্চিম গোলার্ধের (বা সম্প্রতি গ্লোবাল নর্থ) সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের সামাজিক বাস্তবতা (অথবা যা চিত্রিত করা হচ্ছে) নিয়ে গড়ে উঠেছে।

> সমালোচনামূলক তত্ত্ব এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান

এছাড়া, এটি বেশ স্পষ্ট যে ক্রিটিক্যালতত্ত্বের নিজেকে উন্মুক্ত করা উচিত, যাকে আমি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান বলব। কিন্তু কেন বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান ক্রিটিক্যালতত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করবে?

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে আমি যা বুঝেছি তা সারসংক্ষেপ করা যাক। প্রথমত, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান তার বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটি বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ঘটে যাওয়া (এবং ঘটেছে) সামাজিক ঘটনাগুলোকে পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার সাথে পদ্ধতিগত সম্পর্ক দেখায়। 'সস্তা'

>>

শ্রম এবং প্রকৃতিক সম্পদ শোষণের সাথে পশ্চিমা অর্থনৈতিক সাফল্যের সম্পর্ক দেখায়; এছাড়া আধিপত্যের (পরিবর্তিত) ভূ-অর্থনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে যেকোনো 'জাতীয় সমাজ' জীবনের সম্ভাবনার সামাজিক কাঠামোর সাথে সম্পর্ক দেখায়; এটি প্রদত্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্ভাব্য বৈধকরণকে তার স্থিতিশীল কার্যক্রমের অসুবিধা এবং শর্তগুলোর কার্যকরী রূপ তৈরির সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত করে। দ্বিতীয়ত, পদ্ধতিগতভাবে স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সত্ত্বা এবং ঘটনার বহুবিধতা বিবেচনা করে প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তি তৈরি করে ও 'বাস্তব পুঁজিবাদ' (এবং পুঁজিবাদী বাস্তববাদ)-এর দৈনন্দিন জীবনযাপন নিয়ে কাজ করার অর্থে বলা যায় যে, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতির দিক থেকে বিকেন্দ্রীভূত। তৃতীয়ত, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান এর পেশাদারী চর্চার মাধ্যমেও সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ এই বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান কালান্তরে বিশ্বব্যাপি পরিস্থিতি ও অসম অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন ব্যবস্থার সমালোচনার পুনর্গঠনে নিয়োজিত বা কাজ করে যাওয়া অ-প্রতিযোগিতামূলক গবেষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে ও পরস্পর সহযোগিতার মাধ্যমে কাজের সুযোগ তৈরি করে দেয়।

স্পষ্টতই, এটি কেবল সুশৈলীযুক্ত নয়, এটি ভবিষ্যতের বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের একটি আদর্শ প্রতিচ্ছবি। একটি আদর্শ-সাধারণ সংস্করণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ করে, তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে বাস্তবে বিদ্যমান বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান আদর্শ রূপ থেকে পিছিয়ে আছে। কারণ বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানীরা একাডেমিক ক্ষেত্রের রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রভাবে অধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক, ক্ষেত্রভিত্তিক অথ বা জাতীয়করণের প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত। যদিও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রের মধ্যবিন্দু রয়েছে তা ইন্টারন্যাশনাল সোশিওলজিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রেক্ষাপটে হোক বা (আঞ্চলিকভাবে) কনসেজো ল্যাটিনো আমেরিকানো ডি সিয়েনসিয়াস সোশ্যালেস; এবং গ্লোবাল ডায়ালগ-এ রয়েছে। তবুও একটি দীর্ঘ পথ আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

> সমালোচনামূলক তত্ত্ব বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে তথ্য সমৃদ্ধ করতে পারে

পুনশ্চ : ক্রিটিক্যালতত্ত্বের ভূমিকা কী হতে পারে? দুঃখজনকভাবে ডি-গ্লোবালাইজড-এর রূপে সেই পথে এই তত্ত্বের ভূমিকা কী হতে পারে? আমার দৃষ্টিতে, ক্রিটিক্যালতত্ত্ব এবং আরও অনেক কিছু যা এর ঐতিহাসিক শিকড়ের অস্তিত্বের প্রতিফলন ঘটায়, এগুলো বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে দুইভাবে সমৃদ্ধ করতে পারে। একদিকে, বিশ্বের প্রতিটি কোণের 'বৈপ্লবিক বিষয়' শনাক্ত করে সেগুলোর নির্দিষ্ট মাত্রায় বিরোধিতা করে এবং সংশোধনমূলক কাজ বিস্তরণ ঘটিয়ে বিশ্বব্যাপি সমাজবিজ্ঞানে জড়িতদের জন্য অবদান রাখতে পারে। একইভাবে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে এখনকার সামাজিক আন্দোলনের অ-সমালোচনাহীন সহ-ভাতৃ সম্মিলন এর মতো ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা থেকে দূরে রাখতে হবে। অন্যদিকে, কিছুটা বিপরীত যুক্তিতে, ক্রিটিক্যালতত্ত্ব বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে আশ্বস্ত করতে পারে যে, আমরা যে সামাজিক বিকৃতি ও সামাজিক দ্বন্দ্ব দেখছি তার মূলে রয়েছে পুঁজিবাদ। আমেরিকার দখল থেকে শুরু করে সম্প্রতি মুক্ত হওয়া দুর্গ ইউরোপ, পুঁজিবাদই বিশ্বব্যাপি কাজ করছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। এবং আসুন এটি স্বীকার করি যে, পুঁজিবাদ হত্যা করে।

যুক্তিসঙ্গত হোক বা না হোক, আমি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান এবং ক্রিটিক্যালতত্ত্বকে 'সিস্টার ইন আর্মস' হিসাবে কল্পনা করি। আর তাদের আর্মস বা অস্ত্র হলো নিশ্চিতভাবে সামাজিক গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক সমালোচনা।

সরাসরি যোগাযোগ : স্টিফান লেসেনিচ <lessenich@soz.uni-frankfurt.de>
অনুবাদ : ইয়াসমিন সুলতানা

> তুলা উপনিবেশবাদ :

পুঁজিবাদ সম্পর্কে উত্তর-উপনিবেশিক পুনর্বিবেচনা

গুরমিন্দর কে. ভার্মা, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

তুলা বাগান। কৃতজ্ঞতাঃ আইস্টক, মার্ক কাস্টিগ্লিয়া, ২০২৩

একটি বিশেষ ধরনের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিক পুঁজিবাদের ধারণা যা সকল সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত। বিশেষ করে, যাদের কাজ মার্কস ও ওয়েবারে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত। এটা সমালোচনামূলক তত্ত্বের ক্ষেত্রেও সত্যি যা মানবমুক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে এর আদর্শিক যুক্তিগুলোকে সংযুক্ত করে এবং যাকে ন্যান্সি ফ্রেজার এবং রাহেল জায়েগি (২০১৮) বলেন, 'সঞ্চয় শাসনের একটি পথ-নির্ভর ক্রম যা ইতিহাসে দ্বিমুখিভাবে উদ্ভাসিত হয়।'

এই বিকাশের ক্রমটি সাধারণত ইউরোপে আধুনিক পুঁজিবাদের উত্থানকে চিহ্নিত করে একটি ক্ষুদ্র উৎপাদকদের রাজ্যে যা লাভের বাণিজ্যিক সুযোগ তৈরি করতে সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থার স্থিতির স্তরবিন্যাসকে ব্যাহত করে। যা মিস তা হলো আধুনিক পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট। উদাহরণস্বরূপ, একটি গার্হস্থ্য শ্রমবাজার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গার্হস্থ্য ঘের আন্দোলন জমি এবং শ্রমের বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর বৈদেশিক প্রকাশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। এটি উপনিবেশিকতার রাষ্ট্র-সংগঠিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকেও বিচ্ছিন্ন যা সেই বরাদ্দের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যা দেশিয় উৎপাদনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ ছিল।

এই সংক্ষিপ্ত লেখায়, আমি উপনিবেশিকতাকে পুঁজিবাদের মূল এবং এটি কীভাবে গঠিত হয় তা বোঝার প্রয়োজনীতার জন্য যুক্ত করেছি। আমি অন্যত্র দীর্ঘ তাত্ত্বিক যুক্তি উপস্থাপন করেছি। এখানে আমি একটি একক উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করতে চাই যা আমার সাধারণ যুক্তিকে মূর্ত করে। এটি প্রকাশ করে কীভাবে পুঁজিবাদকে বাঝা যা সামাজিক বিজ্ঞানের মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করা হয়, সমালোচনা তত্ত্বসহ, ইউরোপকেন্দ্রিক এবং উপনিবেশিকতার নির্মূলের সাথে জড়িত।

>>

> তুলা ছাড়া তুলা শিল্প

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ম্যানচেস্টারে তুলা শিল্পের সাফল্য, স্পিনিং এবং বুননের প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে শ্রম স্থাপনের সাথে যুক্ত একটি ছোট প্রাদেশিক শহরকে একটি বিশ্ব নগরে রূপান্তরিত করেছিল। তা ম্যানচেস্টারকে শিল্প বিপ্লবের মধ্যে প্রায় চোখে পড়ার মতো কেন্দ্রীয়তা নিশ্চিত করেছিল এবং এইভাবে তা পুঁজিবাদ বোঝার মধ্যে এর কেন্দ্রীয় মর্যাদা নিশ্চিত করেছে।

যেমন, *উৎসা পাটনায়েক* প্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করেছেন যে, দেশে কাঁচামাল অর্থাৎ তুলা উৎপাদন করেনি কিন্তু কীভাবে তুলা শিল্পের উপর তার শিল্প বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করেছিল? তুলা এমন একটি উদ্ভিদ যা ভারতের স্থানীয়, ব্রিটেন বা এমনকি ইউরোপেরও নয়। তুলা চাষ করা এবং সুতি বস্ত্র তৈরি করা সিন্ধু সভ্যতার সেই ৫,০০০ বছর আগে থেকে; ভারত দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বের বেশিরভাগ অংশে সুতির বস্ত্র রপ্তানিকারক ছিল।

১৬০০-এর শতকে, ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সুতির বস্ত্র আমদানি শুরু করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অভিজাত বস্ত্র হিসেবে জনপ্রিয়তার কারণে পশমি কাপড় ব্যবসায়ীরা এর বিক্রয় ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ আইনি নিষেধাজ্ঞার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানায়। এমনকি, '*পশমি কাফন ব্যতীত অন্য কিছুতে দাফন করা* [করা হয়েছিল] বেআইনি'। এই ধরনের নীতিগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পশমি কাপড়ের বাণিজ্যের উপর সুরক্ষানীতি প্রয়োগ করে একটি দেশজ তুলা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি তৈরি করা।

> ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক অবহেলা

এই ১৫০ বছরের সুরক্ষাবাদের সময়ে ভারতীয় টেক্সটাইল আমদানিকে লক্ষ্য করে বণিকবাদী নীতির মাধ্যমে সংগঠিত ছিল, সেই প্রেক্ষাপটে ম্যানচেস্টারের তুলা শিল্প এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল এবং তারপরে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। যাই হোক, পাটনায়েক যেমন যুক্তি দেন, ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়টি কোনো বড় ঐতিহাসিকের লেখায় উল্লেখ করা হয়নি; ডিন এবং কোল বা ল্যান্ডেস বা হবসবম বা ফ্লাউড এবং ম্যাকক্লোস্কি বা হিল এর লেখায় নয়; এমনকি আধুনিক বিশ্বের উত্থান বা রাজনৈতিক অর্থনীতির বিষয়ে আগ্রহী সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায়ও তা আসেনি।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে বৈশ্বিক বাজারে ২৫% অংশীদারিত্ব লাভ করা থেকে, ফিনিশড টেক্সটাইলের বাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নীতিগুলো উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতকে ব্রিটিশ শিল্পে কাঁচা তুলা সরবরাহকারীতে পরিণত করেছিল। ভারতীয় শিল্প উৎপাদন পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল যেন ভারতীয় জীবিকা এবং জীবন এর উপর নির্ভরশীল ছিল।

এর পাশাপাশি, ব্রিটিশরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাদে সস্তা কাঁচা তুলা উৎপাদনে ক্রীতদাস এবং জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহার করেছিল। তবে, তুলা বাগান শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ রাজ্যে পাওয়া যায় নি বরং উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র ভারত এবং পশ্চিম আফ্রিকাতেও পাওয়া যেত। ১৮৪০-এর দশকে উদাহরণস্বরূপ, ম্যানচেস্টার চেম্বার অফ কমার্স এবং সদ্য প্রতিষ্ঠিত কটন সাপ্লাই অ্যাসোসিয়েশন ভারতে উপনিবেশিক সরকারের কাছে ব্রিটেনের শিল্প উৎপাদনের স্বার্থে তদবির করেছিল যাতে দেশিয় তুলার চেয়ে 'নিউ অরলিন্স' জাতের তুলা চাষের সুবিধা দেয়।

> উপনিবেশবাদ থেকে পুঁজিবাদের উদ্ভব

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্রিটেনের শিল্পশক্তি একটি অন্তঃর্গত শিল্প বিপ্লবের উপর নির্ভর করেনি। এটি ভারতে পদ্ধতিগতভাবে শিল্প উৎপাদন ধ্বংস, জোরপূর্বক এবং দাসভিত্তিক শ্রমের উপর ভিত্তি করে একটি বৈশ্বিক আবাদ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা এবং এর উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য জোরপূর্বক বাজার তৈরির সাথে জড়িত ছিল। অতএব, উপনিবেশিকতাকে পুঁজিবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে দেখা যা শিল্পায়ন ও উন্নয়নের হিসাবে বুঝতে হবে এবং যেগুলোকে পুঁজিবাদের পরবর্তী উত্থানের ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

এই ধরনের প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বরাদ্দের ধরনগুলোকে শ্রম থেকে উদ্বৃত্ত মূল্যের বরাদ্দ হিসাবে বোঝা যায় না (মুক্ত হোক বা অবাধ); পরিবর্তে আমাদের অন্যত্র জমিদখল, বাণিজ্য ধ্বংস ও উৎপাদন ধ্বংসের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

> না বুঝে কোন রূপান্তর হয় না

এই ধরনের পুনঃচিন্তার প্রয়োজনীয়তার কারণ হলো যে, পুঁজিবাদের সবচেয়ে সমালোচনামূলক পদ্ধতিগুলো পুঁজি-শ্রম সম্পর্কের মধ্যে থাকা প্রতিরোধের সম্ভাবনার উপর দৃষ্টিনিবদ্ধ করে। এটিই পুঁজিবাদের রূপান্তরের চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে নেওয়া হয়। এইভাবে, শ্রম দ্বারা সৃষ্ট উদ্বৃত্তের উপর পরিচালিত বন্টনমূলক ন্যায়বিচার এবং পুঁজির দ্বারা অপব্যবহার অন্যান্য প্রকারের অপব্যবহারকে উপেক্ষা করে; যে ফর্মগুলো দীর্ঘস্থায়ী এবং পুঁজিবাদের বিভিন্ন রূপরেখার কেন্দ্রবিন্দু। ■

সরাসরি যোগাযোগ : গুরমিন্দর কে. ভার্মা <G.K.Bhambra@sussex.ac.uk>
অনুবাদ : মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

> প্রান্তের প্রতি-উত্তর : উপনিবেশিক অভিজ্ঞতার বিশ্বায়ন

ম্যানুয়েলা বোটকা, ইউনিভার্সিটি অফ ফ্রেইবার্গ, জার্মানি, এবং আইএসএ গবেষণার সদস্য
ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান কমিটি (আরসি ৫৬)

২০০৪ উরোপ এবং লাতিন আমেরিকার মধ্যে সংলাপে সমলোচনামূলক তত্ত্ব এবং সমলোচনার বর্তমান কাজ শিরোনামে ২০০৪ সালে মেক্সিকো শহরে একটি আন্তর্জাতিক শিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত শিম্পোজিয়ামে বেশিরভাগ জার্মান এবং লাতিন আমেরিকান পণ্ডিতদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আর্জেন্টিনার দার্শনিক এনরিক ডুসেল তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামটি করেছিলেন, '*সমালোচনামূলক তত্ত্ব থেকে মুক্তির দর্শন পর্যন্ত : সংলাপের জন্য কিছু বিষয়*'। তিনি উল্লেখ করেন যে, 'সংলাপের বিষয়াবলি এবং এসবের অবস্থান : আমরা কে এবং কোথা থেকে কথা বলি' তা তিনি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে চান। ডুসেল আরও বলেন যে, এ ধরনের সংলাপগুলো কেবল কদাচিৎ নয় এর পদগুলোও কখনো কখনো অস্পষ্ট হয়। তবে এগুলো খুব কমই প্রতিসমভাবে ঘটে।

এর পরিবর্তে ডুসেল মনে করেন যে, একবিংশ শতাব্দীর সমালোচনামূলক দর্শন যার একটি বৈশ্বিক বৈধতা থাকবে এবং তার দৃষ্টিতে যা এখনও নির্মিত হয়নি। তিনি মনে করেন, এটি নির্মিত হবে বিশ্বব্যবস্থা থেকে বাদ পড়া অর্থাৎ প্রান্তিক দেশ এবং দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠির দৃষ্টিকোণ থেকে (ডুসেল, ২০০৪)। ডুসেলের এই বক্তব্য অন্যান্য সমসাময়িক এক পূর্বেকার তাত্ত্বিকের চিন্তার সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকান নির্ভরতা তাত্ত্বিকদের কথা বলা যায়; যাঁদের মূল আবেদনই ছিল যে, উন্নয়নকে প্রান্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে হবে কিংবা আমরা জার্মান নারীবাদী জীবিকা তাত্ত্বিক যেমন মারিয়ামিজ, ভেরোনিকা বেনহোল্ডট থমসেন এবং ক্লডিয়া ভন ভেরলফ-এঁর কথা বলতে পারি, যাঁরা তৃতীয় বিশ্বের নারীবাদী চিন্তায় নিচ থেকে মতামত অন্তর্ভূক্ত করার কথা বলেছেন। দাসত্ব এবং উপনিবেশনবাদের ইতিহাস বিরোধী ১৯৮০ ও ৯০-এর দশকে অবস্থান থেকে পূনর্লিখনের প্রস্তাব করেছেন এবং জাতি ও লিঙ্গের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার স্ট্যান্ড পয়েন্ট থিউরি যে দাবীগুলো একদিকে সেগুলো পুনর্লিখনের কথা বলেছেন।

> উত্তরহীন আবেদন

ডুসেলের আহ্বানের বিশবছর পর আজ নিম্নবর্গ বা সাবঅল্টার্ন, প্রান্তিক এবং ভিন্নমতের দৃষ্টিভঙ্গি, ঔপনিবেশিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও অবস্থান এবং বৈশ্বিক জ্ঞান উৎপাদন ও প্রসারণের একজনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভূমিকা উত্তর-ঔপনিবেশিক এবং বিউপনিবেশকতার কেন্দ্রস্থলে সুপ্রতিষ্ঠিত। এসব মিলিয়ে একটি তাত্ত্বিক অবস্থান গড়ে উঠেছে যা বৈশ্বিক শক্তি সম্পর্কে সূক্ষ্মদর্শী মতামত তুলে ধরেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ তত্ত্ব সমালোচনামূলক তত্ত্বের মতো না কিন্তু ফ্রাঙ্কফুট স্কুলের সমালোচনামূলক তত্ত্বের মতো? অন্যকথায়, ২০০৪ সালে অনুষ্ঠিত শিল্লোজিয়ামে যে সংলাপের আলোচনা হয়েছিল তা কি ঘটেছিল?

এসব প্রশ্নের এক কথায় উত্তর হচ্ছে 'না'। তবে এসবের জন্য হয়তো একটি দীর্ঘ উত্তর তৈরি করতে হবে। সহজভাবে বললে, ডুসেল মন্তব্য করেন যে, দ্বিতীয় ফ্রাঙ্কফুট স্কুল বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক অসমতা উপেক্ষা করে একটি সত্যিকার *সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি* প্রদানে ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলে এই স্কুল ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং অপেক্ষাকৃত অন-উন্নত দেশগুলোর চলমান দারিদ্রের মতো সমস্যাগুলো বিশ্লেষণে যত্নশীল হতে পারেনি। ডুসেল হেবারমাসের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, একটি সমালোচনামূলক তত্ত্ব যদি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কেন্দ্রের জীবন যাত্রার মানকে প্রারম্ভিক বিন্দু হিসেবে গ্রহণ করে তা শুধুই ইউরোকেন্দ্রিকই নয় বরং এটি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক দোষে দুষ্ট যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য আপত্তিকর। উপনিবেশিক এবং বিউপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ফোকাস, পরিধি এবং মাত্রাগত পার্থক্য যেমন রয়েছে, তেমনি একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রজন্মের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিশ শতকে ল্যাটিন আমেরিকান বিউপনিবেশগত ধারণাগুলো যেগুলো বিশেষ করে নির্ভরশীল তত্ত্ব এবং বিশ্ব ব্যবস্থা বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভত সেগুলো অপেক্ষা বৈশ্বিক পুঁজিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি ছিল সন্দেহাতীতভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে ১৯৯০-এর দশকে অ্যাংলোফান উত্তর উপনিবেশক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কেন্দ্রে ছিল সংস্কৃতি, পরিচয় এবং প্রতিনিধিত্ব যা আজকের জন্য কিংবা সব লেখকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিভিন্ন জেনিওলজি সম্পর্কে সমালোচনা করতে গিয়ে ভেনিজুয়েলার নৃবিজ্ঞানী এবং বিউপনিবেশিক তাত্ত্বিক ফার্নান্দো করোনিম ২০০৮ সালে তাঁর লেখাতে উল্লেখ করেন যে, আমেরিকাতে যখন নির্ভরতার রাজনৈতিক অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তখন আফ্রিকা এবং এশিয়ার নব স্বাধীন দেশগুলোর আলোচনার বিষয় ছিল উপনিবেশবাদের অনুক্রমকে কেন্দ্র করে। দুটো সমালোচনামূলক ঐতিহ্যের মধ্যে সংলাপের আহ্বান জানাতে গিয়ে *করোনিম পার্থক্যের পরিবর্তে পরিপূরকতার উপর গুরুত্বারোপ* করেছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য বিভিন্ন অবস্থান থেকে উপনিবেশকদের সমালোচনামূলক প্রতিক্রিয়াগুলো বিভিন্নতার পরিবর্তে ক্ষমতার পরিপূরকই রূপ নেয়। এশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার তাৎপর্য প্রাদেশিয়করণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, ল্যাটিন আমেরিকান দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রান্তিকতা বিশ্বায়ন করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

> দীর্ঘ প্রতীক্ষিত উত্তর

প্রান্তিকদের কাছে নির্ভরশীল তত্ত্ব, নিম্নবর্গ অধ্যয়ন বা উপনিবেশবাদ, ইউরোপ কেন্দ্রিক সমালোচনামূলক তত্ত্ব ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশ্বব্যবস্থার প্রান্তের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আবার কেন্দ্রে অবস্থিতদের মধ্যকার আধুনিক নয় এমন ধরনের সামাজিক সম্পর্কগুলো আধুনিকতা এবং এর অধাভাগ উপনিবেশিকতার গঠন বলে প্রমাণিত হয়। ভূমিদাস প্রথা এবং এর পরিণতিসমূহ কেন্দ্র এবং প্রান্তে বর্ণগতভাবে বিচ্ছিন্ন শ্রমশক্তি, আমেরিকার শোষণমূলক বুর্জোয়া এবং দ্বৈত অর্থনীতি, আফ্রিকা এক মধ্যপ্রাচ্যে পিতৃতান্ত্রিক লেঙ্গিক সম্পর্ক এবং সমস্ত উপনিবেশ এলাকায় মজুরি এবং মজুরিবিহীন শ্রমিকদের মহাবস্থান হয়ত প্রান্তের কথিত পশ্চাদপদতার প্রস্থান হিসেবে কাজ

>>

“সমালোচনামূলক তত্ত্ব সমূহের মধ্যে একটি প্রতিসম সংলাপের ঘটাতে এবং চালিয়ে নিতে, আমাদের অবশ্যই সমালোচনামূলক তত্ত্বের উৎপাদনের জন্য ভৌগলিক এবং জ্ঞান-তত্ত্বের বিভিন্ন ধারকে স্বীকার করতে হবে।”

করে না। তবে এই সবকিছুই উপনিবেশক ও সাম্রাজ্যবাদীর শাসন ব্যবস্থার সাথে জড়িত।

সমালোচনামূলক তত্ত্বগুলোর মধ্যে একটি প্রতিসম সংলাপের জন্য এবং এটি অব্যাহত রাখার নিমিত্তে আমাদেরকে সমালোচনামূলক তত্ত্ব সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ভৌগলিক এবং জ্ঞান কেন্দ্রিক অবস্থান তৈরি করতে হবে। ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী অভিজ্ঞতাকে ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং ক্ষমতার সম্পর্কেও বর্তমান বস্তুগত বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত করা একটি অপ্রতিরোধ্য বর্তমানবাদী এবং ইউরোকেন্দ্রিক সামাজিক বিজ্ঞানের নিয়মের পরিবর্তে এখনো ব্যতিক্রম যা থেকে অ-পশ্চিমা, অ-ইউরোপীয় এক অ-শ্বেতাঙ্গ অভিজ্ঞতাগুলোকে দীর্ঘকাল থেকেই মুছে যাচ্ছে। ফলে, বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে পশ্চিমে জাতি ও জাতিসত্তাকে উপক্ষো করে অসমতা ও স্তরবিন্যাসের সমাজবিজ্ঞানের আবির্ভাব ঘটে। পুঁজিবাদী উন্নয়নের একটি সমাজবিজ্ঞান যা দাস অর্থনীতি চুক্তি ভিত্তিক শ্রম এবং সব ধরনের মজুরিহীন কাজকে হ্রাস করে। বিকাশ ঘটে অভিগমনের সমাজতত্ত্ব যা ঠিক উপনিবেশিক ও উপনিবেশবাদী উভয়ই বর্ণিত। সকল বিবরণে অনুপস্থিত ছিল নারীর অভিজ্ঞতা, শুধু আংশিকভাবে এবং ধীরে ধীরে সংশোধনের মাধ্যমে শ্বেতাঙ্গ নারীদেরকে একটি সত্ত্বা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল যা পরবর্তীতে পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক উৎপাদনের বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। করোনিমের ভাষায় প্রান্তিক অভিজ্ঞতার বিশ্বায়ন প্রান্তকে বিশ্বায়িত করা, ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সম্প্রসারন ক্রীতদাসদের বাণিজ্য এবং আমেরিকায় ইউরোপীয় অভিবাসনকে শ্রেণি দ্বন্দ, উদারনীতি এবং পাশ্চাত্য ইউরোপীয় শিল্পরাষ্ট্রগুলোর সামাজিক গতিশীলতার মতো দৃশ্যমান–যার বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সরাসরি যোগাযোগ :
মানুয়েল বোটকা <manuela.boatca@soziologie.uni-freiburg.de>
টুইটার : @ManuelaBoatca
অনুবাদ : মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন

> সমগ্রতা এবং বাহ্যিকতা :

একটি বিউপনিবেশিক সমালোচনামূলক তত্ত্বের শ্রেণিবিভাগ

প্যাট্রিসিয়া সিপোলিট্টি রদ্রিগেজ, কুনি গ্র্যাজুয়েট সেন্টার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

সমাজকে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সমালোচনামূলক তত্ত্বে যত স্বাতন্ত্র্যসূচক এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতি বা কৌশল আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'অন্তর্নিহিত সমালোচনা' পদ্ধতি। এই পদ্ধতিটি সমাজে উদ্ভূত সামাজিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত ব্যবস্থার মূল্যায়নের কথা বলে। মার্কসকে অনুসরণ করে (যিনি এই ক্ষেত্রে হেগেলকে অনুসরণ করেছিলেন), সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করেছেন যেগুলো *ন্যান্সি ফ্রেজারের* মতে, সমাজের 'অন্তর্নিহিত' নিয়মের মধ্যে 'পদ্ধতিগতভাবে এবং স্বাভাবিক পন্থায়' উৎপন্ন হয়েছে এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণকারীগণ তাদের কাজের মাধ্যমে উপলব্ধি করেন। এক্ষেত্রে মার্কসের ধ্রুপদী উদাহরণে আমরা বুর্জোয়া সমাজকে সংজ্ঞায়িতকারী বাজারের স্বাধীনতা এবং শ্রমিকদের 'ক্ষুধার্ত থাকার স্বাধীনতার' মতো পুনরাবৃত্ত বাস্তবতার উল্লেখ পাই। এরপর সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকগণ এই প্রবণতাগুলোকে বিশ্লেষণ করে সংকটের উদ্ভব এবং তার পরিণতিতে সামাজিক রূপান্তরের সম্ভাব্যতাকে দেখিয়েছেন।

সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকগণ বিভিন্ন সামাজিক অনুশীলন পরীক্ষা করেন এবং এদের 'মধ্য থেকে' আদর্শিক মান তৈরি করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা মূলধারার বিশ্লেষণাত্মক নৈতিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সম্ভাব্য পক্ষপাত এবং আদর্শিক প্রভাব এড়াতে চায়। মূলধারার চিন্তাবিদগণ যেখানে অনুমান করেন যে 'ন্যায়বিচার' অথবা 'সমতার' মতো আদর্শগুলো স্থান ও কাল সাপেক্ষে নিরপেক্ষ, সেখানে সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকগণ আদর্শের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঐতিহাসিক চরিত্রকে স্বীকার করেন এবং দাবি করেন যে, এগুলো নিরপেক্ষ নয়, বিশেষত অসমতার পরিস্থিতিতে, এই আদর্শগুলো প্রায়শই প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজ করে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী সমাজে স্বাধীনতার ধারণাটির ব্যাখাকে স্মরণ করা যেতে পারে।

> সমগ্রতা এবং ইউরোকেন্দ্রিকতা

বিউপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ জোর দিয়ে বলেন যে, সমগ্রতা বিষয়ক এই বোঝাপড়া বা ব্যাখ্যাটি সম্পূর্ণ নয়। আর্জেন্টাইন-মেক্সিকান দার্শনিক এনরিক ডুসেলের মতে, অন্তর্নিহিত সমালোচনার মতো দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির একটি কেন্দ্রীয় সমস্যা হলো তাদের *সমগ্রতার ভান*। সমগ্রতার ধারণাটি পশ্চিমা মার্কসবাদী এবং এই ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, সমগ্রতার অন্তত দুটি অর্থ আছে। প্রথমত, অন্তর্নিহিত সমালোচনা পদ্ধতির মতে, সামাজিক মূল্যায়ন ও রূপান্তরের জন্য যে আদর্শিক সরঞ্জামগুলোর প্রয়োজন তা সমালোচিত বস্তুর মধ্যেই নিহিত আছে। আমরা যদি পুঁজিবাদী সমাজকে সেই বস্তু হিসাবে দেখি, তাহলে সমালোচনার সমস্ত হাতিয়ার ইতিমধ্যেই এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এবং এর সাথে সংযুক্ত, পুঁজিবাদকে একটি সম্পূর্ণ বৈশ্বিক কাঠামো হিসাবে দেখা হয়। কারণ এর কাজ করার পদ্ধতি এবং চিন্তাভাবনা বিশ্বব্যাপি প্রায় প্রতিটি মানব সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে।

ডুসেলের মতে, এই ধরণের সমগ্রতার চিন্তা ইউরোকেন্দ্রিক। এটি জীবনের বিভিন্ন রূপকে উপেক্ষা করে যা সম্ভবত কাছাকাছি হলেও পুঁজিবাদী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গুরুত্বপূর্ণভাবে, বস্তুর 'সমগ্রতা'র তথাকথিত বহিঃপ্রকাশ, যেখানে লোকেরা পশ্চিমা পুঁজিবাদী আধুনিকতা থেকে 'ভিন্নভাবে' চিন্তা করে, কাজ করে এবং অনুভব করে, তা পদ্ধতিগতভাবে প্রাসঙ্গিক। এই বিকল্প আদর্শ, ধারণা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সমালোচিত বস্তুর মূল্যায়ন এবং রূপান্তর করা যায়। উদাহরণসরূপ, অপুঁজিবাদী পন্থায় জীবনযাপন আমাদের স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির সাথে স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের প্রকৃতি ঠিক কেমন হয়।

> অ্যানালেকটিক্স এবং বাহ্যিকতা

ডুসেল বিউপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে 'অ্যানালেকটিক্স' হিসেবে অভিহিত করেছেন, যেখানে 'অ্যানা' শব্দের অর্থ বস্তুকে পদ্ধতির 'মধ্য' থেকে নয় বরং 'বাইরে' থেকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিতে দেখা। বিউপনিবেশিক চিন্তাধারার অনন্য অবদান হলো পুঁজিবাদী আধুনিকতার 'অন্য' বা 'অনাবিষ্কৃত' দিকগুলোকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিটি সমালোচনামূলক তত্ত্বের দ্বান্দ্বিক মূল্যায়ন পদ্ধতি বা 'ভিতর থেকে বিশ্লেষণ' পদ্ধতির বিপরীত।

অনেক লাতিন আমেরিকান চিন্তাবিদ প্রায়ই তাদের বিউপনিবেশিক চিন্তাধারায় অ্যানালেকটিকীয় 'বাহ্যিকতার' ধারণাটি ব্যবহার করেন। উদাহরণস্বরূপ, *২০২৩ সালের গ্লোবাল ডায়ালগ*-এর এপ্রিল মাসের সংখ্যায় মনিকা চুজি, গ্রিমাল্ডো রেঙ্গিফো এবং এডুয়ার্ডো গুদিনাস 'বুয়েন ভিভির' বা 'ভালোভাবে বেঁচে থাকার' ধারণাটিকে 'দক্ষিণ আমেরিকার একটি সামষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি' হিসেবে বর্ণনা করেন যা আধুনিক চিন্তাধারাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং নির্দিষ্ট ইতিহাস, অঞ্চল, সংস্কৃতি এবং বাস্তুসংস্থান থেকে গড়ে ওঠা চিন্তা, অনুভূতি এবং জীবনযাপনের কথা বলে। আদিবাসী ঐতিহ্যগুলো ব্যাপকভাবে 'বুয়েন ভিভির' দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। বুয়েন ভিভির প্রবক্তাগণ উল্লেখ করেছেন যে 'বুয়েন ভিভির' ধারণাটি আন্দিয়ান দেশগুলো থেকে উৎপত্তি লাভ করে ঐ দেশগুলোর ভিতরে এবং ভিন্ন দেশেও বিস্তার লাভ করেছে এবং প্রকৃতির অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতির মতো পুঁজিবাদী বিকাশের বিকল্প ধারণাগুলোর জন্য তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করছে। বুয়েন ভিভির ধারণাটি বাহ্যিকতা থেকে বিকশিত একটি ধারণা যা অ্যানালেকটিকীয় সমালোচনার সুযোগ দেয়। বাহ্যিকতার ধারণাটি শুধু আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনপ্রণালির সাথেই সম্পর্কিত নয় বরং ধারণাটিকে গ্রামীণ কৃষক, আফ্রো-বংশীয় জনগণ, শহুরে দরিদ্র, এমনকি এই অঞ্চলের স্বল্প উন্নত জাতি-রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়।

> পুঁজির বৈশ্বিক বিস্তার

মার্কসীয় তাত্ত্বিকদের কাছে অ্যানালেকটিক্সের ধারণাটিকে বিপথগামী বলে মনে হতে পারে। তাদের মতে, পুঁজিবাদের বাইরে ভিন্ন কিছু প্রস্তাব করা গত ৫০০ বছর যাবৎ গড়ে ওঠা ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইনের 'আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা' ধারণাকে রোমান্টিকভাবে অস্বীকার করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ বর্তমান বৈশ্বিক সমাজ ব্যবস্থাকে বিভিন্ন বিষয়ের আন্তঃসংযুক্ত কাঠামো হিসাবে উপলব্ধি না করা। আরও স্পষ্টভাবে বললে, এই ধারণাকে উপেক্ষা করা যে বিশ্ব ব্যবস্থা গতিশীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সামাজিক আচরণের সমষ্টি হিসেবে কাজ করে যা মানুষের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা চালিত হয় এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের সঞ্চয়কে সমর্থন করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, কেন্দ্র ও প্রান্ত, শোষক ও শোষিত, ধনী ও দরিদ্র, মজুরি ও মজুরিহীন শ্রম ইত্যাদির মধ্যে সম্পর্ক কঠোর বিচ্ছেদের নয় বরং পদ্ধতিগত সমগ্রতার। অধিকন্তু পুঁজি বিশ্বব্যাপি বিস্তার লাভ করেছে। মুদ্রা লেনদেন থেকে শুরু করে বৈশ্বিক প্রবণতাগুলোর সাথে যুক্ত স্থানীয় বাজারে অংশ নেওয়া, ঋণ গ্রহণ করা এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য শক্তি প্রয়োগ করে এমন খনিজ সম্পদ নিষ্কাশনকারী কোম্পানি এবং রাষ্ট্রের সাথে লেনদেন করা মানে এই

>>

“সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকরা ন্যায়বিচার বা সমতা-এর মতো আদর্শের পুরাপুরিভাবে ঐতিহাসিক চরিত্রকে স্বীকার করেন ”

সমগ্র ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হওয়া। খুব কম সম্প্রদায়ই আছে যারা পুঁজিবাদী বলয় থেকে ‘সম্পূর্ণভাবে’ বা ‘চরমভাবে’ কিংবা ‘সর্বাধিক মাত্রায়’ বিচ্ছিন্ন। ডুসেল এবং লাতিন আমেরিকার অন্যান্য বিউপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ বাহ্যিকতা বোঝাতে প্রায়শই এই ক্রিয়া বিশেষণগুলো ব্যবহার করেছেন।

মার্কসীয় ধারণা অনুসারে, বাহ্যিকতার ধারণার প্রবক্তাদের অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে, পুঁজিবাদী আধুনিকতা তথা ‘সমগ্রতা’ এবং বহিরাগত সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য বস্তুগত কারণের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠনি। অনেক বিউপনিবেশিক চিন্তাবিদ বিশ্ব ব্যবস্থার থিসিস গ্রহণ করেন এবং দাবি করেন যে, এটি ছাড়া সমসাময়িক শোষণ, বলপূর্বক বিতাড়ন ও নিপীড়নকে সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যটি বরং পরীক্ষামূলক এবং আদর্শিক। অন্য কথায়, বহিরাগত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং বিচার করার ধরণ আলাদা। যেমন, একটি বাজার ব্যবস্থায় অভ্যন্তরীণ সুবিধাভোগী শ্রেণি যেভাবে মিথস্ক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে, ঐ ব্যবস্থার বাইরের ব্যক্তিরা ঠিক তার থেকে ভিন্নভাবে মিথস্ক্রিয়ার অংশগ্রহণ করে।

> আধুনিক দ্বৈতবাদের সমস্যা

এই প্রতিক্রিয়া সমালোচনামূলক তাত্ত্বিকদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না; যারা একটি উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে *বিশিষ্ট অ্যানালেকটিকীয় প্রস্তাবে* উপস্থাপিত ‘আধুনিকতা’র সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে। তাঁদের দৃষ্টিকোণ থেকে, অ্যানালেকটিকীয় তত্ত্বগুলো আধুনিকতাকে একটি সমন্বিত সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যার মধ্যে কারণীভূত যুক্তি, পুঁজিবাদী সঞ্চয়, উপনিবেশিকতা এবং অনুরূপ যুক্তি দ্বারা প্রভাবিত চিন্তা ও আবেগ অন্তর্ভুক্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি এবং অস্তিত্বের একটি স্বতন্ত্র ধরন তৈরি করে যা ‘অপর’ ধরন থেকে মৌলিকভাবে আলাদা।

উত্তর আধুনিকতা ঘেষা সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিকতার চিত্রায়ন দুটি কারণে সমস্যাযুক্ত। প্রথমত, আধুনিকতা রাজনৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। কারণ একীভূত সত্ত্বায় সংস্কৃতিকে দৃঢ় করার কাজটি স্বয়ং এবং অপরের মতো বিভাজন সৃষ্টির মাধ্যমে দ্বৈতবাদী চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে। এ ব্যাপারে এডওয়ার্ড সাঈদের মতো উত্তর উপনিবেশিক তাত্ত্বিকগণ সতর্ক করে বলেছেন যে, দ্বৈতবাদী শ্রেণিবিভাগ ‘অপর’ জনসংখ্যার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আধুনিকতার ধারণা অনুযায়ী সামাজিক জীবনের রূপগুলো ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনের সমন্বয়ে গঠিত যা আন্তঃসাংস্কৃতিক বিনিময়ের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে পারে। উত্তর-আধুনিক সমালোচকদের মতে, আধুনিকতার এই দাবিটি সঠিক নয়। কারণ এই অনুশীলনসমূহের অর্থ সবসময় এক থাকে না। প্রায়ই এদের অর্থ মূল অর্থের অনুগামী না হয়ে সংস্কৃতি ভেদে ভিন্ন হয়। যদিও ‘বুয়েন ভিভির’ প্রবক্তাগণ জীবনধারা এবং তাদের ভৌগোলিক শিকড়ের মধ্যে সংযোগের কথা বলেন। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, এই সংযোগগুলোকে অপরিহার্য, অপরিবর্তনশীল কিংবা সম্পূর্ণ বোধগম্যহীন ভাবা উচিত নয়।

> হাইব্রিড সংস্কৃতি তৈরিতে বাহ্যিকতার প্রভাব এবং আদর্শিক সম্পদের বৈচিত্র্য

যারা বাহ্যিকতার শ্রেণিগত ধারণাকে ব্যবহার করেন তাদের উচিত ‘আধুনিকতা’ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা না করে বরং ‘আধুনিকীকরণ’ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করা। ‘আধুনিকীকরণ’ সেই প্রক্রিয়া যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় আধুনিক অনুশীলন, প্রতীক, প্রযুক্তি এবং যৌক্তিকতার সাথে সম্পৃক্ত হয়। ব্যাপারটিকে বাজার প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। উপরন্তু, বিশ্ব-ব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের উপাদানগুলোর বস্তুগত এবং রাজনৈতিক একীকরণের কারণে সম্প্রদায়গুলো অনিবার্যভাবে এই আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে। (এইভাবে এবং অন্য কোনো উপায়ে অসম ক্ষমতা আন্তঃসাংস্কৃতিকীকরণ প্রক্রিয়ার দিকে চালিত হয়)। লাতিন আমেরিকার সাংস্কৃতিক পাঠ থেকে পরিভাষা ধার করে বলা যায় বাহ্যিকতা হলো সেই ‘*হাইব্রিড সংস্কৃতি*’–যেখানে মানুষ প্রত্যহ বহু সহ-বিদ্যমান যৌক্তিকতার উপাদানকে আত্মীকরণ করে। এই যৌক্তিকতাগুলোর মধ্যে ‘আধুনিক’ এবং ‘ঐতিহ্যগত’, উপাদানের পাশাপাশি পণ্যায়িত এবং অ-পণ্যায়িত উভয় উপাদানই অন্তর্ভুক্ত। এই সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণকারীরা আধুনিক অর্থের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত অনুশীলনগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে এবং নতুন প্রবর্তিত অনুশীলনগুলোর জন্য ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করতে পারে। আজকের পৃথিবীতে আধুনিকতার বিভিন্ন ধরনের প্রকাশ দেখা যায়। এর মধ্যে অনেকগুলো স্বতন্ত্র এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ‘হাইব্রিড সংস্কৃতি’; যেখানে আধুনিকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

‘বাহ্যিকতার’ ধারণা মতে, মানুষের চিন্তার ধরন, অনুভূতি, বেঁচে থাকা, এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি স্থানভেদে ভিন্ন হয়। বিশেষত, বিশ্বব্যবস্থার কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক অঞ্চলে এই ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, উত্তর-আধুনিক উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, স্থানীয়দের মধ্যে সম্পর্ক বেশ সহজ এবং গতিশীল। তবে, আমাদের বাহ্যিক সম্প্রদায়ের রোমান্টিকীকরণ এড়িয়ে চলা উচিত। এবং যারা তথাকথিত ‘আধুনিক’ চিন্তাভাবনার বাইরে গিয়ে যত্নের কাজের মতো বিষয়ে কাজ করেন, তারা বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের লোক হলেও তাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। অন্তর্নিহিত এবং অ্যানালেকটিকীয় উভয় সমালোচনা পদ্ধতির বৈশ্বিক কাঠামোর (যেমন, ‘সমগ্রতা’) বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা জরুরি। যাই হোক, আমরা যখন ‘বাহ্যিকতার’ উপর জোর দেই এবং ‘অ্যানালেকটিকীয় সমালোচনা পদ্ধতি’ ব্যবহার করি, তখন বিশ্বব্যাপি মানুষ যেভাবে বিভিন্ন নিয়মের সমালোচনা করে আমরা তার প্রতি মনোযোগ দিতে শুরু করি। বিশেষ করে, এটি প্রান্তিক এলাকার জন্য সত্য। এভাবে আমাদের সামনে রূপান্তরের একাধিক পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। ■

সরাসরি যোগাযোগ : প্যাট্রিসিয়া সিপোলিত্তি রদ্রিগেজ <patricia.cipollitti@gmail.com>

অনুবাদ : একরামুল কবির রানা

> সংস্কৃতি শিল্প : সমালোচনামূলক তত্ত্বের জন্য একটি (রাজনৈতিক) গবেষণার বিষয়

ব্রুনা ড্যালা তররেদে কারভালহো লিমা, ফ্রাঙ্কফুর্ট ইউনিভার্সিটি, জার্মানি এবং ইউনিভার্সিটি অফ ক্যাম্পিনাস, ব্রাজিল।

চিত্রণঃ আরবু, ২০২৩

> অ্যাডোর্নো ও সংস্কৃতি শিল্প

'সংস্কৃতি শিল্প' একটি বিতর্কিত বিষয়। 'সংস্কৃতি শিল্প'কে 'গণ-সংস্কৃতি'-এর সাথে এক করে দেখার ব্যাপারে থিওডর ডব্লিউ অ্যাডোর্নোর অনেক আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সংস্কৃতি শিল্পকে এখনও সাংস্কৃতিক পণ্যের একটি বিশাল সমারোহ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, 'সংস্কৃতি শিল্প' অথবা ঐ শিল্পের কিছু দিক সাংস্কৃতিক পণ্যের। যেমন, টেলিভিশন অথবা রেডিও সদৃশ হয়ে উঠেছে। হেলমাট বেকের-এঁর সাথে এ বিষয়ে মতবিরোধের সময়, অ্যাডোর্নো আমাদের চিন্তা কেবল টেলিভিশনে সীমাবদ্ধ না রেখে 'শিল্প সংস্কৃতি' ব্যবস্থার বাকি অংশকেও গ্রাহ্য করার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। যেহেতু এর প্রভাবগুলো শুধু কয়েক দশক পরিলক্ষিত হয়; তাই শিল্প-সংস্কৃতি অধ্যয়ন বাস্তবিক অর্থে সংক্ষিপ্তই ধরা হয়। যাই হোক, *ডায়ালেক্টিক অফ এনলাইটিনমেন্ট* বইটিতে অ্যাডোর্নো ও ম্যাক্স হর্কহেইমার সংস্কৃতি শিল্পকে 'রেডিও, সিনেমা, এবং ম্যাগাজিন'-র অর্ন্তভূক্ত একটি 'ব্যবস্থা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা কিন্তু তার থেকেও বড় বিষয় হলো এটি সামাজিকীকরণেরও একটি ব্যবস্থা যা মানুষের পরিচয় এবং ইচ্ছাগুলোকে বাস্তবসম্মতভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। এই ধারণাটির একটি শ্রম-সম্পর্কিত আঙ্গিক রয়েছে যা অনেক তাত্ত্বিক এড়িয়ে গিয়েছেন। কেননা, কাজ করার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রতিরূপ হিসেবে বিবেচিত হয়–এটি ফোর্ডিস্ট সমাজের একটি বিপরীত চিত্র। যাই হোক, এটা সংস্কৃতির একটি রাজনৈতিক তত্ত্বও বটে।

> গণমাধ্যম এবং ফ্যাসিবাদের বিকাশ

ওয়েমার প্রজাতন্ত্রের সময় সংস্কৃতির বিপণন এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে এর পুঞ্জিভুত হবার বিষয়টি আলফ্রেড হুগেনবার্গ রূপায়িত করেন যা পরবর্তীতে অ্যাডোর্নোকে গণমাধ্যম ও ফ্যাসিবাদ বিকাশের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করতে প্ররোচিত করেছিল। এক্ষেত্রে, রেডিও একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক বিরোধী আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করছিল; অন্যদিকে সংস্কৃতি শিল্পের সামাজিক কাঠামো উন্মুক্ত করছিল যার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মনিষ্ঠা ক্ষুণ্ন হয় এবং সুপারস্টারদের সাথে পরিচিতি ঘটে। এর ফলে ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক নেতাদের জন্যও দ্বার খুলে যায়, যেখানে তারা 'একজন অনুৎসাহী এবং সুপ্রা-পার্টি কর্তৃত্ব' হিসেবে চিহ্নিত হয়।

এন.পি.ডি (ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক পার্টি ডয়েচল্যান্ডস)-এর বিকাশ

>>

সম্পর্কে অ্যাডোর্নো *এস্পেক্ট অফ দি নিউ রাইট-ওয়িং এক্সট্রিমিজম* বইতে মন্তব্য করেন যে, এর সাফল্যের সাথে 'সংগঠন' ধারণাটির যুগপৎ সম্পর্ক রয়েছে। এন.পি.ডি নিজেকে যেকোনো দলীয় বিভাজনের উর্ধ্বের একটি আন্দোলন হিসেবে পরিচিত করে। এ 'আন্দোলন' থেকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'দল'-এর তথাকথিত রূপ যা সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ থেকে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তব রাজনীতিকে পরিচালিত করে। অধিকন্তু, অ্যাডোর্নো যুক্তি দেখান যে, এটি সম্ভব হয়েছে অপপ্রচারের মাধ্যমে। তাঁর দেয়া তাত্ত্বিক ও চিন্তাশীল মন্তব্য থেকে আমরা মূল থিসিসটি অনুমান করতে পারি, 'সংস্কৃতি শিল্প' নতুন একটি 'সংগঠন' হতে পারে। এ ধরনের একটি শিল্প একটি গণ-দলকে প্রতিস্থাপন করার মাধ্যমে ফ্যাসিবাদ গঠন এবং বিস্তৃতি ঘটাতে পারে।

অ্যাডোর্নো তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে 'সংস্কৃতি শিল্প'কে একটি গবেষণা বিষয়ে পরিণত করলেও এ ব্যবস্থাটির অনুমিত অনুপাত এবং এর ক্ষেত্র কি হতে পারে সে সম্পর্কে তিনি অনুমান করতে পারেন নি।

> ইন্টারনেটের প্রতি অনাসক্ত কর্তৃত্ব পুরাতন রাজনীতিকে ভেঙ্গে ফেলতে চায়

ইন্টারনেট আসার আগ পর্যন্ত গণতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনকারীদের ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়, চার্চ, রেডিও স্টেশন, কল- কারখানা, টেলিভিশন. স্টুডিওসহ অন্যান্য জায়গায় যেতে হত। ঐ সমস্ত জায়গায় প্রবেশাধিকার নির্দিষ্ট নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং প্রবেশাধিকার ছিল সীমিত পর্যায়ের। ফোর্ডিজম-এর মধ্যে 'সংস্কৃতি শিল্প' ইতিমধ্যে ফ্যাসিবাদের একটি প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল; যেখানে রেডিও রাস্তার আন্দোলনকারীদের শোবার ঘরে টেনে আনে। যাই হোক, এটা দলের জায়গা দখল করে নি। উৎপাদন শক্তির সাম্প্রতিক বিকাশ অর্থাৎ সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বর্তমান সমাজের মধ্যে বিকাশ ও গুরুত্ব এ ধরনের প্রতিবাদ করার যেকোনো প্রতিবন্ধকতাকে ভেঙ্গে দিচ্ছে; এমনকি যোগাযোগের সবচেয়ে ঐতিহ্যগত বাবস্থাকে বৈধ করছে এবং ঐতিহ্যগত গণ-দলকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলো অন্য যেকোনো সংগঠনের তুলনায় বেশি সামাজিক সক্ষমতা প্রদর্শন করে।

প্রশ্নবিদ্ধ অবকাঠামো এই 'ডিজিটাল সংস্কৃতি শিল্প' এবং এর 'সাংস্কৃতিক' কাঠামোর বস্তুগত ভিত্তি তৈরি করেছে। 'পছন্দ বা অ-পছন্দ'-এর যুগল প্রস্থা, সেক্টরের একচেটিয়াকরণের সাথে যুক্ত বন্ধ প্রভাব, নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আবেগের নিপুণ ব্যবহার এবং অন্যান্য অনেক জানাশোনা বৈশিষ্ট্যসমূহ ভার্চুয়াল সামাজিকতা ও এর সাথে সম্পর্কিত সামাজিকীকরণের ধরনের জন্য মডেল প্রদান করেছে–অপার্থিব সামাজিক যোগাযোগ ও নেটওয়ার্কগুলোতে রাজনৈতিক ছলচাতুরির জন্য বটের মতো ঠকানোর জন্য ব্যবহৃত কৌশলসমূহের ব্যবহার উল্লেখ না করা।

অধিকন্তু এই নতুন ডান-পন্থী মৌলবাদ সফল হওয়ার কারণ হচ্ছে, 'সংস্কৃতি শিল্প'-এর ডিজিটাল ধরনের মধ্যে নিজেকে একটি 'অনাগ্রাহী কর্তৃপক্ষ' হিসেবে উপস্থাপন করে যাচ্ছে। এর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এর পণ্যের 'মুক্ত প্রকৃতি'-এর পিছনে লুকিয়ে থাকে এবং আরও আচ্ছন্নভাবে এ সত্যের মাধ্যমে তৈরি হয় যে, আমরাই আসলে এ বিষয়বস্তুর বেশিরভাগ অংশ উৎপাদন ও ভোগ করি। একটি 'অনাগ্রহী কর্তৃপক্ষ' হিসেবে এটা নিজেকে কেবল ঐতিহ্যগত দলের উপরে 'ভাসমান' হিসেবে উপস্থাপন করে না বরং ডান-পন্থী বিভিন্ন আন্দোলন যাদের লক্ষ্য হচ্ছে পুরাতন রাজনীতির বিকল্প হিসেবে দৃশ্যমান হওয়া তাদের জন্য আদর্শ বাহন হয়ে উঠে।

> নতুন ডান-পন্থী মৌলবাদ এবং সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাসমূহ

সুতরাং একটি ব্যাপক নিরপেক্ষমূলক যন্ত্র এবং বিষয়ীকরণের মডেলের মধ্যে এক ধরনের মিল রয়েছে যা চরম ডানকে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে। নতুন ডান-পন্থী মৌলবাদ এমন এক ধরনের নীতি গ্রহণ করে যা সংলাপ ও ভাবনার বিপরীত, যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর বৈশিষ্ট্যের সাথেও ওতোপতোভাবে জড়িত। এর কারণসমূহ হচ্ছে, মনযোগ সম্পৃক্ততার নীতি যা ক্লিক বাইটস ব্যবহারের মাধ্যমে মৌলবাদকে সমর্থন করে; রাজনৈতিক অংশগ্রহণের প্রতি অনুভূতি তৈরি করার সক্ষমতা; আলগরিদম যা নির্ধারণ করে দেয় মানুষ কি ভোগ করে, যা পরবর্তীতে বিষয়বস্তুর প্রচার এবং বৈচিত্রময় সবকিছুর বর্জনশীলতা তৈরি করে, আন্তঃদল ও বহিঃস্থ-দল গঠনে সহায়তা করে। *জোসেফ ভোগল* যেমন প্লাটফর্ম সম্পর্কে বলেছেন, 'ডিজিটাল সংস্কৃতি শিল্প' প্যারা গণতান্ত্রিক হয়ে উঠছে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই উপাদানগুলো স্থানীয় কর্তৃত্ববাদকে উৎসাহিত করে, যার ভিত্তি অনেক বৈচিত্র্যময় হতে পারে এবং রাজনৈতিক জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ করে তোলার নিমিত্তে তাদেরকে প্রসারিত করা হয়। দক্ষিণা বিশ্বে, যেখানে গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে উপনিবেশবাদের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ছে, সেখানে সংস্কৃতি শিল্পের প্রভাব খুব বেশি পরিমাণে দৃশ্যমান হতে পারে যা ধারণাটির একটি অপ্রকাশিত দিক উন্মোচিত করে, যা এর সাম্রাজ্যবাদী প্রকাশ। এ অর্থে, 'সংস্কৃতি শিল্প' সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের একটি তত্ত্বও হতে পারে। বিশ্বব্যাপি অতি-ডানপন্থীদের বিকাশ ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলে কর্তৃত্ববাদ অধ্যয়নের আগ্রহকে পুনরুজ্জীবিত করছে। তা সত্ত্বেও, 'সংস্কৃতি শিল্প' এই প্রপঞ্চকে বোঝার জন্য একটি প্রয়োজনীয় ধারণা হিসেবে গণনা করা হচ্ছে না।

সমালোচনামূলক তত্ত্বের (এবং বিশ্ব) ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে এর সম্প্রসারণ, সূক্ষ্ম সংশোধন এবং কীভাবে 'সংস্কৃতি শিল্প' কাজ করে তার উপর্যপুরি উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এবং আমাদের সমালোচনামূলক কাজ বিশ্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়া আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
ব্রুনা ড্যালা তররেদে কারভালহো লিমা : <brunadt@unicamp.br>
অনুবাদ : বিজয় কৃষ্ণ বণিক

> বিশ্ব সমাজের একটি ক্রিটিক্যাল থিওরির পথে

এস্তেবান তোরেস, ইউনিভার্সিড ন্যাসিওনাল ডি কর্ডোবা, আর্জেন্টিনা

Credit: Neel, Unsplash.

চিত্রণঃ আরবু, ২০২৩

পশ্চিমা বিশ্বে ১৯২০ দশক থেকে ১৯৬০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে ক্রিটিক্যাল থিওরির জন্ম হয়; যার পথিকৃৎ ছিল ইন্সটিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (আইএফএস)। আইএফএস-এর বিপর্যস্ত হৃদয়ে, হর্খেইমার, অ্যাডর্নো এবং মার্কুজার-এঁর কাজ তুমুল আলোড়ন তুলেছিল সেই সময়ে। অন্যদিকে ল্যাটিন আমেরিকার ইতিহাসে ক্রিটিক্যাল থিওরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়াস ১৯৬০ থেকে ১৯৭০-এর দশকে সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয় সমাজবিজ্ঞান এবং অর্থনীতিতে। এদের মধ্যে অন্যতম লেখক ছিলেন রাউল প্রিবিশ, ফার্নান্দো এইচ. কার্ডোসো, ডার্সি রিবেইরো এবং রুই মাউরো মারিনি। ক্রিটিক্যাল থিওরির এই দুইটি ধারা কিছু-টা বিপরীত ছিল। কারণ তাদের চিহ্নিত কাঠামোগত সমস্যাসমূহ ব্যাপকভাবে ভিন্ন ছিল আর এর সাথে জড়িত চিন্তকদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাও ভিন্ন ছিল। যেমন, ল্যাটিন আমেরিকার ক্রিটিক্যাল থিওরি সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনী-তির সাথে সম্পর্কিত। বুদ্ধিজীবীদের এবং তাঁদের ক্রিটিক্যাল থিওরির ঐতিহ-াসিক অবস্থানের দ্বারা দুটি স্রোতের মধ্যে এত বিস্তৃত ব্যবধানকে ব্যাখ্যা করতে পারে; যারা তাদের কেন্দ্র হিসাবে মার্কস এবং ওয়েবারের কাজকে বিবেচনা করে।

> একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং একটি কাঠামোগত সমস্যা

প্রতিটি ক্রিটিক্যাল থিওরির একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং একটি কাঠামোগত সমস্যার মধ্যে সংযোগস্থলে তৈরি হয়। এই দিকগুলোর মধ্যে পার্থক্য সনাক্তকরণের জন্য যখন দরকার একটি ক্রিটিকাল থিওরির জ্ঞান, সমালোচনা, তখন সামাজিক রূপান্তরের জন্য তার ক্ষমতা হারাতে শুরু করে। নাৎসিবাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ করে ইহুদি নির্মূলের কারণে ফ্রাঙ্কফুর্টিয়ান প্রকল্প ব্যক্তি স্বাধীনতার হ্রাসকে প্রধান কাঠামোগত সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। এই অভিজ্ঞতা যদি না হতো তাহলে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের ক্রিটিক্যাল থিওরি অন্যরকম হতে পারত। ল্যাটিন আমেরিকার অন্যান্য দেশগুলোর উপর কাঠামোগত নির্ভরতা তত্ত্বীয় ও ক্রিটিক্যালভাবে সামনে আসে যখন এই অঞ্চলের দেশগুলো ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছিল আর এই অঞ্চল সম্বন্ধীয় ইউরোপিয়ান 'পেরফেরি' দৃষ্টিভঙ্গি কাজে আসছিল না। কাঠামোগত নির্ভরতা আবার ক্রমাগত উন্নতির পথে একটা বাঁধাস্বরূপ আভির্ভূত হয়েছিল। শিল্পায়নের সঙ্গে তাল মেলাতে ব্যর্থ ল্যাটিন আমেরিকান সামাজিক তত্ত্বসমূহ ক্রিটিক্যাল হয়ে উঠে। যদিও সামাজিক তত্ত্বসমূহ এক ধরনের আশাবাদী মনোভাব ধরে রাখে এটা ভেবে যে, ল্যাটিন আমেরিকায় পোস্ট-পেরিফেরাল সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে পোস্ট-ক্যাপিটালিস্ট সমাজের পরিবর্তে। মার্কসের

>>

লেখনী অনুযায়ী এটা পুরোপুরি ইতিবাচক বা নেতিবাচক নয়। আমি দুটি ভিন্ন কাঠামোগত সমস্যা উল্লেখ করেছি যা আজও টিকে আছে এবং এই দুইটি সমস্যাই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাথে যুক্ত। স্বাধীনতার অভাব এবং অনুন্নয়নের প্রসারের ফলে সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে নতুন ক্রিটিক্যাল থিওরি তৈরি করা প্রয়োজন যা বর্তমান বিশ্বের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।

> সমসাময়িক বিচ্যুতি : বি-ঐতিহাসিকতা, অ-রাজনীতি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ

বর্তমানে প্রচলিত ল্যাটিন আমেরিকায় ও ইউরোপে অনেক ক্রিটিক্যাল থিওরি তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। আমার মতে, তিনটি প্রভাবশালী বুদ্ধিবৃত্তিক বিচ্যুতির বিকাশ এবং দীর্ঘস্থায়ী হ্রাসবাদের কারণে এটি ঘটেছে। আর এগুলো হলো বি-ঐতিহাসিক বিচ্যুতি, অ-রাজনৈতিক বিচ্যুতি, বিচ্ছিন্নতাবাদী বিচ্যুতি। প্রথমটি কাঠামোগত সমস্যাগুলোর তত্ত্ব দ্বারা প্রদত্ত সংজ্ঞায় অবস্থিত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করার সাথে সাথে পাবলিক গবেষণার এজেন্ডা গঠনের ক্ষেত্রেও করতে হবে। আর অ-রাজনৈতিক বিচ্যুতি মূলত সমালোচনার শেষ পরিণতির পথে রয়েছে এবং তৃতীয় বিচ্যুতি হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী বিচ্যুতি যেটা দুটি বিপরীত দিক থেকে নিজেকে প্রকাশ করে। প্রথমটি হলো ক্রিটিক্যাল থিওরিকে সমাজবিজ্ঞান গবেষণা থেকে আলাদা করে আর ক্রিটিক্যাল থিওরি ব্যতিরেকে গবেষণা পরিচালনা করে; সর্বোপরি পুঁজিবাদের তত্ত্ব ব্যতিরেকে সেটা করে থাকে। শেষের বিষয়টাকে এডর্নো ও হর্খেইমার বলেছেন, 'সমাজ বাদ দিয়ে সমাজবিজ্ঞান।' পরিশেষে, দীর্ঘস্থায়ী হ্রাসবাদের প্রসারের কারণ ইউরোপিয়ান দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে দেখার ফলাফল। এই প্রভাবশালী দৃষ্টিভঙ্গির মূল সীমাবদ্ধতা অযৌক্তিক অন্ধত্বে পরিণত হয় যা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পেরিফেরি অঞ্চলগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, বি-উপনিবেশকরণ এবং এরপর এশিয়ান ব্লকের উত্থান এর মাধ্যমে চালিত বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুরু হয়।

> ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের সাথে ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানের সাক্ষাৎ

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐতিহাসিকভাবে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল ও ল্যাটিন আমেরিকার স্কুলের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি হয়। এই দুই ধারার মধ্যে প্রথম সংযোগের ফলে প্রথমদিকে তাদের মধ্যে জ্ঞান-বিনিময় বিদ্যমান বাধাগুলোকে অতিক্রম করার জন্য প্রথম প্রয়াস হিসেবে কাজ করে। ভালোভাবে খেয়াল করলে দুটো ধারাই অ-ঐতিহাসিক বিচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ছিল। সুতরাং প্রথমে হর্খেইমার, মার্কুজা এবং ল্যাটিন আমেরিকান ধারা সকলেই মার্কসের প্রেক্ষিতে বি-রাজনৈতিক বিচ্যুতিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য কাজ করেন। আর ঠিক সেভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী বিচ্যুতিকে কাটিয়ে ওঠার প্রয়াসে মূল ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের থিওরি একীকরণ এবং এ্যাডর্নো এবং হর্খেইমারের প্রত্যক্ষবাদের (পজিটিভজম) সমালোচনা অপরিহার্য। আর শেষে, ইউরো-কেন্দ্রিকতাকে অস্বীকার করে পুনর্গঠনমুলক তত্ত্ব নির্মাণে ল্যাটিন আমেরিকার অবদানকে মূল্যায়ন করা জরুরি।

উপরোল্লিখিত বাধাসমূহ অতিক্রম করে যদি ক্রিটিক্যাল থিওরির প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন যা নতুন বিশ্বসমাজের জন্য সামাজিক তত্ত্ব নির্মাণে পথিকৃৎ হবে। এর দ্বারা আমি একটি তাত্ত্বিক অনুশীলন বোঝাতে চাই যা একটি সামাজিক গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি অপরিবর্তনীয় অংশ হিসেবে চিন্তা করা উচিত। আর এমন সমালোচনা যা একটি বৈজ্ঞানিকভাবে সক্রিয় করা প্রয়োজন এবং তারপর সামাজিক রূপান্তরের একটি কৌশল দ্বারা দেখা করা উচিত। সর্বোপরি, উত্তর-ইউরোকেন্দ্রিক বিশ্ব গঠন যেটা তিনটি বিষয়ের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে লব্ধ একতা হিসাবে দেখা যায়। প্রথমত, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রের মধ্যে সম্পর্ক; দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র ও পেরিফেরির মধ্যে সম্পর্ক এবং তৃতীয়ত, আধুনিকতা এবং অ-আধুনিকের মধ্যে সম্পর্ক।

স্টেফান লেসেনিচ দ্বারা পরিচালিত আই এফ এসের এই জ্ঞানমুলক কর্মকাণ্ড এটি ১৯২৩ সালের পর থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের পর সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। কারণ এটা তার কাঠামোগত সমস্যা চিহ্নিত করার মাধ্যমে এবং বিশ্ব ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে সামাজিক রূপান্তরের একটি প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক, সমালোচনামূলক এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি হাতে নিয়েছে যেটা কেবল ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ■

সরাসরি যোগাযোগ : এস্তেবান টোরেস <e.torres@em.uni-frankfurt.de>

অনুবাদ : আরিফুর রহমান

> জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত

ব্রেনো ব্রিঙ্গেল, রিও ডি জেনিরো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় ব্রাজিল, এবং মাদ্রিদ কমপুলটেন্স বিশ্ববিদ্যালয়, স্পেন। ও
মেরিস্টেলা সাম্পা, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত গবেষণা পরিষদ এবং বামপন্থী সংস্কৃতির উপর ডকুমেন্টেশন ও গবেষণা কেন্দ্র, আর্জেন্টিনা।

অ্যারোসিন পাচার সাথে উড়া (সালিনাস গ্র্যান্ডেস এন্ড লেগুনা ডি গুয়াতায়োক বেসিন, জুজুয়, আর্জেন্টিনা, ২০২০।
কৃতজ্ঞতাঃ অ্যারোসিন ফাউন্ডেশন এন্ড স্টুডিও টমাস সারাসেনো

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক পরিবেশগত রূপান্তর কেবল বিজ্ঞানী এবং সক্রিয় পরিবেশবাদী কর্মী গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক আলোচ্যসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে। প্রথমত, জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণের এই জরুরি পর্যায়ে, সামাজিক পরিবেশগত রূপান্তর হ্রাস করার একটি প্রবণতা দেখা যায় যা জ্বালানি রূপান্তরের ক্ষেত্রে জ্বালানি উৎপাদন, খাদ্য এবং শহর পর্যায়কে বিবেচনা করে একটি অখণ্ড উপলব্ধি তৈরি করে। দ্বিতীয় বিষয়টি জ্বালানী রূপান্তর কীভাবে হচ্ছে এবং এর দায় কে মেটাবে- এ ব্যাপারে জোর দেয়।

গ্লোবাল নর্থে প্রধানত বড় বড় কর্পোরেশন এবং সরকারসমূহ দ্বারা অনুমিতভাবে 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি'র নামে চালিত জ্বালানি রূপান্তর, গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ বিজীবাশ্মকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বৈশ্বিক পরিধি অঞ্চলগুলোতে একটি নতুন 'ধ্বংসাত্মক অঞ্চল' তৈরি করা হচ্ছে। এই গতিশীলতার বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে। যেমন, বৈদ্যুতিক গাড়ির জন্য উচ্চ প্রযুক্তির ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য কোবাল্ট এবং লিথিয়াম নিষ্কাশন লাতিন আমেরিকা এবং নর্থ আমেরিকার তথাকথিত লিথিয়াম ত্রিভুজকে অতি নির্মমভাবে প্রভাবিত করে।

>>

এছাড়া বালসা কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদা, ইকুয়েডরীয় আমাজনে প্রাচুর্য্য, চীন এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর দাবিকৃত বায়ু টারবাইন নির্মাণের জন্য জনবসতি, ভূমণ্ডল এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করা, সৌর প্যানেল এবং হাইড্রোজেন অবকাঠামোর জন্য হাতে নেয়া মেগা প্রকল্প ভূমি দখলদারিত্বের প্রবণতা আরও বাড়িয়ে দেয়।

এই প্রক্রিয়া পরিবেশ আন্দোলন এবং সমালোচনামূলক বৃত্তিতে 'জোড়পূর্বক সবুজ খনিজ আহরণ' বা 'খনিজ উপনিবেশবাদ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। সবুজ জ্বালানি রূপান্তরের জন্য পুঁজিবাদী খনিজ আহরণ এবং অধিকৃত কাঁচামাল, প্রাকৃতিক পণ্য এবং শ্রমের বরাদ্দের একটি নব দিগন্ত যা গ্লোবাল সাউথের জন্য অধিক গ্রহণযোগ্য (যদিও একচেটিয়াভাবে নয়)। খনিজ উপনিবেশিকতা হলো একটি নতুন পুঁজিবাদী ঐক্যমতের কেন্দ্রবিন্দু যাকে আমরা জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করব।

> জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত কী?

জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত হলো একটি নতুন বৈশ্বিক চুক্তি যা একটি জীবাশ্ম জ্বালানি ভিত্তিক শক্তি ব্যবস্থা থেকে 'নবায়নযোগ্য' শক্তির উপর ভিত্তি করে কার্বনমুক্ত (বা কম কার্বন) ব্যবস্থায় স্থানান্তরকে সমর্থন করে। এর মূল সুর হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করে খনিজ রূপান্তরকে উদ্দীপিত করা যা বিদ্যুতায়িত শক্তির ব্যবহার ও আধুনিকীকরণের ওপর ব্যাপকভাবে জোর দেয়। এই ঐক্যমতটি একটি স্বীকৃত সাধারণ লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে আসা পৃথিবীতে, জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ এবং জলবায়ু নিরপেক্ষতার বিরোধিতা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এক্ষেত্রে কী করা উচিৎ এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো তা কীভাবে করা হবে সেটা ভেবে দেখা।

এই আধিপত্যবাদী জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ লক্ষ্যগুলোর মধ্যে খনিজ ব্যবস্থার বিন্নীকরণ, প্রকৃতির তত্ত্বাবধান, বৈশ্বিক জলবায়ু ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অন্যান্য উদ্দীপক যেমন নব্য আর্থিক প্রণোদনাকে আকর্ষণ করা, কিছু কিছু দেশের শক্তি নির্ভরতা হ্রাস করা, বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করা বা বণিক সম্প্রদায়ের চিত্র উন্নত করার মতো বিষয়গুলো জড়িত। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণকে সামাজিক বিপাকীয় বৃত্তান্ত পরিবর্তনের একটি বৃহত্তর প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে দেখা হয় না (এর উৎপাদন ধরন, ব্যবহার, পণ্যের সঞ্চালন এবং বর্জ্য উৎপাদন)। তবে এটি স্বনিঃশেষ। যদিও জলবায়ুজনিত জরুরি অবস্থার ভয়াবহতা এখন লক্ষণীয় তবুও বর্তমান নীতি নির্ধারণ সেই অনুযায়ী কেবল অপর্যাপ্ত নয় বরং এগুলোর বহুবিধ নেতিবাচক প্রভাবও লক্ষণীয়। ফলস্বরূপ, প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ তীব্র হচ্ছে এবং অনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির আদর্শ বজায় রাখা হচ্ছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তিগত সম্ভাবনা এবং উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে। একই সাথে এটি 'সবুজ বাণিজ্য', 'জলবায়ু অর্থায়ন', 'প্রকৃতি নির্ভর সমাধান', 'জোরপূর্বক পরিবেশ বান্ধব খনিজ উত্তোলন', 'কার্বন বাজার' এবং বিভিন্ন ধরনের দূরদর্শী বিনিয়োগের পক্ষে কথা বলে। সংক্ষেপে বলা যায়, এটি এক ধরনের রূপান্তর যা মৌলিক বাণিজ্য এবং একটি উন্নত ডিজিটাইজড ইন্টারফেসের উপর ভিত্তি করে নতুন পণ্য এবং সামাজিক ও আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণের অত্যাধুনিক রূপ তৈরি করে।

টেকসই ভিত্তিক অলঙ্কারশাস্ত্রের আরেকটি সূত্র হচ্ছে, গ্লোবাল সাউথের পরিবেশগত দখলের একটি নতুন উদীয়মান পর্যায় যা লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সংবেদনশীল প্রাণির জীবনকে প্রভাবিত করছে, জীববৈচিত্রের ক্ষতি করছে এবং পরিশেষে কৌশলগতভাবে বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস করছে। গ্লোবাল সাউথকে আরও একবার অনুমিতভাবে অনিঃশেষ সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে দেখানো হচ্ছে; যেখান থেকে গ্লোবাল নর্থের জ্বালানি রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ জোড়পূর্বক আহরণ করা হয়, সেইসাথে গ্লোবাল সাউথ নতুন 'শিল্প বিপ্লব'এর ফলে উৎপাদিত বর্জ্য এবং দূষণের জন্য একটি অনিবার্য গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

> সবুজ উপনিবেশবাদ এবং দ্বৈত বন্ধন

বাস্তুগত সাম্রাজ্যবাদ এবং সবুজ উপনিবেশবাদের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণকে চিহ্নিত করা হয়। এটি কেবল অনুশীলনকেই নয়, একটি নব্য-ঔপনিবেশিক (হবড়-পড়ষড়হরধষ) বাস্তুতান্ত্রিক কল্পনাকেও গতিশীল করে। উদাহরণস্বরূপ, সরকার এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রায়শই সাম্রাজ্যবাদী ভূ-রাজনীতির মতো 'শূন্যস্থান' ধারণাটি ব্যবহার করে। যদিও অতীতে এই ধারণাটি, রেজেলিয়ানের 'বসবাসের স্থান' (Lebensraum)-এর ধারণার সমর্থক, পরিবেশ হত্যা এবং আদিবাসী নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হত্যা–যা পরবর্তীতে এসব এলাকার 'উন্নয়ন' এবং 'উপনিবেশকরণ' নীতির প্রচারে কাজ করে–আজ এটি 'সবুজ' শক্তিতে বিনিয়োগের জন্য আঞ্চলিক সম্প্রসারণবাদের অনুমোদনে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত স্বল্প জনবহুল গ্রামাঞ্চলে জমির বিশাল অংশকে বায়ুকল বা হাইড্রোজেন চুল্লি ব্যাবহারের জন্য উপযুক্ত 'শূন্য স্থান' হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পরিবর্তনের এই ভূ-রাজনৈতিক কর্পোরেট চিন্তাগুলো ঔপনিবেশিক সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি করে যা কেবল বাইরে থেকে উত্তর থেকে দক্ষিণে কিছু চাপিয়ে দেওয়া হিসাবে দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে, যা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা হলো এক ধরনের 'অভ্যন্তরীণ সবুজ উপনিবেশবাদ' যা ঔপনিবেশিক জোট এবং দেশিয় অভিজাত এবং বৈশ্বিক অভিজাতদের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে সবুজ খনিজ আহরণ প্রবণতা অগ্রগতির সম্ভাবনার শর্ত তৈরি করে। আমাদের এটাও স্বীকার করতে হবে যে, 'সবুজ রূপান্তর' নামে কার্বন নিঃসরণের ঐক্যমত গ্লোবাল নর্থের অঞ্চলগুলোতেও চাপ সৃষ্টি করে। তবুও, এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলোর প্রভাব এবং মাত্রা বিশ্বায়িত পরিধি থেকে অনেকটাই আলাদা।

উপরন্তু, সাময়িকতার দরুণ এবং যেভাবে বিকার্বনায়ন ঐক্যমত বাস্তবায়িত হয় তা এর প্রবর্তকদের মধ্যেও কিছুটা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। সিজোফ্রেনিক আচরণ এবং নীতিমালা কিংবা দ্বৈত বন্ধন যা গ্রেগরি বেটসনের শব্দটি ব্যবহার করার জন্য দ্বৈত সভ্যতার বহুবিধ সংকটের লক্ষণ বলে মনে হয় (বিস্তারিত জানতে তার '*স্টেপ টু অ্যান ইকোলজি অফ মাইন্ড*' বইটি দেখুন)। এমন অনেক মানুষ আছেন যারা জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পরেও প্রতিটি ফোঁটা তেল উত্তোলনের মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার চেষ্টা করেন। যেমনটি অনেক জীবাশ্ম জ্বালানি সংস্থা এবং তাদের সরকারের তদবিরের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের একটি ঘোষণা উল্লেখ করা যায়। তিনি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে উইলো প্রকল্প অনুমোদন করেছিলেন যা আলাস্কান আর্কটিকের তেল সীমান্তের সম্প্রসারণকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখায়। কিন্তু এ প্রকল্পের ফলে একটি অত্যন্ত নাজুক বাস্তুতন্ত্র যেখানে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে ইতিমধ্যে বরফ গলে যাওয়া শুরু হয়েছে, সেটি আরও বিপন্ন হয়। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২০২২ সালের মাঝামাঝিতে ইউরোপীয় সবুজ চুক্তি সম্প্রসারণের চেষ্টা করার সময় কয়লার ব্যবহারে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এসময় তারা ইউক্রেনের যুদ্ধের কারণে বর্ধিত শক্তি সংকটকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে।

ব্রাজিলিয়ান গবেষক ক্যামিলা মোরেনো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে *কার্বন মেট্রিক* হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কার্বন মেট্রিক হলো কেবল কার্বন ডাই অক্সাইড অণুর উপস্থিতির উপর ভিত্তি করে কার্বন পরিমাপের একটি সীমিত উপায় যা মুদ্রা সরবরাহের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিনিময়ের জন্য একটি ক্ষেত্র তৈরি করে এবং একইসাথে পরিবেশগত অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে কিছু করা হচ্ছে এমন একটি বিভ্রম সৃষ্টি করে। এইভাবে, অন্তর্নিহিত সমস্যাটি ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং আমরা কেবল দূষণ কার্যই চালিয়ে যাচ্ছি না বরং দূষণ এখন নিজেই ব্যবসার জন্য একটি নতুন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে (ঃযৎড়ঁময, ভড়ৎ বীধসঢ়ষব, বসরংংরড়হং ড়ভভংবঃ ঃৎধফরহম)। পৃথিবীর প্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত সীমা উপেক্ষীত হয়ে আসছে, কার্বন গতিশীলতা মডেল এবং ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত লিথিয়াম বা খনিজ পদার্থগুলোর কোনো পরিমাণই এর প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট

>>

হবে না।

অতএব, রূপান্তরকে কেবল শক্তির ম্যাট্রিক্সের পরিবর্তনে হ্রাস করা যাবে না বরং এটি একটি অস্থিতিশীল মডেলের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে। একটি স্বল্প-পরিসরের কর্পোরেট শক্তি স্থানান্তর প্রস্তাব করার মাধ্যমে জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমতের আধিপত্য বিকাশের ধারা বজায় রাখে এবং বর্তমান জীবনধারা এবং ব্যবহার সংরক্ষণের জন্য বিপাকীয় ত্রুটিকে ত্বরান্বিত করে। বিশেষ করে, উত্তরের দেশগুলোতে এবং বিশ্ব অর্থনীতির সবচেয়ে ধনী ক্ষেত্রগুলোতে এর প্রবণতা আরও বেশি। জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত দ্বারা প্রচারিত জীবাশ্ম পরবর্তী যুগের যুক্তিমতে, এইভাবে একটি কর্পোরেট, প্রযুক্তিগত, নব্য-ঔপনিবেশিক এবং অস্থিতিশীল উত্তরণের দিকে নিয়ে যায়।

> পূর্ববর্তী পুঁজিবাদী ঐক্যমতের সাথে ধারাবাহিকতা : অনিবার্যতা, কর্পোরেট ফাঁদ এবং জোড়পূর্বক খনিজ আহরণ

আসুন সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বিকার্বনায়ন ঐক্যমতের দিকে নজর দেওয়া যাক। আমরা পূর্ববর্তী পুঁজিবাদী ঐক্যমত যেমন ওয়াশিংটন ঐক্যমত, *ভোগ্য পণ্যের ঐক্যমতের* সাথে এর ধারাবাহিকতা দেখতে পাই। এক্ষেত্রে, প্রথম আলোচনাটি হলো অনিবার্যতার আলোচনা–যেখানে বলা হয়েছে যে, এই ঐক্যমতের আসলে কোনো বিকল্প নেই। ভোগ্য পণ্যের ঐক্যমত মূলত এই ধারণার উপর নির্মিত হয়েছিল যে, অন্যান্য বিকল্পের সম্ভাবনা বন্ধ করার লক্ষ্যে কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপি চাহিদার ফলে নিষ্কাশনবাদী গতিশীলতার অপরিবর্তনীয় প্রকৃতির বিষয়ে চুক্তি হয়েছিল। একইভাবে, আজকের এই জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলায় অন্য কোনো সম্ভাব্য রূপান্তর নেই এবং একমাত্র 'বাস্তবসম্মত' উপায় হলো কর্পোরেট রূপান্তর।

দ্বিতীয়ত, এই সমস্ত ঐক্যমত অ-গণতান্ত্রিক নেতাদের (বড় কর্পোরেশন, আর্থিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা) হাতে ক্ষমতার একটি বড় কেন্দ্রীকরণকে বোঝায় যার ফলে গণতান্ত্রিক শাসনের যেকোনো সম্ভাবনাকে দুর্বল করে দেওয়া হয়, এমনকি আরও বেশি করে 'পরিবর্তন'-এর জন্য উৎসাহিত করা হয়। এই প্রবণতার দুটি প্রভাব রয়েছে। একদিকে, আমরা প্রশাসনিক স্থানগুলোর কর্পোরেট দখলদারিত্ব দেখতে পাচ্ছি; এক্ষেত্রে, কনফারেন্স অফ পার্টিজ (সিওপি)-এর মতো ক্ষেত্রগুলোর জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসাবে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি বহুপাক্ষিক ফোরাম হওয়া উচিত। অন্যদিকে, এই ধরনের স্থানগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে সবুজ পুঁজিবাদের একটি ব্যবসায়িক মেলায় পরিণত হচ্ছে যা উত্তর ও দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে শক্তির সম্পর্ক বজায় রাখে।

তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী সীমান্তের সম্প্রসারণের জন্য ক্রমাগত অনুসন্ধানের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, আহরণ এবং রপ্তানির লক্ষ্যে মেগা-প্রকল্প প্রচার করা। এই লক্ষ্যে, সর্বোচ্চ কর্পোরেট মুনাফা নিশ্চিত করে এমন নিয়ন্ত্রক এবং আইনি ভিত্তিসহ পুঁজির জন্য 'আইনি নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার একটি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) যে নতুন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে তাতে খনিজ এবং কাঁচামালের অধ্যায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে খনিজ রূপান্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোর প্রবেশ নিশ্চিত করা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণের এই প্রেক্ষাপটে, ইইউ সম্প্রতি একটি সমালোচনামূলক খসরা রেগুলেশন (সিআরএমআর) জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করেছে যা স্পষ্টতই ইইউ-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের নিরাপদ এবং টেকসই সরবরাহ নিশ্চিত করার ব্যাপারে জোর দেয়। যাই হোক, একটি *সোমো প্রতিবেদনে* ব্যাখ্যা করা হয়েছে, প্রস্তাবিত ইইউ কৌশল মানবাধিকার এবং পরিবেশের জন্য ব্যাপক ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলবে, অংশীদার দেশগুলোতে অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে ক্ষুণ্ন করবে এবং সম্পদশালী দেশগুলোর অস্থিতিশীল ভোগবাদকে আরও শক্তিশালী করবে। এর ফলে, ইউরোপের জন্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সমূহের টেকসই সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

> নতুন বৈশিষ্ট্য : আন্তঃসাম্রাজ্য প্রতিযোগিতা, খনিজ নিরাপত্তা এবং জলবায়ু উপনিবেশবাদ

ধারাবাহিকতার এই পর্যায়গুলোর বাইরেও কিছু নতুনত্ব রয়েছে। বিকার্বনায়ন ঐক্যমত্যের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হলো আন্তঃসাম্রাজ্য প্রতিযোগিতা দ্বারা চিহ্নিত বহুমুখি বিশ্বে নব্য-ঔপনিবেশিক সম্পর্কের জটিলতা। অপ্রতুল খনিজসমূহের অপর্যাপ্ততা যে সরাসরি প্রবেশাধিকার চাইছে তা কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিষয়টি এমন নয়। অন্যদিকে, এসব অপ্রতুল খনিজের উপর দখল থাকা সত্ত্বেও, চীন গ্লোবাল সাউথে খুব ভাল অবস্থানে রয়েছে এবং প্রায় দুই দশক ধরে কৌশলগত খনিজ আহরণ খাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করে চলেছে যাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের থেকে ভিন্ন এক ধরনের সম্পর্ক বজায় রেখে।

লাতিন আমেরিকান এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে চীন যে নতুন নির্ভরতা তৈরি করছে তার একটি বিশেষত্ব হলো এটি তাদের প্রায় সকলের সাথে শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক অংশীদার। যদিও এর বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী এবং বিভিন্ন খাতে (কৃষি, ব্যবসা, খনি, তেল, বা নিষ্কাশন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত অবকাঠামো), প্রযুক্তি স্থানান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে, সবুজ খনিজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে এটি অত্যাধুনিক চীনা প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রবণতাকে বোঝায় যা কখনও কখনও চীনা শ্রমকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একটি আন্তঃসাম্রাজ্য বিডিং সম্পন্ন হয়েছে। যদিও এই বিষয়গুলো রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিবৃতিতে অনুপস্থিত বলে মনে হচ্ছে তবুও বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে দক্ষিণাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লরা রিচার্ডসন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে দক্ষিণ আমেরিকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত আগ্রহ রয়েছে (অন্য কিছুর তুলনায় পানি, তেল এবং লিথিয়ামের ক্ষেত্রে বেশি)। পরিশেষে, এটাও বলা যায় যে, রাশিয়া একটি বহুমুখি বিশ্বে একটি আধিপত্যবাদী শক্তি হিসেবে, শক্তি রূপান্তর নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে উপরোক্ত শক্তিগুলোর নাগালের অনেক বাইরে।

এই তিনটি ঐক্যমতের মধ্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো রাষ্ট্রের ভূমিকা। আমরা জানি যে, সবথেকে কম সংখ্যক রাষ্ট্র ওয়াশিংটনের ঐক্যমতকে সমর্থন করেছিল। একইভাবে, পণ্যের ঐক্যমত একটি মাঝারি নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র দ্বারা সমর্থিত হয়েছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক মূলধনের সাথে ঘনিষ্ঠ জোটে। ফলস্বরূপ, জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত একটি নতুন ধরনের নব্য-স্থিতিশীলতার উদ্ভবের সূচনা করে বলে মনে হয়। কিছু ক্ষেত্রে একটি ইকো-কর্পোরেট রাষ্ট্রের কাছাকাছি-যা সরকারি-বেসরকারি তহবিলের প্রচার এবং প্রকৃতির আর্থিককরণের সাথে সবুজ রূপান্তরকে একত্রিত করে। সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্র দ্বারা চালিত সবুজ রূপান্তরগুলো বেসরকারি স্বার্থে সরকারি খাতের জমা দেওয়ার গতিশীলতায় কর্পোরেট রূপান্তরগুলোর সাথে যোগাযোগ, সুবিধা এবং একীভূত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। যাই হোক, তীব্র প্রতিবাদ চক্রের কিছু ক্ষেত্রে, রাজ্যটি পরিবেশ-সামাজিক রূপান্তরকে উৎসাহিত করে আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে যা বিকেন্দ্রীকরণ এবং কর্পোরেট শক্তির ক্ষমতা বন্টনকে উৎসাহিত করে।

একইভাবে, যদিও পণ্যের ঐক্যমত এবং জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমতের একটি খনিজ আহরণের যুক্তি রয়েছে। তবে প্রয়োজনীয় পণ্য এবং খনিজগুলোর পরিসীমা বিস্তৃত হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে, এগুলো মূলত খাদ্য পণ্য, হাইড্রোকার্বন এবং খনিজ যেমন তামা, সোনা, রৌপ্য, টিন, বক্সাইট এবং দস্তা; অন্যদিকে, আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হলো শক্তি পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় তথাকথিত সমালোচনামূলক খনিজগুলোর উপর। যেমন লিথিয়াম, কোবাল্ট, গ্রাফাইট এবং ইন্ডিয়াম, অন্যদের মধ্যে, পাশাপাশি বিরল মৃত্তিকা। উভয় ক্ষেত্রেই, কাঁচামাল উত্তোলন ও রপ্তানি পরিবেশগত ধ্বংস এবং নির্ভরতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটায়। যাই হোক, একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা পূর্ববর্তী খনিজ আহরণ থেকে সবুজ খনিজ আহরণ প্রবণতাকে আলাদা করে তা হলো এটিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত আলোচনা। কারণ এর সমর্থকরা দাবি করে যে, এটি টেকসই এবং জলবায়ু জরুরি অবস্থা মোকাবেলার একমাত্র

>>

সম্ভাব্য উপায়।

সংক্ষেপে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জলবায়ু এবং পরিবেশগত প্রশ্নের অর্থের পরিবর্তন বোঝা অপরিহার্য। ধ্রুপদী শত্রুদের বাইরেও, জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ ঐক্যমত আরও জটিল এবং পরিশীলিত কাঠামো হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে যা অতিসত্তর একটি সামাজিক আন্দোলন এবং বিকল্পের মাধ্যমে মোকাবেলা করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
ব্রেনো ব্রিঞ্জেল <brenobringel@iesp.uerj.br> / টুইটার : @brenobringel
এবং মেরিস্টেলা সাম্পা <maristellasvampa@gmail.com> / টুইটার : @SvampaM

অনুবাদ : মোছাঃ সুরাইয়া আক্তার

> উত্তর আফ্রিকায় জ্বালানির রূপান্তর:

উপনিবেশবাদ, ক্ষমতাচ্যুতি এবং বাজেয়াপ্তকরণ

হামজা হামুচেন, ট্রান্সন্যাশনাল ইনস্টিটিউট এবং আলজেরিয়া সলিডারিটি ক্যাম্পেইন, আলজেরিয়া

ওয়ারজাজেট সোলার পাওয়ার স্টেশন, মরক্কো। কৃতজ্ঞতাঃ আইস্টক, ২০২২

বিদ্যমান ক্ষমতাচ্যুতির অনুশীলন, নির্ভরতা এবং হ্যাজিমনি বজায় রাখতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির কিছু রূপান্তর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণকারীদের পক্ষে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে উত্তর আফ্রিকান অঞ্চলের দেশ মরোক্কো একটি আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। এ সকল উদাহরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, কীভাবে সবুজ উপনিবেশবাদ এবং গ্রীন গ্র্যাবিং দ্বারা জ্বালানি সাম্রাজ্যবাদ তৈরি হয়।

মরোক্ক ২০৩০ সালের মধ্যে তার বিদ্যমান জ্বালানিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ শতকরা ৫২ ভাগ করার লক্ষ্য হাতে নিয়েছে যা অবশ্যই প্রশংসনীয়। তবুও সমালোচনামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে দেখাতে হবে, যে রূপান্তর আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা কোনো সাধারণ রূপান্তর নয় বরং এটা একটি নির্দিষ্ট ধরনের রূপান্তর যা সমাজের নিঃস্ব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরও অবনতি না করে উপকার করে থাকে।

>>

মারাকেশে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২২) এর ঠিক আগে, ২০১৬ সালে ওয়ার জাজেট সৌর প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। এটি বিশ্বের বৃহত্তম সৌর প্রকল্প হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল এবং মরক্কোর রাজতন্ত্রকে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার গভীরতায় প্রবেশ করলে ভিন্ন চিত্র প্রকাশ পায়। প্রথমত, প্রকল্পটি আমাজিঘ সম্প্রদায়ের কৃষিজীবী ও মেষ পালকদের জমিতে (৩,০০০ হেক্টর) তাদের অনুমোদন বা সম্মতি ছাড়াই স্থাপন করা হয়েছিল; যা একটি কথিত সবুজ এজেন্ডা (সবু-জায়ন করন) (একটি 'সবুজায়নের মাধ্যমে দখল') এর জন্য জমি দখলকে বৈধতা দান করে। দ্বিতীয়ত, এই মেগা প্রকল্পটি ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং বিশ্বব্যাংক, ইউরোপীয় বিনিয়োগ ব্যাংক এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশাল ঋণ চুক্তির মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। এই ঋণটি (আনাদায়ে) মরোক্কান সরকারের (কর্তৃক পরিশোধিত হবে) দ্বারা সমর্থিত, যার সম্ভাব্য অর্থ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত চাপে থাকা দেশের জন্য আরও ঋণের বোঝায় পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রকল্পটি ততটা সবুজায়ন নির্ভর নয় যতটা দাবি করা হচ্ছে। ঘনীভূত সৌর শক্তি (সি এস পি) ব্যবহার করতে হলে প্যানেলগুলোকে ঠাণ্ডা এবং পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পানি ব্যবহার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ওয়ারজাজেটের মতো একটি অর্ধশুষ্ক অঞ্চলে পান করার এবং কৃষির জন্য ব্যবহৃত পানি সরিয়ে নেওয়াটা খুবই আপত্তিজনক।

মরক্কোর সৌরবিদ্যুৎ পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ হলো 'নূর মিডেল্ট' প্রকল্পটি এবং তার লক্ষ্য ওয়ারজাজেট প্রকল্পের চেয়ে বেশি জ্বালানী সরবরাহ করা। এটি একটি হাইব্রিড সিএসপি এবং ফটোভোলটাইক (পিভি) বিদ্যুৎ কেন্দ্র। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রথম পর্যায়ে ৮০০ মেগাওয়াট জ্বালানি উৎপন্ন করবে যার মাধ্যমে এটি হবে বিশ্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৌর প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি যা সিএসপি এবং পিভি প্রযুক্তিকে একত্রিত করে তৈরি করা। ২০১৯ সালের মে মাসে, ই ডি এফ রিনিউএবল (ফ্রান্স), মাসদার (ইউ এ ই) এবং গ্রীন অফ আফ্রিকা (মরক্কানদের সমষ্টি) একত্রিত হয়ে একটি নিলামে অংশগ্রহণ করে সফল হয় এবং মরোক্কান এজেন্সি (মাসেন) এর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ২৫ বছরের জন্যে এই সৌর প্রকল্পটি নির্মাণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পায়। প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংক, আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউরোপিয়ান ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ফ্রেঞ্চ ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং কেএফডব্লিউ থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ঋণের চুক্তি করেছে।

প্রকল্পটি ২০১৯ সালে শুরু হলেও এটি সম্পূর্ণ হবে ২০২৪ সালে। নূর মিডেল্ট সৌর প্রকল্পটি মিডেল্ট শহর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে মধ্য মরক্কোর হাউট মৌলুয়া মালভূমিতে ৪,১৪১ হেক্টর জায়গায় তৈরি করা হবে। তিনটি জাতিগত কৃষি সম্প্রদায় আইত ওফেল্লা, আইত রাহু ওউয়ালি এবং আইত মাসুদ ওউয়ালির থেকে মোট ২,৭১৪ হেক্টর জমি সাম্প্রদায়িক বা সম্মিলিত ভূমি হিসাবে অধিগ্রহণ করা হয়। একই সময়ে, প্রায় ১,৪২৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয় যা সম্প্রদায় দ্বারা বনভূমি ঘোষণা করা হয়েছিল। যাই হোক, জনস্বার্থে বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দিয়ে জাতীয় আইন ও প্রবিধানের অধীনে তার মালিকদের কাছ থেকে জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। প্রশাসনিক আদালতের রায় জানুয়ারী ২০১৭-এ মাসেন (গঅঝউঘ)-এর পক্ষে দিলেও বাজেয়াপ্তকরণ সিদ্ধান্তটি সর্বজনীনভাবে প্রকাশ করা হয় ২০১৭ সালের মার্চ মাসে।

> একটি পরিবেশগত উপনিবেশবাদের আখ্যান

চলমান পরিবেশগত উপনিবেশবাদের আখ্যানের মাধ্যমে জানা যায়, য জমিগুলো প্রান্তিক এবং অব্যবহৃত হিসাবে পড়ে আছে তা বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে এবং সবুজ জ্বালানিতে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ২০১৮ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় বিশ্বব্যংক জোর দিয়ে বলে যে 'বালুকাময় এবং শুষ্ক ভখণ্ডে শুধু ছোট ছোট ঝোপঝাড় জন্মায় এবং এ জমি পানির অভাবের জন্য কৃষি উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত নয়। ২০১০ এর দশকের গোড়ার দিকে ওয়ারজাজেট প্রকল্পটির প্রচার করার সময়ও এই ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন একজন ব্যক্তি বলেছিলেন,

'প্রকল্পের লোকেরা এটিকে একটি অব্যাবহৃত মরুভূমি হিসাবে আখ্যায়িত করে। তবে, এখানকার মানুষের কাছে এটি মরুভূমি নয়, এটি একটি চারণভূমি। এটা তাদের এলাকা এবং এই জমিতেই তাদের ভবিষ্যত । যখন আপনি আমার জমি নিচ্ছেন, তখন আপনি আমার অক্সিজেনও নিয়ে নিচ্ছেন।'

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে এখানে না থেমে আরও জোর দিয়ে বলে যে 'প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবিকার উপর কোনো প্রভাব ফেলবে না।' যাই হোক, মৌসুমী যাজক উপজাতি সিদি আয়াদ, যারা শতাব্দী ধরে পশু চরানোর জন্য জমি ব্যবহার করে আসছে, তারা এ কথার বিরোধিতা করে।

একজন তরুণ মেষ পালক হাসান এল গাজি ২০১৯ সালে মরক্কোর এটাক এর একজন কর্মীর কাছে ঘোষণা করে যে, 'আমাদের পেশা হলো পশুপালন, এবং এই প্রকল্পটি আমাদের মেষ চরানোর জমি দখল করে নিয়েছে। তারা প্রকল্পে বিদেশিদের নিয়োগ দেয় কিন্তু আমাদের নিয়োগ দেয় না। আমরা যে জমিতে থাকি তা দখল হয়ে গেছে। আমাদের তৈরি বাড়িগুলো তারা ধ্বংস করে ফেলেছে। আমরা নির্যাতিত হচ্ছি এবং সিদি আয়াদ অঞ্চল নিপীড়িত হচ্ছে। এর সন্তানরা নির্যাতিত এবং এই বাচ্চাদের ও আমাদের পূর্বপুরুষদের অধিকার হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিরক্ষর। যারা জানি না কীভাবে লিখতে ও পড়তে হয়। আপনি যে বাচ্চাদের দেখছেন তারা কখনও স্কুলে যায়নি, রাস্তা-ঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পরিশেষে, আমরা তাদের কাছে অদৃশ্য এবং আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। আমরা কর্মকর্তাদের আমাদের পরিস্থিতি এবং আমাদের অঞ্চলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। এই ধরনের নীতিতে আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই এবং এরচাইতে মরে যাওয়াই ভালো।'

> প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ

সিদি আয়াদের জনগণ ২০১৭ সাল থেকে দখল, দুর্দশা, অনুন্নয়ন এবং সামাজিক অবিচারের এই প্রেক্ষাপট নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিবাদের মাধ্যমে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করছে। ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে, তাঁরা খোলা আকাশের নিচে অবস্থান কর্মসূচি নিয়েছিল, যার ফলে ক্ষুদ্র কৃষক ও বন শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্য সাইদ ওবা মিমুনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং বারো মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

আরেক ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী মোস্তফা আবু কবীর, যিনি সিদি আয়াদ উপজাতিদের সংগ্রামকে সমর্থন করে আসছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন যে কীভাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের অনুমোদন ছাড়াই জমিটি ঘিরে ফেলা হয়েছিল, যারা কয়েক দশক ধরে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা সহ্য করে আসছে। এটির মধ্যে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছিল এবং কাউকে ভেতরে যেতে দেওয়া হয়নি। তিনি মরক্কোর প্রদেশের মেগা-উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সঙ্গে সিদি আয়াদে নেওয়া অবাস্তব মৌলিক অবকাঠামোর তুলনা করেন। তারপর, তিনি অবরুদ্ধকরণ এবং সম্পদ দখলের আরেকটি ধরনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এই বিশাল প্রকল্পগুলোর জন্য ড্রা-তাফিলালেট অঞ্চলে জল সম্পদের ধ্বংস হচ্ছে (মিডেল্ট সোলার প্রকল্পটিতে নিকটবর্তী হাসান-২ নামক বাঁধ থেকে পানি নেয়া হবে)। কিন্তু স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো অভিযোগ করে যে, এর ফলে তারা মোটেও লাভবান হচ্ছেন না। এই চ্যালেঞ্জিং প্রেক্ষাপটে সম্পদ গুটি কয়েক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং ক্ষুদ্র পশুপালকরা অর্থনৈতিক ব্যাবস্থার বাহিরে চলে যাচ্ছে। এছাড়া গবাদি পশুদের পণ্যদ্রব্যে রূপান্তর এবং দীর্ঘস্থায়ী খড়ার সাথে সাথে এই মিডেল্ট সৌর প্রকল্পটি এই যাজক সম্প্রদায়ের জীবিকা হুমকির মুখে ফেলছে এবং তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

শুধু সিদি আয়াদ সম্প্রদায়ই এই প্রকল্পের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেনি।

>>

সোলালিয়াতে আন্দোলনের কিছু নারী দ্রা-তাফিলালেট অঞ্চলে তাদের জমি ব্যাবহারের অধিকার দাবি করেছেন এবং তাদের পৈতৃক জমিতে সৌর প্রকল্প তৈরির কারণে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। *'সোলালিয়াতে নারী'* বলতে মরক্কোর উপজাতি নারীদের বোঝায় যারা যৌথ জমিতে বসবাস করে। সোলালিয়াত নারী আন্দোলন ২০০০ দশকের গোড়ার দিকে শুরু হয়েছিল। তাদের সাম্প্রদায়ের ভূমির তীব্র পণ্যায়ন এবং বেসরকারিকরণের কারণে এ অন্দোলনের উত্থান ঘটেছিল। তাদের ভূমি বেসরকারিকরণ বা বিভাজন করার সময় আদিবাসী নারীরা তাদের সমান অধিকার এবং সমান অংশীদারিত্ব দাবি করেছিল। সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভয়ভীতি প্রদর্শন, গ্রেপ্তার এমনকি অবরোধ সত্ত্বেও, আন্দোলনটি দেশব্যাপি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নারীরা সমতা ও ন্যায়বিচারের পতাকাতলে সমাবেশ করেছিল।

এই সমস্ত উদ্বেগ এবং অবিচার সত্ত্বেও, প্রকল্পটি এগিয়ে চলেছে। প্রকল্পটি রাজতন্ত্রের দমনমূলক শাসন এবং এর প্রচারের মাধ্যমে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। আর্থ-সামাজিক-বাস্তুসংস্থানিক ব্যয়দূরীকরণের নামে এবং স্থান ও সময়ের মাধ্যমে স্থানচ্যুত করার যুক্তি পুঁজিবাদের ফলে তৈরি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণকারীদের এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের কোনো শেষ নেই।

> পশ্চিম সাহারায় সবুজ উপনিবেশবাদ এবং দখল

যখন মরক্কোর কিছু প্রকল্প, যেমন ওয়ারজাজেট সৌর প্রকল্প এবং নুর মিডেল্ট, কথিতভাবে পরিবেশগত উদ্দেশ্যে জমি এবং সম্পদের অধিগ্রহণ করে 'গ্রিন গ্র্যাবিং'ও হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে। তখন একইভাবে পশ্চিম সাহারায় নেয়া নবায়নযোগ্য (সৌর এবং বায়ু) প্রকল্পগুলোকেও যথাযথভাবে 'সবুজ উপনিবেশবাদ' হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ, সেখানে সাহারাউই থাকা সত্ত্বেও তাদের অধিকৃত ভূমিতেই এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির এই সবুজ যুগে সবুজ উপনিবেশবাদ বলতে লুটতরাজ ও দখলদারিত্ব একই সাথে পরস্পরের প্রতি অমানবিকতার বর্ধিত ধরনকে বোঝায় যা আর্থ-সামাজিক-বাস্তুসংস্থানের নামে প্রান্তিক দেশ ও জনগোষ্ঠীকে উৎখাতের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। বিভিন্ন শক্তির উৎস থেকে রূপান্তরের জন্য একই ব্যবস্থা চালু আছে। যেমন, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে নবায়নযগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর। বিশ্ব জ্বালানির অধিক মাত্রায় উৎপাদন ও ব্যয় একই ভাবে চলে আসছে এবং সেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো যা অসমতা, দারিদ্রতা এবং দখলদারিত্বের সৃষ্টি করে তা অধরা থেকে যাচ্ছে।

বর্তমানে, অধিকৃত পশ্চিম সাহারায় তিনটি কার্যকরী বায়ু খামার রয়েছে। বোজদৌরে চতুর্থ খামার নির্মাণাধীন অবস্থায় এবং বেশ কয়েকটি এখনও পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে। সম্মিলিতভাবে, এই বায়ু খামারগুলো ১০০০ মেগাওয়াট জ্বালানি শক্তি উৎপন্ন করতে সক্ষম। এই বায়ু খামারগুলো মরোক্কান রাজপরিবারের মালিকানাধীন বায়ু শক্তি কোম্পানি নরেভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বউক্রাতে মজুদকৃত *পশ্চিম সাহারার* অ-নবায়নযোগ্য ফসফেট যা মরোক্কোর রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ফসফেট কোম্পানি ওসিপি দখল করতে চায় তার প্রায় ৯৫ শতাংশ বায়ুকল দ্বারা উৎপন্ন। ২০১৩ সাল থেকে মোট ২২টি সিমেন্স উইন্ড টারবাইন ফোম, এল অউদ খামারে ৫০ মেগাওয়াট নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তি সরবরাহ করে আসছে।

২০১৬ সালের নভেম্বরে, জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনা কপ-২২ চলাকালে, সৌদি-আরবের এসিডাব্লিওএ এবং পাওয়ার মাসেন, ১৭০ মেগাওয়াট এর তিনটি জটিল ফটোভোলটাইক (পিভি) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি এবং পরিচালনা করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। এদের মধ্যে ১০০ মেগাওয়াটের দুইটি চলমান বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি মরক্কোর বাইরে অধিকৃত এল আইউন এবং বুজদৌর অঞ্চলে অবস্থিত। দাখলার কাছে এল আরগাউব অঞ্চলে তৃতীয় সৌর প্রকল্প তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদেশি পুঁজি এবং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই দখলকৃত ভূমিতে মরক্কোর বন্ধন গভীর করার মাধ্যমে এই নবায়নযোগ্য প্রকল্পগুলোর সুরক্ষা দেয়া হচ্ছে।

এই ধরনের প্রেক্ষাপটে,'পরিচ্ছন্নতা', 'চকচকে' এবং 'কার্বন নির্গমন হ্রাস'– এই শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজে বের করা ও পর্যবেক্ষণ করা এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি শক্তির দিকে রূপান্তরের বাস্তবিকতার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করা মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যা এই সকল প্রকল্পকে একত্রিত করে এবং এগুলোকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি করে। একইসাথে উল্লেখ করে যে, নবায়নযোগ্য জ্বালানির জন্য যেকোনো ধরনের উদ্যোগ সাদরেগ্রহণযোগ্য এবং জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে যেকোনো পরিবর্তন কষ্ট স্বীকারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে সেটা যেভাবেই নেওয়া হোক না কেন । এই তথ্যটি সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। আমাদের এটা স্পষ্টভাবে বলা দরকার যে, আমরা বর্তমানে যে জলবায়ু সংকটের সম্মুখীন হচ্ছি তার জন্য প্রতি সেকেন্ডে জীবাশ্ম জ্বালানির নির্গমন দায়ী নয় বরং তাদের পুঁজি তৈরির মেশিন হিসেবে ফুয়েলের অটেকসই ও ধ্বংসাত্মক ব্যাবহার দায়ী। সুতরাং, একটি সবুজায়ন এবং যথাযথ রূপান্তর অবশ্যই মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হতে হবে এবং আমাদের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে উপনিবেশমুক্ত করতে হবে। কারণ, তা আমাদের সামাজিক, পরিবেশগত বা এমনকি জৈবিক পর্যায়েও উদ্দেশ্যের জন্য যথাপোযুক্ত নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
হামজা হামুচেন: <hamza.hamouchene@gmail.com>
টুইটার:@BenToumert

অনুবাদ: রুমা পারভীন

> আফ্রিকায় সবুজ ও অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ

নিম্মো বাসসি, হেলথ অব মাদার আর্থ ফাউন্ডেশন, নাইজেরিয়া।

আফ্রিকায় খনন কাজ। কৃতজ্ঞতাঃ আইস্টক, আফ্রিকানওয়ে, ২০১২।

সবুজ উপনিবেশবাদ হচ্ছে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদের একটি সম্প্রসারিত ও একত্রীকৃত রূপ। এটি মূলত *গভীরভাবে গেঁড়ে বসা ঔপনিবেশিকতার* উপর নির্মিত ও সংযুক্ত; যে ঔপনিবেশিকতার ওপর আফ্রিকান নেতৃবৃন্দের আস্থা নিশ্চিত করা রয়েছে। যেমন, বিশ্ব ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিধিমালা। এই ধরনের নেতারা নিজেদের স্বার্থে তথাকথিত আন্তর্জাতিক বা বিদেশী মানদন্ডসমূহ সুচারুরূপে ব্যবহার করছেন। নিজেদের দুর্গ রক্ষা করার পাশাপাশি, উপনিবেশবাদ স্থানীয় অভিজাতদের কাছে প্রাকৃতিক উপকরণ এবং শ্রমের উদ্দেশ্য নগদ অর্থের বিনিময়ে বিদেশি অর্থনীতিতে ধাবিত হওয়ার ধারণা বিক্রি করেছিল। নব্য-উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই) চাওয়ার এই ধারাকে অব্যাহত রাখে, যা প্রাথমিকভাবে শ্রম এবং কাঁচামাল আহরণ করে এবং তাদের বৈদেশিক মুদ্রা দেয় যার মূল্যমান দূর থেকে নির্ধারণ করা হয়।

উপনিবেশগুলি কীভাবে এই বৈদেশিক মুদ্রার কানাগলিতে আটকা পড়েছিল তার উদাহরণ রোপণ কৃষিতে দেখা যায়, যেখানে খাদ্যের জন্য ফসল উৎপাদন

>>

থেকে সরে এসে নগদ অর্থের জন্য ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। উপনিবেশিক আমলের অর্থকরী ফসল চাষ দাসযুগের শোষণমূলক কৃষির ধারাটি অব্যাহত রাখে। বর্তমানে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা রপ্তানি ফসল উৎপাদন করে চলেছে, জমি দখলকে ট্রিগার করছে এবং কৃষকদের তাদের সম্প্রদায়ের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে বাধা দিচ্ছে। বিষয়গুলোকে আরও জটিল করতে, বিদেশি বাজারকে তুষ্ট করার পাশাপাশি, চাষাবাদ এবং মনোক্রপিং এখন মেশিন বা জৈব শক্তির জন্য জৈব জ্বালানি সরবরাহ করে। কৃষি, খনন, বা জীবাশ্ম জ্বালানী সেক্টরেই হোক না কেন, আফ্রিকান নেতারা প্রধানত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে যেখানে মূল্য নির্ধারণে তাদের কোন ভূমিকা নেই।

উপনিবেশবাদের দ্বারা নির্মিত কাঠামো এবং উত্তর-উপনিবেশিক যুগ নাটকীয়ভাবে আফ্রিকা মহাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক গতিশীলতাকে পরিবর্তন করেছে। আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঋন গ্রহণের বীজ বপণ করেছিলো উপনিবেশবাদ আর তাতে জল দিয়ে আরও পরিপুষ্ট করেছিলো বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মতো আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর কৌশলী নিয়ন্ত্রণ। ঋণ যা উন্নয়নমূলক কল্পনাকে পরিবর্তিত করার জন্য ও দেশগুলোকে চাপপ্রয়োগের মাধ্যমে লুণ্ঠনের পথ সুগম করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সরকারসমূহ বহিরাগত ঋণ প্রদানের জন্য, আমদানির প্রয়োজনীয়তা মেটাতে এবং ট্রান্সন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলিকে উদার অর্থনৈতিক অবস্থা প্রদান করতে, যার মধ্যে টাক্স বিরতি, শ্রম কোটা এবং তাদের লেনদেনে সমস্ত লাভ নিজেদের দেশে ফেরত দেওয়ার স্বাধীনতা থাকবে এ ব্যাপারে চাপ দেয়া হয়। তারা এই কর্পোরেশনগুলির সাথে অজাচারী অংশীদারিত্বেও জড়িত, যার ফলে তাদের কার্যকলাপ তদারকি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সরকারগুলোর অনিচ্ছা এবং কর্পোরেশনগুলোর ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে তাদের অপারগতা পরিবেশগত শোষণের দিকে পরিচালিত করে, যা ইতিমধ্যে কিছু এলাকাকে মৃত অবস্থায় পরিণত করেছে।

শোষণ করার পথকে আরও সুগম করতে মুক্ত বাণিজ্য বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরির করা হয়, যেগুলোকে ব্যতিক্রম ছিটমহল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল এর একটি শ্রেণি হলো রপ্তানি-প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, যা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তাদের সরকার শিল্প ও বাণিজ্যিক রপ্তানিকে উন্নীত করার জন্য স্থাপন করে। অনেক দেশ এই অঞ্চলগুলিকে বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার প্রাথমিক উদ্দীপক হিসাবে বিবেচনা করে। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট করে যে ৩৮টি আফ্রিকান দেশে ২০০ টিরও অধিক বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে। এটি আরও উল্লেখ করেছে যে কমপক্ষে ৫৬টি আরও জোন নির্মাণাধীন রয়েছে এবং অন্যান্যগুলি এখনও নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। *আফ্রিকায়* প্রায় ১,৫০,০০০ হেক্টর জমি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল -এর জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে, যেখানে কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন, এবং পরিষেবাগুলিতে বিনিয়োগের জন্য ২.৬ বিলিয়ন ইউ এস ডলারেরও বেশি সংগ্রহ করা হয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার মাধ্যমে নিষ্কাশনমূলক শাসনব্যবস্থা বিয়োজনের একটি উপসংহারবিহীন গল্প, মানুষ বা গ্রহের জন্য যা নামমাত্র মূল্যবান। নিখাদ স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার নীতি এবং স্বচ্ছতানীতিসমূহ কর্পোরেশনগুলিকে তাদের কার্যকলাপকে সবুজ পরিবেশবাদী হিসেবে প্রমাণ করতে এবং দূর্নীতিগ্রস্থ রাজনীতিবিদদের দ্বারা ময়লা পাচার করতে সহায়তা করে। ফ্রানজ ফানোঁ এমন দূর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁর ধ্রুপদী রচনা *"দ্য রেচড অফ দ্য আর্থ"*-এ উল্লেখ করেছেন যে, উপনিবেশবাদ প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ঘাটনে সন্তুষ্ট হয় যা রপ্তানির মাধ্যমে তাদের মাতৃভূমির শিল্পখাতের প্রয়োজন মেটায়, যার ফলে কলোনি রাষ্ট্রের গুটিকয়েক ক্ষেত্রসমূহ তুলনামূলক সম্পদশালী হয়। "কিন্তু উপনিবেশের বাকি অংশগুলি তার সেই অনুন্নয়ন এবং দারিদ্রের পথ অনুসরণ করে, কিংবা সর্বোপরী আরও গভীরভাবে এতে পর্যবাসিত হয়" (পৃষ্ঠা-১০৬)।

ফানোঁ দেখেছিলেন, কীভাবে উপনিবেশিক কাঠামো জাতিকে খণ্ডিত করে ফেলে এবং মন্ময়তাকে প্রশস্ত করে যা আফ্রিকান ঐক্য গড়ে তোলার প্রচেষ্টাকে খর্ব করে। ফানোঁ স্পষ্ট করেছেন যে কীভাবে অভিজাত রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নিজেদেরকে তাদের জাতির জন্য সুযোগের ন্যূনতম উৎপাদক এবং অগ্রগতির ইঞ্জিন হিসাবে দেখতে পায়। এটি ব্যাখ্যা করে কেন বর্তমান নেতৃবৃন্দ অবস্থান রক্ষায় এতটা আটকে আছেন যে রপ্তানি বা নগদ অর্থের জন্য জীবাশ্ম জ্বালানি এবং অন্যান্য খনিজ শোষণ করা একটি অধিকার যা আলোচনার উর্ধ্বে। এই ডাইনামিকটি আরও উল্লেখ করে যে ইকোসাইড অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে কারণ ডিম না ভেঙে অমলেট তৈরি করা যায় না।

ব্যাপক শোষণের জন্য উন্নয়নের পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক এবং আই এম এফ এর ভূমিকা হলো তারা তাদের কুখ্যাত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির মাধ্যমে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সহায়তা সহ সামাজিক পরিষেবাগুলির ডিফান্ডিং কার্যকর করার ক্ষেত্রে, উপনিবেশিক ম্যানিপুলেশন হিসেবে দাঁড়িয়েছে; যা সাধারণ জ্ঞানকে উপেক্ষা করছে, অগ্রগতি বিপরীত করছে, দারিদ্র্যতা প্রতিষ্ঠা করছে। একই সাথে নির্মিত অনুন্নয়ন এই প্রতিষ্ঠানগুলির অসুস্থ প্রভাবে দক্ষতা প্রদানের জন্য ইকো-সমাজবাদী এবং ঔপনিবেশিক বিরোধী লেন্স ব্যবহার করে ক্ষমতার অসমতার প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়।

> জীবাশ্মের জন্য হাতাহাতি

আফ্রিকান তেল এবং গ্যাসের কাড়াকাড়ির মধ্যে, নেতারা তাদের দেশগুলির জন্য শুধু দ্রুত-সম্পাদনশীল প্রকল্পগুলো থেকে লাভবান হওয়ার দিকেই বেশি মনযোগী। এতে যুক্তি দেখানো হয় যে, অধিক উৎপাদন তাদের জনগণের শক্তি সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলবে। যদিও এটি একটি বানোয়াট দাবি যেখানে কয়েক *দশকের খনিজ আহরণ* শুধু পরিবেশগত ধ্বংস এবং দারিদ্র্যতাই নিয়ে এসেছে।

উপনিবেশিক বাণিজ্যের উপর অটুট থাকা এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যাকে ভুডু অর্থনীতিও বলা যেতে পারে। এই ব্যবস্থায়, কাঁচামালের সামান্য উৎপাদন বা রূপান্তরের সাথে সাথেই নগদ অর্থ প্রবাহিত হয়। এই গতি-শীলতা ধারদেনা বা নির্ভরতার সংস্কৃতিকে আবদ্ধ করেছে যার ফলে আফ্রিকান দেশগুলি তাদের জাতীয় রাজস্বের জন্য বহুজাতিক দাতা সংস্থাগুলোর উপর নির্ভর করে। আশ্চর্যজনকভাবে, লিবিয়া, আলজেরিয়া, গ্যাবন, চাদ, অ্যাঙ্গোলা এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের জিডিপির কমপক্ষে ২০ শতাংশ আসে *তেলের আয়* থেকে। উপরন্তু , যদিও তেল ও গ্যাস থেকে আয় নাইজেরিয়ার প্রকৃত জি-ডিপির ৬ শতাংশ, কিন্তু তারা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ৯৫ শতাংশ এবং সরকারী রাজস্বের ৮০ শতাংশ হিসেব করে। আফ্রিকান ইউনিয়ন গ্রুপ অফ নেশনস ২০২২ সালে শর্ম-এল-শেখ-এ অনুষ্ঠিত কপ ২৭ জলবায়ু সমঝোতা ব্যবহার করে *জীবাশ্ম জ্বালানী উৎপাদন বৃদ্ধি* করে কীভাবে বিস্তৃত প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হওয়া যায় সে বিষয়ে গুরুত্তারোপ করেন, যেমনটি ধনী দেশগুলি করেছে বলে ধারণা করা হয়। তাদের যুক্তি হল, বণ্টন এবং বহিঃ-করণ প্রক্রিয়া পদ্ধতির সমালোচনামূলক পরীক্ষা, যা ধনী দেশগুলির জন্য এই সম্পদগুলি থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব করে তুলেছে।

আফ্রিকায় সম্পদ দখলের যে শেকড় বা মূল বিস্তৃত তা উপনিবেশিকতা থেকে বের করা সম্ভব না , কারণ এটি জবাবদিহিতার ভয় ছাড়াই দায়মুক্তির পথকে সুগম করে। লুণ্ঠন এবং দায়মুক্তি বেড়েছে, সেইসাথে প্রয়োজনে নৃশংসভাবে বল প্রয়োগ ও করা হয়। এর অর্থ এই দারায় যে, মহাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মানচিত্র এবং দ্বন্দ্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জাতীয় সেন-বাহিনী, বিশেষ নিরাপত্তা এজেন্ট এবং ভাড়াটেদের দ্বারা ও এই শোষণ সমর্থিত। মানব ও সম্মিলিত অধিকারকে উপেক্ষা করে আক্ষরিক অর্থে সাম-রিক ঢালের আড়ালে সম্পদ উত্তোলন করা হয়।

প্যাট্রিক বন্ড, একজন রাজনৈতিক বাস্তুশাস্ত্রবিদ, যিনি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মুখে জীবাশ্ম জ্বালানির জন্য ক্রমবর্ধমান চাপের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ফ্রান্স, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রুয়ান্ডার ভূমিকাকে যথাযথভাবে আলোকপাত করেছেন। "আফ্রিকাতে টোটালের বর্তমান যে কার্যক্রম তা সেই পুরানো

>>

প্যাটার্নকেই অনুসরণ করে: জীবাশ্ম জ্বালানী শোষণ এবং উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি, সরকার, সমাজ এবং পরিবেশের দুর্নীতি, যা ফরাসি রাষ্ট্রীয় শক্তি দ্বারা মদদপুষ্ট।" তার দাবির সমর্থন হিসাবে, তিনি বলেছেন যে: ইমানুয়েল ম্যাক্রন (ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি) ২০২১ সালে এটি স্পষ্ট করেছিলেন যখন তিনি রুয়ান্ডান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদের নেতৃত্বে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মোজাম্বিকে মোট ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের গ্যাস সম্পদ রক্ষা করার জন্য জোর দিয়েছিলেন। প্রিটোরিয়ার উপ-সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা ব্যাখ্যা করে যে, নতুন তেল কোম্পানি টাইকুনের সাথে টোটাল ২০১০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে বৃহৎ গ্যাসের মজুদ করতে এবং সিসমিক বিস্ফোরণের মাধ্যমে নতুন আমানতের সন্ধানের জন্য জোটবদ্ধ করাতে তাদের প্রতি তার একচ্ছত্র সমর্থন ছিল।

বন্ড আরও উল্লেখ করেন, ২০২১ সাল থেকে এই অক্ষ বরাবর জীবাশ্ম সাম্রাজ্যবাদ এবং উপ-সাম্রাজ্যবাদের পুনরুজ্জীবনের বিরুদ্ধে দুই ধরনের প্রতিরোধের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রথমত হিংসাত্মক সংঘাত, যা টোটালকে ফরাসি তেল ও গ্যাসের দানবে পরিণত করে; এবং দ্বিতীয়ত দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলরেখায় পরিবেশগত এবং সামাজিক আন্দোলন, যা সেই দেশের সরকারকে বিচলিত করে।

ফ্রান্স এমন একটি দেশ যেটি আফ্রিকার ফ্রাঙ্কোফোন দেশগুলির উপর কঠোর উপনিবেশিক দখল বজায় রাখছে, যা সত্যি আশ্চর্য্যের বিষয়। যদিও এটি তার অঞ্চলগুলিতে ফ্র্যাকিং এবং অপরিশোধিত তেল উত্তোলনকে বেআইনি করেছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর বিজ্ঞাপনগুলিকেও নিষিদ্ধ করেছে ; কিন্তু তার তেল এবং গ্যাস কোম্পানি টোটালএনার্জিস, কাবো ডেলগাডো মোজাম্বিকে উত্তোলন অব্যাহত রেখেছে, যেখান থেকে জীবাশ্ম গ্যাসের *প্রথম চালান* নেওয়া হয়েছিল যখন শারম এল শেখে কপ ২৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। প্রথম চালানের এ সময়টি এটিই ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে সহিংসতা আফ্রিকায় সম্পদ আহরণ বন্ধ করাতে পারে নি, কারণ সময়ের সাথে সাথে তারা তা করতেই থাকে। এটি লাইবেরিয়ার ব্লাড ডায়মন্ড ঘটনাবলি এবং কঙ্গোতে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চলমান অস্থিরতার ঘটনা দ্বারাও প্রতিফলিত হয়।

গ্যাস উত্তোলনের ক্ষেত্রে টোটাল হল কাবো ডেলগাডোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। জীবাশ্ম ব্যবসার জন্য নির্মিত অনশোর আফুঙ্গি এলএনজি পার্ক (যেখানে একটি এরোড্রোম এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এবং বন্দর সুবিধা রয়েছে) যার ৭০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে ৫৫০ টিরও বেশি পরিবারকে বাস্তুচ্যুত করা হয়। উপকূলীয় মাছ ধরা সম্প্রদায়গুলিকে একটি "পুনর্বাসন গ্রামে" স্থানান্তরিত করা হয়েছে (যা উপকূল হতে ১০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্বে), কার্যত তাদের সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং তাদের কৃষিজমি, মাছ ধরার জায়গা, সাধারণ জীবিকা, সংস্কৃতি এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু থেকে দূরে রাখে। কাবো ডেলগাডো আফ্রিকার *তি-নটি বৃহত্তম তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) প্রকল্প* স্থান যার মধ্যে মোজাম্বিক এলএনজি প্রকল্প (টোটাল, পূর্বে আনাদারকো হিসেবে পরিচিত ছিল) যার মূল্য ২০ বিলিয়ন ইউ এস ডলার, কোরাল এফএনএনজি প্রকল্প (ইএনআই এবং এক্সনমোবিল) যার মূল্য ৪.৭ বিলিয়ন ইউ এস ডলার, এবং রোভুমা এল এন জি প্রকল্প (এক্সনমোবিল,ইএনআই এবং সিএনপিসি) এর মূল্য ৩০ বিলিয়ন ইউ এস ডলার। কাবো ডেলগাডোই সম্ভবত উক্ত মহাদেশের বৃহত্তম কর্পোরেট সৃষ্ট বিপর্যয়ের অন্যতম স্থান ।

২০২২ সালের নভেম্বরে জাস্টিকা অ্যাম্বিয়েন্টাল মোজাম্বিকের ১০০ টিরও অধিক সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে মাপুটোতে কর্পোরেট দায়মুক্তির বিষয়ে একটি বৈঠকের আয়োজন করে। সভা চলাকালীন একজন সম্প্রদায়ের ব্যক্তি অত্যন্ত ব্যথিতকণ্ঠে ঘোষণা করেন : "আমাদের জন্য বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়ন আনেনি, তারা এনেছে অসম্মান।" "বহুজাতিক কর্পোরেশন"কে "ঔপনিবেশিকতা" দ্বারা প্রতিস্থাপন করুন তাহলে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠবে। বৈঠকে উপস্থিত আরেকজন প্রতিনিধি প্রশ্ন তুলে বলেন, তাদের জমি ধ্বংস করাকে কি উন্নয়ন বলা যায়? তারপর তিনি কাব্যিক ভঙ্গিমায় জিজ্ঞাসা করলেন, এটিই কি সেই উন্নয়ন যা আমরা চাই?"

ঔপনিবেশিকতা হোক সে কালো, নীল, বা সবুজ, কখনো সাধারণ মানুষকে আমলে নেয় না। গ্রহ ও গ্রহের মানুষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার অভাবেই এই অগ্রাহ্যের কারন। উপনিবেশিক এ খেলার মাধ্যমে সেই সকল এলাকা যেখানে টোটাল এবং তেল ও গ্যাস কোম্পানিগুলো কার্যক্রম চালাচ্ছে, সেখানে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভাজন তৈরি হচ্ছে যা এখন টোটাল এলাকা হিসেবে পরিচিত। ■

সরাসরি যোগাযোগ :
নিম্মো বাসসি<home@homef.org>
টুইটার:@NnimmoB

অনুবাদঃ আলমগীর কবির

> পরিবেশ-সামাজিক জ্বালানি রূপান্তরের

দক্ষিণ-দক্ষিণ ইশতেহার*

কৃতজ্ঞতাঃ দক্ষিণের পরিবেশ-সামাজিক এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তি

কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের দুই বছরেরও বেশি সময় পরে এবং বর্তমানে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিপর্যয়কর পরিণতির পাশাপাশি একটি 'নতুন স্বাভাবিক' অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। এই নতুন বৈশ্বিক স্থিতাবস্থা বিভিন্ন সংকটের অবনতি ঘটায় যার প্রতিফলন বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত, জৈব-চিকিৎসা এবং ভূ-রাজনৈতিক অঙ্গনে পরিলক্ষিত।

পরিবেশগত পতনের পদ্ধতি। দৈনন্দিন জীবন আরও যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। ভাল খাবার, বিশুদ্ধ পানি ও সাশ্রয়ী মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা দিন দিন আরও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আরও অনেক সরকার স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছে। ধনীরা দিন দিন আরো ধনী হয়ে উঠেছে এবং শক্তিশালীরা আরও শক্তিশালী হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত প্রযুক্তির ব্যবহার এই প্রবণতাগুলোকে কেবল ত্বরান্বিত করেছে।

এই অন্যায্য স্থিতাবস্থার চালিকাশক্তিগুলো যেমন পুঁজিবাদ, পিতৃতন্ত্র, উপনিবেশবাদ এবং বিভিন্নমৌলবাদ একটি খারাপ অবস্থার আরও অবনতি ঘটাচ্ছে। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই জরুরিভাবে পরিবেশ-সামাজিক রূপান্তর এবং রূপান্তরের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং একইসঙ্গে এমনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে যেন তা লিঙ্গ-ন্যায়সঙ্গত, পুনরুৎপাদনমূলক

>>

এবং জনপ্রিয় হয়।

> আমাদের সমস্যা উদ্ঘাটন

দক্ষিণের জনগণের ইশতেহার : পরিবেশ-সামাজিক জ্বালানি রূপান্তরের জন্য (Manifesto of Peoples of the South: For an Ecosocial Energy Transition)-তে আমরা মনে করি যে, গ্লোবাল সাউথের সমস্যাগুলো গ্লোবাল নর্থ এবং চীনের মতো উদীয়মান শক্তিগুলোর থেকে আলাদা। স্থায়ী ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের কারণে এই দুটি রাজ্যের মধ্যে শুধু ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা অব্যাহত রয়েছে তাই নয়, এটি একটি নব্য ঔপনিবেশিক জ্বালানি মডেলের কারণে আরও গভীর হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাসের প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদী কেন্দ্রগুলো প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও প্রান্তিক দেশগুলো থেকে সস্তা শ্রমের উপর নির্ভর করার জন্য জোরদার করেছে। সুপরিচিত আহরণের নমুনাটি এখনও রয়েছে শুধু তাই নয়, দক্ষিণের প্রতি উত্তরের পরিবেশগত ঋণও বাড়ছে।

নতুন যেটি সেটি হলো গ্লোবাল নর্থের 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তর' যা গ্লোবাল সাউথকে উচ্চ প্রযুক্তির ব্যাটারি, বায়ু টারবাইনগুলোর জন্য বালসা কাঠ, বৃহৎ সৌর প্যানেলগুলোর জন্য জমি এবং হাইড্রোজেন মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য নতুন অবকাঠামো উৎপাদনের জন্য প্রাকৃতিক উপায়ে কোবাল্ট ও লিথিয়াম উত্পাদনের প্রতি আরও বেশি চাপ দিয়েছে। ধনীদের এই জীবাশ্ম জ্বালানি হ্রাসকরণ, যা বাজার-ভিত্তিক, রপ্তানিমুখী এবং গ্লোবাল সাউথের পরিবেশগত অবক্ষয়ের একটি নতুন পর্যায়ের উপর নির্ভর করে। এটি অমানবিক জীবনের কথা উল্লেখ না করে লক্ষ লক্ষ মহিলা, পুরুষ এবং শিশুদের জীবনকে প্রভাবিত করে। এইভাবে গ্লোবাল নর্থের দেশগুলোর জন্য কথিত অসীম সম্পদের ঝুড়ি হিসেবে গ্লোবাল সাউথ আবারও ধ্বংসাত্মক অঞ্চলে পরিণত হয়েছে।

গ্লোবাল নর্থের জন্য অগ্রাধিকার হলো বৈশ্বিক সরবরাহ রীতি সুরক্ষিত করা। বিশেষ করে, গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালগুলো এবং চীনের মতো সুনির্দিষ্ট দেশগুলোকে একচেটিয়া প্রবেশাধিকার থেকে বিরত রাখা। উদাহরণস্বরূপ, জি-৭ বাণিজ্য মন্ত্রীরা সম্প্রতি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে পরিবেশগত পণ্য ও সেবার বাণিজ্যসহ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নীতি ও অর্থায়নের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোর জন্য একটি দায়িত্বশীল, টেকসই এবং স্বচ্ছ সরবরাহ রীতির পক্ষে ছিলেন। গ্লোবাল নর্থ তার সম্পদের চাহিদা মেটাতে গ্লোবাল সাউথের সাথে আরও বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তির জন্য জোর দিয়েছে। বিশেষ করে, 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তর'-এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই চুক্তিগুলো নকশা করা হয়েছে বিনিয়োগকারী-রাষ্ট্র বিরোধ নিষ্পত্তি (আইএসডিএস) প্রক্রিয়া অনুযায়ী রাষ্ট্রগুলোকে সম্ভাব্যভাবে আইনের অধীনে এনে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করা, কর্পোরেট ক্ষমতা এবং অধিকারগুলো রক্ষা করা ও বাড়ানোর জন্য। গ্লোবাল নর্থ এই চুক্তিগুলোকে 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি রূপান্তর' নিয়ন্ত্রণ করতে এবং একটি নতুন উপনিবেশবাদ তৈরি করতে ব্যবহার করে।

এদিকে উত্তরের সরকারগুলোকে সরবরাহের জন্য শিল্প ও বৃহৎ আকারের কৃষি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অর্থ ধার করতে করতে দক্ষিণের সরকারগুলো ঋণের ফাঁদে পড়েছে। এই ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারগুলো আরও সম্পদ আহরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে, বৈষম্যের একটি দুষ্ট চক্র তৈরি হয়েছে। আজ, উত্তরে উল্লেখযোগ্যভাবে খরচ না কমিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানি ছাড়িয়ে যাওয়ার অপরিহার্যতা কেবল এই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো শোষণের চাপ বাড়িয়েছে। তদুপরি, এটি যখন তার জ্বালানি রূপান্তরের সাথে এগিয়ে চলছে, তখন দক্ষিণের কাছে তার ঐতিহাসিক এবং ক্রমবর্ধমান পরিবেশগত ঋণ মোকাবেলা করার জন্য উত্তর তার দায়িত্বের প্রতি কেবল মাত্র মনোযোগ দিয়েছে।

জ্বালানি গর্ভে ছোটখাটো পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। সমগ্র জ্বালানি ব্যবস্থাকে অবশ্যই উৎপাদন ও বিতরণ থেকে ব্যবহার ও বর্জ্যে রূপান্তরিত করতে হবে। অভ্যন্তরীণ দহন গাড়ির জন্য বৈদ্যুতিক যানবাহন প্রতিস্থাপন অপর্যাপ্ত। কারণ, জ্বালানি খরচ কমানো এবং টেকসই বিকল্পগুলোর উন্নতির সাথে পুরো পরিবহন মডেলটি পরিবর্তন করা দরকার। সম্পর্কগুলো কেবল কেন্দ্র ও প্রান্তিক দেশগুলোর মধ্যে নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরেও অভিজাত ও সাধারণ জনগণের মধ্যে আরও ন্যায়সঙ্গত হতে হবে। গ্লোবাল সাউথের দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাতরা এই অন্যায্য ব্যবস্থায় সহযোগিতা করেছে উত্তোলন থেকে মুনাফা অর্জন করে, মানবাধিকার ও পরিবেশগত প্রতিরক্ষাকে দমন করে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্থায়ী করে। এই পরস্পরাবদ্ধ সংকটের সমাধানগুলো কেবল প্রযুক্তিগত হওয়ার পরিবর্তে সর্বোপরি রাজনৈতিক হয়েছে।

> গ্লোবাল সাউথের জন্য ন্যায়সঙ্গত রূপান্তর

গ্লোবাল সাউথের বিভিন্ন দেশের সক্রিয় কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠন হিসাবে আমরা বিশ্বের সমস্ত প্রান্ত থেকে পরিবর্তনকারী প্রতিনিধিদের একটি মৌলিক, গণতান্ত্রিক, লিঙ্গ-ন্যায়সঙ্গত, পুনরুৎপাদনমূলক এবং তৃণমূল পরিবেশ-সামাজিক রূপান্তরের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই যা জ্বালানি খাত এবং শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্র উভয়কেই রূপান্তরিত করে এবং বৃহৎ আকারের জ্বালানি যোগানগুলোর উপর নির্ভর করে। জলবায়ু ন্যায়বিচারের জন্য বিভিন্ন আন্দোলনের মতে, 'রূপান্তর অনিবার্য, কিন্তু ন্যায়বিচার নয়।'

একটি ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক রূপান্তর শুরু করার জন্য আমাদের এখনও সময় আছে। আমরা নব্যউদারনৈতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে এমন দিকে রূপান্তরিত হতে পারি যা জীবনকে টিকিয়ে রাখে; পরিবেশগত ন্যায়বিচারের সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারকে একত্রিত করে; একটি স্থিতিস্থাপক, সামগ্রিক সামাজিক নীতির সাথে সমতাবাদী এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে একত্রিত করে; এবং একটি স্বাস্থ্যকর গ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে। কিন্তু এটি করার জন্য আমাদের আরও রাজনৈতিক কল্পনা এবং অন্য সমাজের আরও নিখুঁত দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন যা সামাজিকভাবে ন্যায়সঙ্গত এবং আমাদের সাধারণ মানুষদের সম্মান করে।

জ্বালানি রূপান্তর একটি বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হওয়া উচিত যা জ্বালানি সম্পদ বিতরণে মৌলিক বৈষম্যকে মোকাবেলা করে এবং জ্বালানি গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বৃহৎ আকারের প্রতিষ্ঠানের উপর জোর দেওয়া উচিত। যেমন, কর্পোরেট কৃষি, বৃহৎ জ্বালানি কোম্পানি এবং বাজার-ভিত্তিক সমাধান। তা সত্ত্বেও, এটি অবশ্যই সুশীল সমাজ এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করতে হবে।

> আমাদের বিবৃতি

অতএব, আমরা নিম্নলিখিত আটটি দিকনির্দেশনা তুলে ধরছি :

১। আমরা সতর্ক করে দিচ্ছি যে গ্লোবাল নর্থ থেকে কর্পোরেট মেগা প্রকল্পগুলোর নেতৃত্বে এবং গ্লোবাল সাউথের অসংখ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত জ্বালানি রূপান্তরের সাথে গ্লোবাল সাউথ জুড়ে ধ্বংসাত্মক অঞ্চলগুলো প্রসারিত করা এবং ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার, পিতৃতন্ত্র এবং ঋণের ফাঁদের অবিচলতা জড়িত। জ্বালানি একটি মৌলিক ও অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার এবং জ্বালানি গণতন্ত্র আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত।

২। আমরা গ্লোবাল সাউথের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন 'প্রচ্ছন্ন রূপান্তরের' নামে নতুন ধরনের জ্বালানি উপনিবেশবাদের সাথে আসা মিথ্যা সমাধান প্রত্যাখ্যান করে। আমরা দক্ষিণের জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সমন্বয় অব্যাহত রাখার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট আহ্বান জানাচ্ছি। পাশাপাশি উত্তরের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোর সাথে কৌশলগত জোট অনুসরণ করছি।

৩। জলবায়ু সংকটের বিপর্যয় প্রশমিত করতে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও জনপ্রিয় পরিবেশ-সামাজিক রূপান্তরকে এগিয়ে নিতে আমরা পরিবেশগত ঋণ পরিশোধের দাবি জানাই। জলবায়ু সংকট এবং পরিবেশগত পতনের জন্য অসামঞ্জস্যপূর্ণ গ্লোবাল নর্থের দায়বদ্ধতার মুখে এর মানে হলো গ্লোবাল সাউথের জন্য কার্যকরভাবে একটি ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা। এই ব্যবস্থায় তহবিল ও উপযুক্ত প্রযুক্তির যথেষ্ট স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং

>>

গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোর জন্য সার্বভৌম ঋণ বাতিল বিবেচনা করা উচিত। খনন, বৃহৎ আকারের বাঁধ এবং নোংরা জ্বালানি প্রকল্পের কারণে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, ঝুঁকিপূর্ণগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও ক্ষতিসাধনের জন্য আমরা ক্ষতিপূরণ সমর্থন করি।

৪। আমরা সমুদ্রবর্তী প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে আমাদের দেশে হাইড্রোকার্বন সীমান্তের সম্প্রসারণ প্রত্যাখ্যান করি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদ্বেষপরায়ণ বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করি যা সম্প্রতি প্রাকৃতিক গ্যাস ও পারমাণবিক শক্তিকে 'পরিচ্ছন্ন জ্বালানি' হিসাবে ঘোষণা করেছিল। ২০০৭ সালে ইকুয়েডরের ইয়াসুনি পদক্ষেপে ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত এবং বর্তমানে অনেক সামাজিক খাত ও সংস্থার দ্বারা সমর্থিত হিসাবে, আমরা জীবাশ্ম জ্বালানিকে ভূগর্ভস্থ রেখে দেওয়া এবং বলপূর্বক আহরণ পরিত্যাগ করে জ্বালানি -পরবর্তী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও শ্রম পরিস্থিতি তৈরিকে সমর্থন করি।

৫। আমরা একইভাবে সৌর ও বায়ু খামারের জন্য জমি দখল, গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোর নির্বিচার খনন এবং নীল, সবুজ ও ধূসর হাইড্রোজেনের মতো প্রযুক্তিগত 'উদ্বেগ' উন্নয়নের নামে 'সবুজ উপনিবেশবাদ' প্রত্যাখ্যান করি। প্রতিবন্ধকতা, বর্জন, সহিংসতা, দখলদারিত্ব এবং ছাঁটাই অতীত ও বর্তমান উত্তর-দক্ষিণ জ্বালানি সম্পর্ককে চিহ্নিত করেছে এবং এগুলো পরিবেশ-সামাজিক রূপান্তরের যুগে গ্রহণযোগ্য নয়।

৬। আমরা পরিবেশ ও মানবাধিকার রক্ষাকারীদের, বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও নারীদের প্রকৃত সুরক্ষা দাবি করছি যারা বলপূর্বক খনিজ আহরণ প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৭। আমাদের মৌলিক লক্ষ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে বিকল্প, বিকেন্দ্রীভূত, সমানভাবে বিতরণকৃত নবায়ণযোগ্য জ্বালানি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলো ও গ্লোবাল নর্থের কিছু অংশে জ্বালানি দারিদ্র্য দূরীকরণ।

৮। আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির নিন্দা করি যা জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন রোধ করতে চাওয়া দেশগুলোকে শাস্তি দেয়। আমাদের অবশ্যই বহুজাতিক কর্পোরেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তির অবসান ঘটাতে হবে যা শেষ পর্যন্ত খনিজের জোড় পূর্বক নিষ্কাশনকে উৎসাহিত করে এবং নব্য উপনিবেশবাদকে শক্তিশালী করে।

আমাদের পরিবেশ-সামাজিক বিকল্প ব্যবস্থা অগণিত সংগ্রাম, কৌশল, প্রস্তাব এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। আমাদের ইশতেহার গ্লোবাল সাউথ জুড়ে আদিবাসীদের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অন্যান্য স্থানীয় সম্প্রদায়, নারী এবং যুবকদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এটি প্রকৃতির অধিকার নিয়ে কাজ করার দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেমন, বুয়েন ভিভির, ভিভির সাব্রোসো (vivir sabroso), সুমাক কাওসে (sumac kawsay), উবুন্তু (Ubuntu),স্বরাজ (swaraj),সাধারণ মানুষ, যত্নশীল অর্থনীতি, কৃষি পরিবেশ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, বলপূর্বক আহরণপরবর্তী, বহুত্ববাদ, স্বায়ত্তশাসন এবং জ্বালানি সার্বভৌমত্ব। সর্বোপরি, আমরা একটি মৌলিক, গণতান্ত্রিক, জনপ্রিয়, লিঙ্গ-ন্যায়সঙ্গত, পুনরুৎপাদনমূলক এবং বিস্তৃত পরিবেশ-সামাজিক রূপান্তরের আহ্বান জানাই।

দক্ষিণের পরিবেশ-সামাজিক এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই ইশতেহারটি একটি গতিশীল প্ল্যাটফর্ম প্রস্তাব করে যা আপনাকে সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্মিলিত সমাধান তৈরিতে সহায়তা করে রূপান্তরের জন্য আমাদের অভিন্ন সংগ্রামে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। ■

*দক্ষিণের জনগণের এই ইশতেহারটি গ্লোবাল সাউথের বিভিন্ন স্থান থেকে সক্রিয় কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠনগুলোর দ্বারা লিখিত একটি সম্মিলিত নিবন্ধ এবং এটি ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন মতামতের মধ্যে এক বছরের সংলাপের ফলাফল।

অনুবাদ : মাসুদুর রহমান

> কর্তৃত্ব (এবং কর্তৃত্ববাদ) এর একটি নতুন তত্ত্বের প্রয়োজন

কাঠিয়া আরৌজো, চিলির সান্তিয়াগো বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব গবেষণা কমিটি (আরসি ১৬)-এর সদস্য।

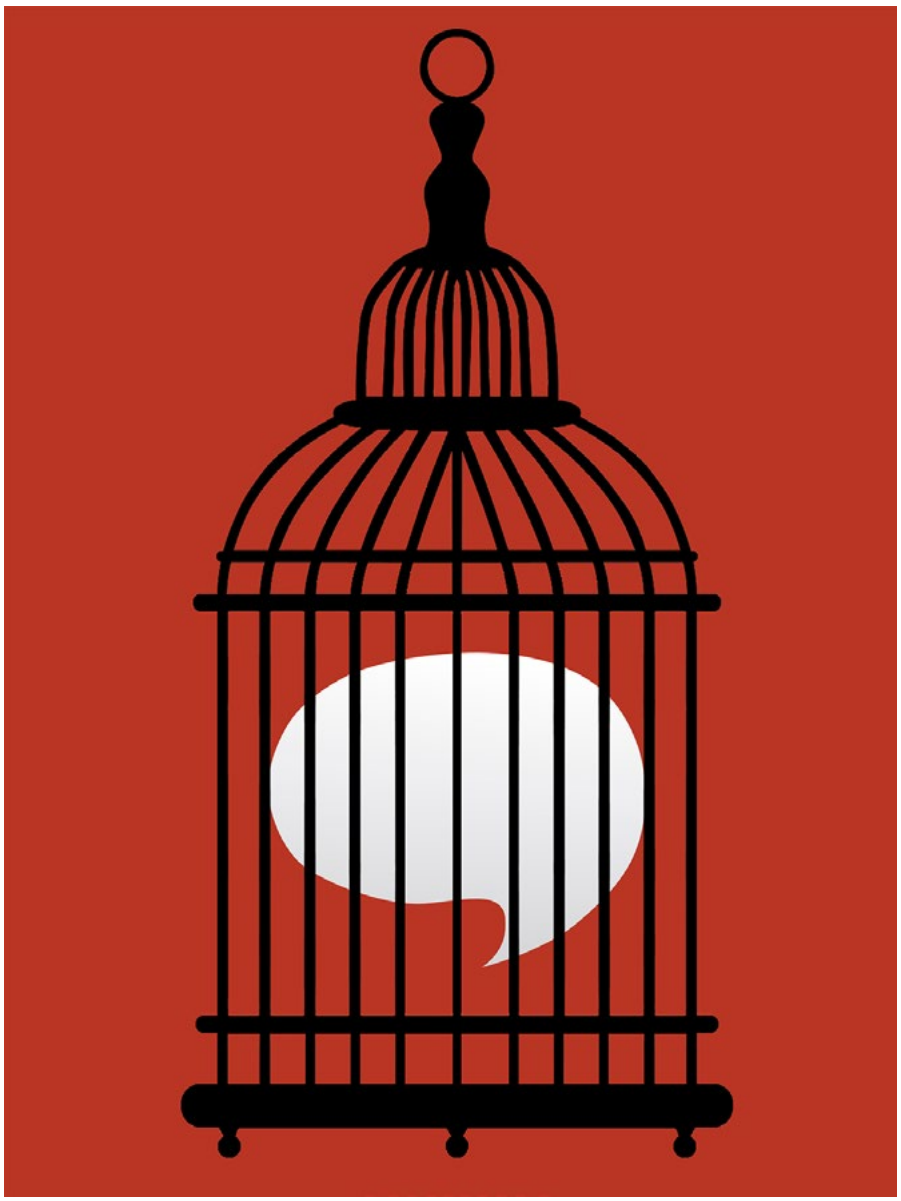

কৃতজ্ঞতাঃ ফ্রিপিক

কর্তৃত্ব এবং যেভাবে এটি ব্যবহার করা হয় তা একটি চলমান এবং অত্যন্ত জরুরি সমস্যা। এই সমস্যাটিকে ঘিরে উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে কর্তৃত্ববাদী শাসনের জন্য সামাজিক সমর্থন থেকে শুরু করে কর্তৃত্ববাদিতা, বিদ্যালয়ে কর্তৃত্ব প্রয়োগে শিক্ষকদের অসুবিধা বা শহুরে স্থানের ব্যবস্থাপনা, এমনকি পরিবারের মধ্যে টানাপোড়েন। বর্তমানে আমরা যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করছি তার যে গুরুত্ব ও ঝুঁকি রয়েছে সেগুলো নির্দেশ করে সমাজবিজ্ঞানে আরও সূক্ষ্মতার সাথে এই সমস্যাটি সমাধান করতে হবে। এবং এটি করতে হবে সঠিক পদ্ধতির মাধ্যমে। যাই হোক, কর্তৃত্ব প্রয়োগের উপর সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা এখন পর্যন্ত দুর্লভ ছিল। সর্বোপরি তাত্ত্বিক দিক থেকে বলা যায় যে কর্তৃত্বের ধারণার আরও নতুনত্ব প্রয়োজন।

কর্তৃত্বের প্রশ্নটি সামাজিক তত্ত্বের খুব প্রারম্ভিক মৌলিক বিষয় ও আগ্রহের জায়গা এবং কর্তৃত্ব নিয়ে গবেষণায় সবচেয়ে প্রভাবশালী লেখক ছিলেন ম্যাক্স ভেবার। বৈধতা বিশ্বাস করা কর্তৃত্বকে ধরে রাখে–এই ধারণার ভিত্তিতে ভেবার কর্তৃত্ব নিয়ে যা ব্যাখ্যা করেছিলেন সেটি সামাজিক তত্ত্ব ও গবেষণায় সবচেয়ে প্রভাবশালী হিসেবে অবস্থান করছে। যাই হোক, আমি এখানে আলোচনা করছি দুটি কারণে এই ধারণার আধিপত্য বজায় রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমত, বৈধতার মাধ্যমে কর্তৃত্বের ধারণাটি আমাদের আজকের সমাজের ঘটনাকে আংশিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, এটি শুধু নির্দিষ্ট সামাজিক বাস্তবতার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃত্বের একটি নির্দিষ্ট ঘটনার জন্য প্রযোজ্য হতে পারে।

দুটি কারণের প্রথমটি বিবেচনা করে আলোচনা শুরু করা যায়। বর্তমান

>>

সমাজকে অধ্যয়নের জন্য বৈধতার মাধ্যমে কর্তৃত্বের প্রসার। আমরা জানি, ভেবার মনে করতেন যে, কর্তৃত্বের প্রাণ হলো বৈধতার বিশ্বাস অর্থাৎ আদেশের সুপ্রতিষ্ঠিততা বা ক্ষমতা চর্চায় বিশ্বাস। বৈধতায় বিশ্বাস সম্মতিমূলক ক্ষমতা চর্চার অনুমতি দেয় যা এর স্থায়িত্ব ও স্থিরতা বোঝার জন্য জরুরি। একইভাবে শ্রেণিবিন্যাসকে সময়ের সাথে স্থিতিশীল ও তুলনামূলকভাবে স্থায়ী হিসাবে ব্যাখ্যা করে ভেবার তার কর্তৃত্ব ধারণার সজ্ঞায়ন করেছিলেন। তাই, তার তত্ত্বটি এমন এক ধরণের কর্তৃত্ব চর্চার জন্য দায়ী যা এখনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহ্য বা সাধারণভাবে ভাগাভাগি করা মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এই ধরনের কর্তৃত্ব চর্চার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন, ক) এটি স্থিতিশীল ও স্থায়ী হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস ধারণার সাথে সংযুক্ত; খ) আনুগত্য আদেশের সাথে অহং-এর একটি সমানুপাতিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে এটি গড়ে ওঠে; গ) এটি দুইটি শ্রেণির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল চিত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে (যেমন, পুরুষের তুলনায় নারী বা শিশুদের তুলনায় প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষমতা ইত্যাদি); ঘ) এটি প্রাথমিকভাবে অন্তর্মুখী সম্পর্কের ভিত্তিতে চর্চা করা হয়; এবং ঙ) সমাজের সদস্য ও বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকা এটি দ্বারা সমর্থিত।

> কর্তৃত্বের প্রচলিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করা

কিছু রূপান্তরকারী সামাজিক উপাদান কর্তৃত্ব চর্চার প্রচলিত কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করেছে। আমি সংক্ষেপে পাঁচটি উপাদান ব্যাখ্যা করব যা অনেক সমাজ এবং সমাজের মানুষ কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস ও কর্তৃত্বের ধারণা পোষণ করে তার উপর প্রভাব রাখে।

প্রথম উপাদানটি নৈতিক আদেশ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বহুত্ববাদের সাথে যুক্ত। এই প্রবণতা কর্তৃত্বের সাধারণ সমর্থনকে দুর্বল করেছে। তবে এটি বৈধতার সমর্থন হিসাবে সাধারণ বিশ্বাসের অস্তিত্বের তাত্ত্বিক দাবিকেও ভেঙে দেয়।

দ্বিতীয় উপাদান হলো সাম্য ও স্বায়ত্তশাসনের আদর্শিক নীতিগুলির অবিরত প্রসারণ ও গভীরতা। এই প্রক্রিয়াগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো শ্রেণিবিন্যাস এবং তাদের স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্বের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা যা হলো ভেবারিয়ান তত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক অনুমান।

তৃতীয় উপাদানটি অন্যের ইচ্ছার অধীনতার বর্ধিত প্রতিরোধের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রক্রিয়া নিয়ে গঠিত। যদিও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তার এককতা বিষয়ে জোর দেওয়ার দাবি এবং আন্তঃবিষয়িক আনুগত্য বা সম্মতির প্রয়োজন–এই দুইয়ের মধ্যে স্পষ্ট দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। তবুও অহং এর সমানুপাতিক সম্পর্কের মাত্রাকে বৈধতা তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে করা হয়।

চতুর্থ, শ্রেণিগুলোর মধ্যে ক্ষমতা বরাদ্দের পরিবর্তনগুলো স্তরবিন্যাস কাঠামো এবং তাদের পরিচালনার ঐতিহ্যগত উপায়গুলোকে চ্যালেঞ্জ করেছে। উদাহরণস্বরূপ কর্তৃত্বের পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো। এই চ্যালেঞ্জগুলো আরও সংঘাতপূর্ণ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা শ্রেণীবিন্যাসের স্থিতিশীলতাকে দুর্বল করে।

পঞ্চম, উপাদানের সাথে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সম্পর্ক রয়েছে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন নতুন বাস্তবিক কর্তৃত্ব নীতি প্রবর্তন করে বিদ্যমান কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করে। এটি করার মাধ্যমে তারা ভেবারিয়ান তত্ত্বের সম্বন্ধযুক্ত ও দৃঢ় আন্তঃবিষয়ক চরিত্রকে দ্বন্দ্বের মধ্যে নিয়ে আসে। এমনকি তারা ডাক্তার বা শিক্ষকদের মতো কর্তৃত্বের মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

সংক্ষেপে কর্তৃত্বকে আমরা যেমন জানতাম ও ধারণা করতাম এই নতুন উপাদানগুলো সেটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কিন্তু এটি করার সময় তারা বৈধতার মাধ্যমে কর্তৃত্বের যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তার কাঠামোগত মাত্রা নিয়েও প্রশ্ন তোলে।

> বৈধতার মাধ্যমে কর্তৃত্বের পুনর্বিবেচনা

উল্লেখিত সামাজিক-ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি দ্বিতীয় আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকেও বৈধতার মাধ্যমে কর্তৃত্ব তত্ত্বকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। চিলিতে পরিচালিত *আমার গবেষণা* থেকে বলা যায় যে, কর্তৃত্ব প্রয়োগের একক কোনো পদ্ধতি নেই। বৈধতা তত্ত্ব দ্বারা প্রস্তাবিত কর্তৃত্বের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মাত্রা যোগ করা প্রয়োজন।

আমার গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, চিলিতে কর্তৃত্ব চর্চার ধরনটি ঐতিহাসিকভাবে সম্মতিমূলক আনুগত্যের শর্তগুলোর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি (ভেবারিয়ান কাঠামোর মতো)। চিলির ক্ষেত্রে, কর্তৃত্ব চর্চার সাথে বৈধতা জড়িত নয় অর্থাৎ এটি বৈধতার বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা। বিপরীতে অন্যকে বাধ্য করার জন্য একটি কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। এই ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকে যেটা টিকিয়ে রাখে তা হলো যে, যিনি কর্তৃত্ব প্রয়োগকারী তার ক্ষমতা বা নিজেকে আনুগত্য করার সক্ষমতা থাকা। তাই বলা যায় কর্তৃত্বের প্রমাণ হলো এর আচরণগত প্রভাব।

সম্মিলিত সম্মতি অর্জনের জন্য উদ্বেগ নেই বললেই চলে এবং বাধ্যতা প্রায়শই অহং-এর সমানুপাতিক সম্পর্কিত নয়। বরং এটি সাধারণত কৌশলগত মূল্যায়নের ফলাফল যা বাস্তববাদী এবং ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কিত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে। এটি ভেবারের তত্ত্বের বিপরীত, যিনি ব্যাখ্যা করেছেন স্বার্থ কখনই বৈধতার এমনকি কর্তৃত্ব বিশ্বাসের ভিত্তি হতে পারে না।

চিলিতে এই ঐতিহাসিক ধরনের কর্তৃত্বের চর্চা অস্থির ও ভঙ্গুর কর্তৃত্ব সম্পর্ক তৈরি করে। যার ফলস্বরূপ এটা 'শক্তিশালী কর্তৃত্ব' কাঠামো হিসেবে পরিণত হয়েছে। যখন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে হবে, তখন দৃঢ়ভাবে মনে করা হয় যে শুধু একটি বিচক্ষণ ও 'শক্তিশালী' কর্তৃত্বের চর্চা-এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে পারে। এইভাবে, বৈধতার ভেবারিয়ান তত্ত্বের বিপরীতে, যার লক্ষ্য নিখুঁতভাবে ক্ষমতা বা শক্তিকে গোপন করা এই ধরনের কর্তৃত্ব চর্চার মধ্যে রয়েছে যিনি কর্তৃত্ব চর্চা করছেন তার শক্তির চিহ্নগুলো প্রদর্শন করা। যেমন, একটি বক্তৃতায় 'শক্তিশালী' বা 'বাছাইকৃত' অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি।

অপরিবর্তনশীল ও স্বাভাবিক শ্রেণিবিন্যাসসহ এটি ঐতিহাসিকভাবে অসম সমাজের জন্য যথাযথ কর্তৃত্ব প্রয়োগ একটি ঐতিহাসিক পদ্ধতি যা বর্তমানে কর্তৃত্বের একটি নতুন সংলাপ-গণতান্ত্রিক আদর্শিক কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক (এবং যা বৈধতার বিশ্বাসের কাঠামো থেকেও দূরে)। যাই হোক, এটি এখনও সমাজে কর্তৃত্বের একটি বিস্তৃত কাঠামো। কারণ এই কাঠামোকে আজ অপরিহার্য বলে মনে করা হয় এবং একমাত্র এটিই আনুগত্যের নিশ্চয়তা দেয়।

একইভাবে আমার গবেষণা দেখায় যে, সামাজিক বাস্তবতা এবং যেভাবে প্রতিটি সমাজ তার সদস্যের মধ্যে ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতার বণ্টন করে তার উপর ভিত্তি করে কর্তৃত্ব প্রয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কর্তৃত্বের এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোকে একটি আদর্শ থেকে বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় বরং বিশেষ ঐতিহাসিক সমাধান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত যা প্রতিটি সমাজের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, গতিশীলতা ও সামাজিক যুক্তির মধ্যে বোঝা উচিত।

> কর্তৃত্ব চর্চার জন্য একটি আলোচনামূলক ও স্থান ভিত্তিক পদ্ধতির আহ্বান

বৈধতার মাধ্যমে কর্তৃত্ব তত্ত্বের সীমা সম্পর্কে আমি যে, দুটি যুক্তি তৈরি করেছি তা একটি প্রয়োজনের দিকে ধাবিত করে। তা হলো আমাদের তাত্ত্বিক ধারণা ও পদ্ধতির নতুনত্ব দরকার। সেক্ষেত্রে একটি প্রস্তাব হতে পারে আলোচনামূলক ও স্থান ভিত্তিক পদ্ধতির দিকে যাওয়া যা *আমি পরীক্ষামূলক গবেষণায় যাচাই করেছি*।

প্রথমত, এই পদ্ধতিটি প্রস্তাব করে যে, আমরা ক্ষমতার অসামঞ্জস্যগুলি

>>

পরিচালনা করার জন্য অনেকগুলো সামাজিক ব্যবস্থার (যেমন, ভদ্রতা, সভ্যতা, সামাজিকতা ইত্যাদি) মধ্যে কর্তৃত্বকে একটি ব্যবস্থা মনে করি যা সমাজস্থ সামাজিক জীবনকে গঠনমূলকভাবে ক্ষমতার অসামঞ্জস্য দ্বারা অতিক্রম করে। একত্রীকরণের একটি সহজ প্রক্রিয়া বা আধিপত্যের একটি বিশুদ্ধ উপকরণ হিসাবে এটি আমাদের সামাজিক তত্ত্বে কর্তৃত্বের মিথ্যা বৈপরীত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়ত, এটি প্রস্তাব করে যে আমরা শ্রেণিবিন্যাস ও এর কাঠামো এবং টেকসই, স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল হিসাবে শ্রেণিবিন্যাস ধারণার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনব। এর কারণ হলো এটি ক্ষমতা বন্টনের আরও গতিশীল চক্র এবং কর্তৃত্বের জায়গা দখলে আরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের পাশাপাশি এই ধরনের বোঝাপড়া গতিশীল সমাজে ক্ষমতা অসাম্যতা পরিচালনার বোধগম্যতাকে বাধা দেয়। বিপরীতে, এটি প্রস্তাব করে যে বিস্তৃত ও অস্থায়ী সীমানা-এর পাশাপাশি গতিশীল হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসকে বুঝতে পারি।

তৃতীয়ত, এটি পরামর্শ দেয় যে কর্তৃত্বের ভিত্তি ও আনুগত্যের কারণগুলো এবং কর্তৃত্ব নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সঠিক প্রতিনিধিত্বমূলক মাত্রা কর্তৃত্ব বিশ্লেষণের একটি উপাদান হিসাবে কম গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। আমরা এমন এক সময়ে আছি যখন মৌলিক উপাদানের (ভিত্তি) উপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা এবং আদর্শিক ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে কার্যক্রম (যেমন, প্রতিনিধিত্বের উপর ভিত্তি করে বৈধতার তত্ত্ব) তাদের সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন করছে। তাই এই অভিনব পদ্ধতি কর্তৃত্ব চর্চার উপর বিশ্লেষণাত্মক জোর দেয়। এই মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ সমাজে কর্তৃত্ব বোঝার গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে যা বিকল্প, আকস্মিকতা ও বহুত্ব বৈশিষ্ট্য দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

চতুর্থত, এটি আর কর্তৃত্বকে পুরোদস্তুর এককতা হিসেবে কল্পনা করে না যা সাধারণত বৈধতার তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে (মূলত ভেবারের 'আদর্শ প্রকার' ধারণার জন্য ধন্যবাদ)। প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি পরামর্শ দেয় যে, আমরা কর্তৃত্বকে নির্দিষ্ট কাঠামোগত ও ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসহ সমাজের পাওয়া একটি বিশেষ সমাধান হিসাবে বিবেচনা করি যা ঐতিহাসিক মুহূর্ত, প্রশ্নবিদ্ধ সামাজিক ক্ষেত্র (যেমন, পরিবার, রাজনীতি, কাজ বা অন্যান্য) এবং সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে এর চর্চার জন্য বিভিন্ন চাহিদার সম্মুখীন হয়।

সংক্ষেপে, কর্তৃত্বকে অধ্যয়নের জন্য জরুরিভাবে আমাদের ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর নতুনত্ব দরকার। এই অর্থে, আমার অভিজ্ঞতামূলক ও তাত্ত্বিক গবেষণার ফলাফলগুলো নির্দেশ করে যে, আমাদের 'বৈধতার বিশ্বাস' ভিত্তিক একটি পদ্ধতি থেকে কর্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য একটি আলোচনামূলক ও স্থান ভিত্তিক পদ্ধতির দিকে যেতে হবে যা ব্যাখ্যা করবে বর্তমানে বিভিন্ন সমাজে সামাজস্থ মানুষ কীভাবে ক্ষমতার অসামঞ্জস্য ব্যবস্থাপনার সমাধান করে।■

সরাসরি যোগাযোগ :
কাঠিয়া আরৌজো <kathya.araujo@usach.cl> / টুইটার : @AraujoKathya

অনুবাদ : হেলাল উদ্দীন

> ভীতির রাজনীতি এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ভাবনা

লারা সারতোরিও গনকাভস, আই ই এস পি- ইউ ই আর জে, রিও ডি জেনিরো স্টেট ইউনিভার্সিটি, ব্রাজিল।

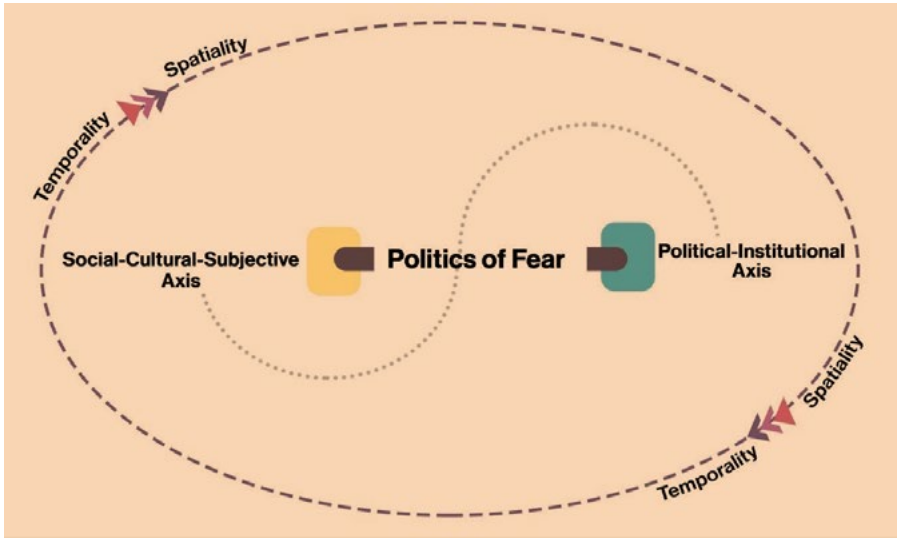

ভয়ের রাজনীতির ক্ষণস্থায়ী এবং স্থানিক সংমিশ্রণে স্পষ্ট বিরোধাভাস, যা বিকশিত হয় এর দুটি মৌলিক স্তর গঠন করে: রাজনৈতিক-প্রাতিষ্ঠানিক স্তর এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক- আত্মবাদী স্তর। এই বিষয়টি চিত্রায়িত করার জন্যে ছবিটি লেখকের দ্বারা নির্মিত হয়েছে।

বিগত দশকের সর্বাধিক পরিচিত শব্দ হলো 'ভয়'। এখানে আমি 'ভীতি'র নানাদিক নিয়ে আলোচনা করব। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো নগর সহিংসতা, শারীরিক সহিংসতা, রাষ্ট্রীয় সহিংসতা, সামাজিক অবিচার, ভবিষ্যত ভীতি, এমনকি অস্তিত্বের ভীতি। বৈশ্বিক পতনের অধীনে বেঁচে থাকার প্রবৃত্তির সাথে প্রতিক্রিয়াশীলতা একত্রিত হয়ে ভীতিকে রাজনৈতিক আচরণ এবং সামাজিক বন্ধন গঠনের জন্য একটি নির্ণায়ক করে তুলেছে। আমি যাকে 'ভয়ের রাজনীতি' বলব তার মধ্যে এমন দিকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা এর সাম্প্রতিক বিষয়গুলোকে ছাড়িয়ে গেছে (বিশেষত বিশ্বব্যাপি উগ্র ডানপন্থীদের উত্থানের কারণ এবং এদের ভীতি প্রদর্শনের ধরন প্রকাশ করা হয়েছে)। একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, আমরা উগ্র ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর স্বপ্রণোদিত কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করছি; যেমনটি ব্রাজিলের বোলসোনারিজমের ক্ষেত্রে ঘটেছে যা এরই মধ্যে আমি অধ্যয়ন করেছি। তবে, সামাজিক প্রবণতাসমূহ কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ভাবনা এবং ভয়ের সামাজিক-ঐতিহাসিক-অস্তিত্বগত অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করে।

> দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের মধ্যে

প্র্যাকটিজ অফ ফিসারস্ (বহুবিধতার খোঁজ) বলতে সাধারণত আমি এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝি যা বহুমুখী উপাদানগুলোর গতিবিধি, কৌশল এবং জটিলতাকে প্রত্যাখান না করে, কেবল মানসিক স্তরেই নয় বরং পেশী, রক্ত এবং আবেগের ক্ষেত্রেও এর পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা এবং সমন্বয়ের বিভিন্ন দিক প্রকাশ করে। দৃশ্যত, ভীতির রাজনীতি পরিবর্তনের সাপেক্ষে অধিকতর নমনীয়। তবুও, বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম কেবলি নীতিমূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক, সেইসঙ্গে সমাজের উপাদানসমূহের মধ্যে সূক্ষ্ম আদান-প্রদান রয়েছে। একটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যক্তি, সমষ্টি এবং সংস্থাসমূহ, এমনকি প্রতিষ্ঠানগুলো সমন্বিত হলেও,তারা একমুখী নয়। ভীতির রাজনীতি আধুনিক রাজনীতির সমন্বয়ে গঠিত এবং ব্যাপকভাবে বলতে চাইলে, ভয়কে রূপান্তরকারী যেসব প্রক্রিয়া; হোক না বানানো অথবা সংগঠিত সেসবের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এটি সামাজিক সংহতি বজায় রাখার জন্যে একটি অনুপ্রেরণাস্বরূপ।

একটি সচল নিয়ামক হিসেবে ভয়ের ব্যাপকতা এমন একটি রাজনৈতিক প্রভাব যা সামাজিকভাবে একঘরে করে দেওয়া এবং শত্রুতাকে বৈধতা দেওয়াসহ সামাজিক বন্ধন গঠন করতে সহায়তা করে। আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক এবং স্থানিক সংমিশ্রনের সাথে ভয়ের রাজনীতি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং আমি স্মৃতিচিহ্ন, সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত, স্থাপত্যশিল্প, সামরিক নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো, অবক্ষয়, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া ও সময়ের পরিবর্ধন, ভৌগলিক ভীতি ও সীমান্তের অভিজ্ঞতা এবং ঔপনিবেশিক ও শহুরে সহিংসতাসহ অন্যান্য দিক তুলে ধরেছি।

ভয়ের অভিজ্ঞতা ক্ষমতার পরিমিতি অনুসারে ভিন্ন হয়, যেমন তা প্রাথমিকভাবে জাতি, লিঙ্গ এবং শ্রেণির উপর নির্ভর করে (যা ভয় এবং সমাজের শত্রুদের মধ্যে পারস্পরিক বিন্যাস সমন্বয় করে)। উদাহরণস্বরূপ, পুলিশি রাষ্ট্রসমূহ যেগুলোর উত্থান সহিংসতার মাধ্যমে হয়, সেসব অঞ্চলে রাষ্ট্র হতে সহিংসতা কায়েম করা হয় পুলিশের মাধ্যমে পুলিশি কায়দায়। যেমন ব্রাজিলিয় ফ্যাভেলাসে, *পোষাকধারি কর্তাদের ভয় সারা শহরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি* অথচ সেসব অঞ্চলে প্রায়শই সামরিক বাহিনি জনগনকে নিরাপত্তার অনুভূতি প্রদান করে।

ভীতির রাজনিতির অভিসন্ধির দুটি ধারা হলো প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত রাজনৈতিক। প্রথম পক্ষ শৃঙ্খলা এবং বিশৃঙ্খলার দ্বৈরতের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র এবং সভ্যতার মধ্যে অন্তর্নিহিত ঔপনিবেশিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। এটি, সহিংসতা বিস্তারের একচেটিয়া ধারণা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের জন্যে রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার কেন্দ্রবিন্দু স্বরূপ। সেইসাথে কর্তৃপক্ষ হিসেবে কোনটি গ্রহণযোগ্য বা বৈধ তা নির্ধারণ করে দেয়। এতে নৈতিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ও রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রতিফলন ঘটায়। অপরদিকে বৈষয়িক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক

>>

মাত্রাটি খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত এবং একই স্থানিক ও কালের প্রবাহের মধ্যে বিদ্যমান যা কিছু নির্দিষ্ট যুক্তিকে সমর্থন করে এবং তদীয় রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ে বিপজ্জনক ভিন্ন যুক্তির বিপক্ষের যৌক্তিকতাকে পর্যবেক্ষন করে (যা হতে, রাষ্ট্রকে সুরক্ষা দিতে হয়)। এটি সম্ভব হয়েছে, শত্রুতা এবং ক্রুদ্ধ রাজনৈতিক ে মেরুকরণের সাথে সম্পর্কিত প্রভাব এবং আধুনিকায়নের প্রক্রিয়াগুলোতে নজরদারি প্রযুক্তির বাস্তবায়নের ফলে এবং অবাধ স্বাধীনত-ার লাগাম টেনে ধরার অভিপ্রায়ে মূলধারার গণমাধ্যমের মাধ্যমে ভয়-ভী-তির সঞ্চার এবং পুনরুৎপাদনের দ্বারা সেই সঙ্গে সহিংসতার চিত্রগুলোকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে।

ভীতির রাজনীতি বিষয়গত রূপরেখা একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে যেখানে উগ্র ডানপন্থার জনপ্রিয়তা এবং কর্তৃত্ববাদের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির নজির প্রতিফলিত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি সময়ের সাথে সাথে উগ্র ডানপন্থিদের উত্থান এবং ডানপন্থার দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকার, একে মেনে চলা কিংবা এর বিপরীতে মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া এবং সর্বোপরি, বৈশ্বিক রাজনৈতিক-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এর বিস্ময়কর বিজয়ের মাইলফ-লক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। জনজীবন এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার প্রতিফলন কীভাবে প্রভাব তৈরি করে এবং সংগঠিত করে সামাজিক আনুগত্য বজায় রাখে তা সমর্থন করে। *কাথিয়া আরাউজো* দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমি এর আগে মৌলিক সামাজিক-অস্তিত্ববাদী বিষয়গুলো চিহ্নিত করেছি যা সমস-াময়িক সময়ে উগ্র ডানপন্থী ধারণাসমূহ বোঝার মূল চাবিকাঠি।

> কর্তৃত্ববাদী ও সামাজিক-অস্তিত্ববাদী ধারণা

ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোতে কার্যক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক নির্মিত হয়েছে সামগ্রিক মানবচেতনায় তা কর্তৃত্ববাদী চিন্তাভাবনার ছড়িয়ে দেবার জন্যে মূলভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। রাষ্ট্রের জাতিগত কাঠামোতে ঐতিহাসিকভাবে ভিন্নতাকে অপরাধপ্রবণ হিসেবে গড়ে তোলার একটি প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে যা আঞ্চলিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার ও সহিংসতার ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এভাবেই, কার্যত উপনিবেশবাদী এবং ও উপনিবেশীদের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্য তৈরি করা হয়। আমরা যদি ব্রাজিলের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই যে, ঐতিহাসিকভাবে এটি দাসদের বিদ্রোহ দমনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তাই, এসব ঐতিহ-াসিক দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে কর্তৃত্বের র্কাযকারিতা সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়া ও ধারণা তৈরি হয়েছে। ভয়ের ব্যাপকতা আমাদের ভাবতে বাধ্য করে কীভাবে গণতন্ত্রের আড়ালে ও ছদ্মবেশেও কর্তৃত্ব (কর্তৃত্ববাদ) বিভিন্ন মৌলিক সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে এবং পরিচালিত হয় যা আমাদের ক্ষমতার বিভিন্ন আঙ্গিকেকর্তৃত্ববাদের বাস্তবতা সম্পর্কে অবিহত করে। নব্য-উদারতাবাদ এর সাথে কর্তৃত্ববাদের সামঞ্জস্য তদপুরি, কর্তৃত্ববাদী আচারের অনুশীলনের ব্যাপক সম্প্রসারণকে প্রদর্শন করে, যা আমাদের জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হয়, সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ এবং যা ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে সামাজিক সম্পর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ।

ব্যক্তির নিজস্ব এবং অন্যের ব্যক্তিত্ব গঠনে ভীতির যে ভূমিকা, পাশাপাশি শহুরের স্থানগুলোর উত্থানে আঞ্চলিকতার গতিশীলতা প্রমান করে যে, ভয় একটি ঔপনিবেশিক প্রভাব যা শহরের বিভাজনকে ত্বরান্বিত ও স্পষ্ট করে, এই ধারণার প্রবক্তা ছিলেন ভ্লাদিমির সাফাটল এবং তিনি এ ধরণের বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন করেছিলেন। অঞ্চলগুলো একটি প্রিজম বা বিন্যাস প্রদান করে যার মাধ্যমে যাবতীয় ব্যবস্থাসমূহকে শনাক্ত করা যায়। ভয় এবং স্থানিকতার মধ্যে উভয় দিক হতে ক্রিয়াশীল একটি জোরালো প্রভাব রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে স্থাপত্য, নগর পরিকল্পনা, এবং সহিঙ্গসতা ও হুমকির 'বাহক' হিসেবে শোষিত জনগোষ্ঠীদের প্রতিনিধিত্বশীল অবস্থান এবং চিত্র। এই স্থানিকতার কিছু পরি-ণতি পরিলক্ষিত হয় প্রাচীরযুক্ত শহরগুলোতে, সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে অথবা সামরিকভাবে পরিকল্পিত নগরায়নে। মহানগরের অস্তিত্ব নিজেই নিজের মধ্যে দৃশ্যমান নয় বরং এটির অবস্থান বোঝানোর জন্যে উপনিবেশের প্রয়োজন রয়েছে, দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অবস্থার যে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নগরায়ণের প্রক্রিয়াটি ভীতির ভৌগলিক চিত্র এবং বর্ণবাদের প্রসারের উপর ভিত্তি করে ভিন্নতা অবলম্বনকারীদের বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত করে অপরাধী হিসাবে দেখিয়েছে।

বিশ্বের প্রান্তিক দেশগুলোতে নগর সমাজবিজ্ঞান পরামর্শ দেয় যে, গণমাধ্যমে এবং মানুষের দৈনন্দিন কথোপকথনের মাধ্যমে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সম্প্রসারিত হয়, এর পাশাপাশি প্রকৃতপক্ষে অপরাধের উপস্থিতির বহি:প্রকাশ ঘটছে। সামরিকভাবে পরিকল্পিত নগরায়ণের অনুসরণে, ে বেড়া এবং প্রাচীরগুলো তীব্রতর করা হয়, যা কেবল শহরকে নিরাপত্তা দেয় তা কিন্তু নয় বরং বিচ্ছিন্নতা নিশ্চত করে এবং এভাবেই মূলত শহুরে নান্দনিকতাবৃদ্ধি পায় ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আমাদেরকে সামাজিক বৈষম্য বজায় রাখা এবং দূরত্ব গভীর করার গুরত্ব বোঝায় এবং সামাজিক বৈষম্যের একীকরণের ভারসাম্য প্রদান করে যা শহুরে সহিংসতার গুরত্বকে প্রতিফলিত করার মাধ্যমে ভীতির পরিচালনা ও বাস্তবায়নকে আরও শক্তিশালী করে।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যা ম্যানিচিয়ান তত্ত্বের ভিত্তিতে ভালো (আমাদের) এবং মন্দের (তাদের) ন্যায্যতা প্রদান করে এবং তা ব্যক্তির নৈতিকতা, ধর্ম ও যৌক্তিকতার সাথে সর্ম্পকিত। ধর্ম, রাষ্ট্র এবং যৌক্তিকতার সাথে জড়িত এই সংমিশ্রনের ফলাফল কেবল নিয়মাবলি ও প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্রকে নির্দেশ করে না বরং এগুলো এমন উপাদানকেও বুঝায় যা সম্মিলিত আন্তঃসংযোগ ও বন্টনশীল সংবেদনশীলতা উৎপাদন করার প্রবণতাকে বাড়-ায়। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন আমরা ইতোমধ্যে " 'সভ্যতা' " এবং " 'পারিবারিকীকরণ'-এর ইতিবাচকতার সাথে বেশ পরিচিত। তাই আমরা বলতে পারি যে, নারী ও উপনিবেশিত এবং দাস জনগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি তাৎক্ষণিক অভিলক্ষ্য, যারা বিপথগামী হিসাবে অভিহিত হয়েছে। এটা কোনো আশ্চর্য কিছু নয় যে, অতি ডানপন্থীদের প্রতিক্রিয়াশীলতা পুরুষতান্ত্রিক মনোভাবনা তাদের সাদা বর্ণ-যারা ভিন্ন ধরনের পুরুষতান্ত্রিক বা সহিংসতার দাবি করে যাকে তারা 'জেন্ডার মতাদর্শ' বলে অভিহিত করে। এটা সত্য যে গৃহস্থালি স্থানের সংকীর্ণতা হতে নারীরা মুক্ত হয়ে, বাইরের জগতে নিজেদের জায়গা বানিয়ে নিচ্ছে এবং এগিয়ে যাচ্ছে, জনসাধারনের সাথে মিশে যাচ্ছে বলে নারীদের এহেন পরিবর্তন পুরুষদের অস্তিত্বে এক ধরনের ভয়ের সঞ্চারন করেছে।

> কর্তৃত্ববাদী ভাবনা এবং সামাজিক প্রবণতাসমূহ

তদপুরি, তিনটি সমসাময়িক সামাজিক প্রবণতা তুলে ধরা হয়েছে যা কর্তৃত্ববাদী ভাবনার উত্থানকে ভারসাম্য প্রদান করে এবং এর সামাজিক অস্তিত্বের ধারণাকে বিকশিত করে। সেগুলো হলো : স্বতন্ত্রকরণ, আধুনিকায়ন এবং তাড়াহুড়ো করার প্রবৃত্তি। প্রথমটি আধুনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা মূলত অপরিচিত ব্যক্তির আতঙ্কিত হওয়া দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরের সাথে মুখোমুখি হলে ব্যক্তির নিজস্ব বোধের শৃঙ্খল খসে পড়ে এবং সেটি অন্যদের হুমকির সম্মুখীন হয়ে নিজেই অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। আমরা প্রত্যেকে এমন একটি বিশ্বে বাস করি যা বিরক্তিকর এবং তাই ক্রমাগত অন্যদের থেকে সুরক্ষা খুঁজি। এই অর্থে, সামাজিক বন্ধনগুলো ভয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়–যা অর্থনৈতিকভাবেকাঠামোগত- যেখানে রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দেয় যে সমাজে তার জীবন হুমকির সম্মুখীন নয়। স্বতন্ত্রকরণের চিহ্ন হিসেবে ও এর মৌলবাদী অভিব্যক্তি হিসাবে বলা যেতে পারে এটি 'ব্যক্তির নিজের উদ্যোক্তা' হয়ে ওঠা।

দ্বিতীয় প্রবণতা, আধুনিকায়ন চিত্র অনুপ্রবেশের শক্তিকে প্রদর্শন করে যা এমন অস্বাভাবিক হারে বাড়ছে, ে যেখানে সময়ের দ্রুততা একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। আধুনিকায়ন তথ্যের একটি উচ্চ প্রবাহ সরবরাহ করে, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনীর অগ্রগতি সামাজিক সম্পর্কের উপর প্রভাব বিস্তার করাসহ ক্রমিক স্বল্পমেয়াদী মনোযোগ এবং একাধিক সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়। এভাবেই, চিত্রকল্পের তাৎক্ষণিক সামর্থ্য বুঝা যায়। চিত্রের একধরনের 'প্রতীকী কার্যকারিতা' রয়েছে, যার মানে হলো এটি ইতোমধ্যে মূল বিষয়বস্তু বহন করে এবং তৎক্ষণাৎ নিজের কাল্পনিক একত্ব তৈরি করে। চিত্রের কেন্দ্র সমাজের আধুনিকায়নের সাথে জড়িত, যা ভাষা এবং ধারণার প্রচলনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। কর্তৃত্ববাদী, বর্ণবাদী, পুরুষতান্ত্রিক প্রতিরূপ তৈরি

>>

করে এমন চিত্রগুলো বিভিন্নভাবে পরিবেশিত হয় যা ঐসব ধারণার সাথে সর্ম্পকিতএবং এর মাধ্যমে উগ্র ডানপন্থিরা নিজেদের সপক্ষে দাবী করে এবং তাদের অবস্থান আরো পাকাপোক্ত করে।

পরিশেষে, সমসাময়িক পুঁজিবাদে প্রযুক্তির বিকাশের ফলে আমরা সময়ের আনুপাতিক ত্বরণের জটিলতায় বাস করি যার জন্যে সময়ের অভাবে ক্রমাগত আমরা জরুরি অবস্থার দিকে ধাবিত হই। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন এবং বিশেষ করে বর্ধনশীল উৎপাদনের জন্যে সময়কে একটু কার্যকরী অর্থনৈতিক অবস্থানে নিয়ে গিয়েছিল, এখন যা কেবলি ক্লান্তিতে রপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক গতিশীলতা একধরনের সামাজিক অসঙ্গতিকে নির্দেশ করে; যেখানে ব্যক্তি সবসময় দেরি করে ফেলছে বলে মনে করে এবং কোনো নতুন সুযোগ হারিয়ে ফেলছে কিনা সে ভয়ে থাকে। বিলম্বের এমন দর্শন দুটি কৌশলকে উৎসাহিত করে যা চরম ডানপন্থিদের কাছে কেন্দ্রস্থানীয় বলে মনে হয়। প্রথমটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে সবকিছু একটি ‘শর্তাধীন’ যেটি হলো ‘আমাদের অবশ্যই কাজ করতে হবে’ এবং ‘এখনই করতে হবে’ যেন ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই। তাই পরে সময় বলেও আর কিছু থাকে না। দ্বিতীয়টি, প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কাঠামোগত অবক্ষয়কে নির্দেশ করেযা বাড়ন্ত চাহিদার সামনে ধীরস্থির বলে প্রমাণিত হয়। এই দিকগুলো হেলমুট রোসা আলোচনা করেছিলেন। তিনি স্থান-কালের সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির উপর সময়ের চলমান গতিশীলতার কথা বলেছিলেন। ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও, জরুরি কাজ করার জন্য সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে ব্যক্তির কর্তাসত্তা বিকশিত করার ও বিবিধ কর্ম সম্পাদনের উপায় রয়েছে।

> শেষ মন্তব্য

ঐতিহাসিকভাবে ভয়-ভীতি ভাষাগত ব্যবহারের মাধ্যমে ভাবের বৈষিয়কতা তৈরি করেছে ও আকৃতি দিয়েছে। এটি করতে সে সক্ষম হয়েছে, যখন সংবেদনশীলতা ও শারীরিকতার সাথে অনিদ্রা এবং সচল সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। ইতিহাসে ভয়ের কাঠামোগত উপাদানগুলো উপস্থিত রয়েছে যা ক্রমাগত নিজেদের পুনর্গঠন করে পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ককে পুনায়ায় গঠন করে। আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, গোষ্ঠী বা সমাজ ও রাষ্ট্র যাই হোক না কেন , কর্তৃত্ববাদী অনুশীলনের যৌক্তিকতা বিধানের জন্যে ভয়ের নীতির ধারাগুলো ব্যাপকভাবে চর্চা করা হয়। ভয়ের বিস্তার ও বহুমাত্রিকতা অনেক আকর্ষণীয়।এটি এমন একটি সামাজিক দিক প্রকাশ করে যা হতে তাকে বিচ্ছিন্ন করা দুরুহ। ভয়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য স্তর রয়েছে, যা পরস্পরের মধ্যে চলমান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিক প্রভাব হিসেবে ভয়ের বিষয়গুলোর বহুবিধ ব্যবহারিকতার ফলে সমাজে ভীতির একটি গভীর আধিপত্য তৈরি হয়েছে এবং সমাজকে নিয়ন্ত্রের জন্যে একটি সফল কৌশল হিসেবে একে ব্যবহার করা হয় যা পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া এবং ভাবগত বৈষয়িক বিধান সমূহকে প্রভাবিত করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : লারা গোনকাভস সারতোরিও <larasartorio@iesp.uerj.br>
অনুবাদ : ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া

> পানির জন্য সংগ্রাম

পুঁজিবাদের নব্যউদারনীতির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধ

ম্যাডেলাইন মুর, বিলেফেল্ড বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি।

ওয়ারাগাম্বা ড্যাম। কৃতজ্ঞতাঃ আইস্টক, যেটের, ২০২২

সহস্রাব্দ খরার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় বেড়ে উঠার কারণে পানির অভাব সর্ব্যব্যাপি ছিল। যেহেতু এখন আমি কয়েক দশকের বেশি সময় ধরে উত্তর ইউরোপে বসবাস করছি, সেহেতু ভুগর্ভস্থ পানি হ্রাস, খরা এবং নদীর স্থবিরতা নিয়ে জরুরি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উদ্বেগজনকভাবে পরিচিত হয়ে উঠছে। সংখ্যালঘু বিশ্বে অধিকাংশ সময়ে পানি হ্রাস হওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এর প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় অথবা দূষিত পানি প্রবাহিত হয় যা আমাদের জন্য অনিরাপদ। তখন আমরা দেখতে শুরু করি, কত অগণিত উপায়ে আমরা পানির উপর নির্ভরশীল এবং কীভাবে এটি বৈশ্বিক রাজনীতিক অর্থনীতিকে মসৃণ করছে। পানির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি শুধু আমরা কোথায় এবং কীভাবে বসবাস করতে পারি তা নির্ধারণ করে না বরং কে বেঁচে থাকবে তাও ঠিক করে। খুব সাধারণভাবে বলা যায় যে, আমরা পানি ছাড়া কিছুই করতে পারি না।

> সর্বসাধারণের জন্য উপযুক্ত সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু

পানির সাথে বিচ্ছিন্ন সম্পর্ক সর্বজনীন স্বীকৃত বিষয় থেকে অনেক দূরে। কারণ, অনেক আদিবাসী সম্প্রদায় পানিকে জীবন ও তাদের জীবনের অংশ হিসাবে ভাবে এবং এটা এমন কিছু যা কোনোভাবেই পণ্য হতে পারে না। পৃথিবীতে ২ বিলিয়নের বেশি মানুষ যারা বিশুদ্ধ খাবার পানির সরবরাহ ছাড়া আছে এবং বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫ ভাগ মানুষ যারা পানির সংকটপূর্ণ পরিবেশে বাসবাস করে। এজন্য পানিকে সবসময় বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিশ্বজুড়ে যারা পানির অধিকার নিয়ে কাজ করে তারা 'পানিই জীবন' এই সাধারণ আহ্বানের অধীনে একত্রিত হয়েছেন এবং পানি একটি সাধারণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার দাবী জানিয়েছেন; যা চলমান পরিবেশ সংকটের যেকোনো সফল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে।

বিশ্বব্যাপি পানির সংকট হওয়া সত্ত্বেও, পানির সাথে সম্পর্কিত সেবা এবং অবকাঠামোগুলো পণ্যায়নকরণ, বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন করা অব্যাহত রয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলোকে সংকটের কারণের পরিবর্তে এর সমাধান হিসাবে উপস্থাপন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সম্প্রতি ইউ.এন-এর পানি সম্মেলনের ফলাফল হচ্ছে যা ৫০ বছরেরও বেশি সময় মধ্যে জাতিসংঘের প্রথম পানি সম্মেলন–বেসরকারি খাতকে অর্থের শূন্যতা পূরণের জন্য আরও গতিশীল করার আহ্বান করা। যেখানে আন্তঃদেশীয় কর্পোরেশন, পানি সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। এর সাথে পানির ব্যবস্থাপনা কীভাকে সবুজ (এখন সম্ভবত নীলও) অর্থ এবং যৌথ সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে পরবর্তীতে সমন্বয় করা যায় তা আলোচনা হয়েছে। তবে সেখানে এন-জিও কর্মীরা এবং পানির অধিকার নিয়ে যারা কাজ কওে তারা আমন্ত্রিত ছিল না।

> জীবন-নির্মাণ বনাম মুনাফা অর্জন : প্রতিরোধ থেকে পণ্যায়ন

সম্প্রতি আমার প্রকাশিত বই *ওয়াটার স্ট্রাগল এস রেজিসটেন্স টু নিওলিবারেল ক্যাপিটালিজম :* এ টাইম অফ রিপ্রডাকটিভ আনরেস্ট যেখানে আমি বৈশ্বিক পানি সংকট এবং যে পদ্ধতিতে পানি অস্ট্রেলিয়া এবং আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে পণ্যে পরিণত হয়েছে তা প্রতিহত করার উপায়গুলো অনুসন্ধান করি। আমি একটি সামগ্রিক তুলনা করেছি, যেখানে পানির জন্য সংগ্রামকে একটি বাহক হিসাবে ব্যবহার করে কোনো নিদিষ্ট সংকটকে আরও সুসংগতি করা হয়েছে। যে সংকটটি সমসাময়িক অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক পুনউৎপাদন সমস্যা একত্রিতকরণের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এবং যেখানে বৈশ্বিক পানি সংকট তার একটি দিক।

এই বইয়ে দুইটা মূল বিষয় আছে। প্রথমত, পুঁজির সঞ্চয়ের জন্য দখলের (পানি, প্রকৃতি এবং সামাজিক পুনউৎপাদন বা প্রজনন) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন ধরনের সংগঠন যা এই পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গড়ে উঠে। আয়ারল্যান্ডে পানির মূল্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ম বহির্ভূত গ্যাস সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আলোচনা করে আমি জীবন-নির্মাণ এবং মুনাফা অর্জনের মধ্যে যে উত্তেজনা তা অনুসন্ধান করেছি এবং যা পানির নতুন পণ্যায়ন প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করি।

আমার যুক্তি হচ্ছে যে, প্রতিটি ক্ষেত্রে পানি দখল কোনো একটি পদ্ধতির আন্তঃসম্পর্কিত ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রতিফলন করে এবং যা ক্রমেই জীবন-যাপনের সক্ষমতাকে হ্রাস করে। উভয় ক্ষেত্রেই পানি সম্পদ হিসাবে অথবা পানি সামাজিক পুনরুৎপাদন অবকাঠামো হিসাবে এটিকে ২০০৮-২০১০ সালের আর্থিক সংকটের পরে তৈরি হওয়া বিদ্যমান যে পুঁজির সংকট তা সমাধান হিসাবে চিন্তা করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার প্রকৃতি সাধারণত 'ট্যাপ এন্ড সিঙ্ক'–যেখানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মূলত জীবাশ্ম জ্বালানি, খনি এবং কৃষি জমি ক্রমাগত দখলের উপর নির্ভরশীল ছিল। ইতিমধ্যে আয়ারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোকে প্রণোদনা দেয়ার পর পাবলিক বাজেটের পুনঃভারসাম্যের জন্য জনগণের পানির খাতসমূহকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যার জন্য শ্রমিক-শ্রেণির সম্প্রদায়গুলো এর পরিণতি ভোগ করেছে।

> সংকট ব্যবস্থাপনায় অকার্যকর 'গোলীয় স্থির' পদ্ধতি

যাই হোক, বইটির মূল যুক্তি হলো যে, যেভাবে এই মডেলটি কাজ করে তা সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকটগুলো সমাধান করতে পারেনি। বরং দখল এবং এই বিষয়ে পুনরায় চিন্তা এমন একটি পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত হয়েছিল যা সামাজিক

>>

পুনউৎপাদনের, প্রকৃতি এবং ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে পুঁজি সঞ্চয় করা সম্ভব করেছে। ডেভিড হার্ভির 'গোলীয় স্থির' পদ্ধতি (স্পাসিয়াল ফিক্স) ধারণাটি গ্রহণ করে সামাজিক পুনউৎপাদন তত্ত্বের আলোকে আমি 'স্পেরিক্যাল ফিক্স' ধারণাটি বর্ণনা করি; যেখানে কীভাবে সংকটগুলো একটি বৃত্তের মধ্যে বিচরণ করে। যদিও একে সংকট সমাধানের একটি উপায় হিসাবে দেখানো হয়েছে। আয়ারল্যান্ডের অর্থনৈতিক সংকটকে শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক সংকটে হিসাবে রূপান্তরিত করে তা সমাধান করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় রপ্তানির জন্য অধিক পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি উত্তোলন করে পরিবেশগত সংকটকে আরও বাড়িয়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট সমাধান করা হয়েছে। এর প্রভাবে পরবর্তীতে একই পানির উপর নির্ভরশীল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক পুনরুৎপাদন সক্ষমতা কমে গেছে। এই 'গোলীয় স্থির' পদ্ধতি (স্পেরিক্যাল ফিক্স) ধারণাটি সমস্ত পুঁজিবাদীরা কীভাবে প্রকৃতি দখল এবং সামাজিক পুনররুৎপাদন শ্রমের উপর নির্ভরশীল তা প্রকাশ করে যা বিশ্বব্যাপি পানি সংকটের মূল কারণ।

তবুও প্রতিটি ক্ষেত্রে, আন্তঃদেশীয় পুঁজির পুনরুৎপাদন জন্য গ্রামীণ এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে অধিক গুরুত্ব দেয়ার কারণে যে সব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঁজির সঞ্চয় করার কথা ছিল তাদেরকে অস্থিতিশীল করা হয়েছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের একটি প্রকাশ্য জোটের কারণে কোনো বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক সুযোগ বন্ধ করেছে। যার ফলে বিদ্যমান অচল অবস্থা নিষ্পত্তিযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ভিন্নমত দেখা দিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকট এখন রাজনৈতিক সংকটে রূপ নিয়েছে। সংগ্রামের এই প্রক্রিয়ায় দমনমূলক যৌক্তিকতার আবির্ভাব হয় এবং এটি আগে যা ঘটেছিল তার সাথে বেমানান। সম্প্রদায়গুলো সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে রাজনৈতিকরণের কারণে তাদের রাজনৈতিক ভূখণ্ড পুনবিন্যাস করেছে।

> ক্রমবর্ধমান সামাজিক সংগ্রাম এবং শ্রেণি বৈরিতার দুটি উদাহরণ

অস্ট্রেলিয়ায় পানিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিবর্তে যৌথ হিসাবে বিবেচনা করা হলেও গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো সমাজ ও প্রকৃতির বৈরিতাপূর্ণ ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছিল যা অস্ট্রেলিয়ার সাদা পণ্য বাণিজ্যের জন্য যে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ হয়েছিল তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। যেহেতু পানি এবং সম্প্রদায়গুলো গঠনগত দিক থেকে প্রায় একই এবং এটি বোঝার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে জমির মালিকানা সম্পর্কিত প্রশ্ন পৃথক করা, তাদের সম্পত্তি থেকে উৎখাত করা এবং 'টেরা নুলিয়াস' সম্পর্কিত সমস্যা বোঝা জরুরি। এই সামাজিক আন্দোলন রাষ্ট্রের ও বাজার ব্যবস্থার প্রচলিত মতাদর্শের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিবেশগত প্রান্তিক জনগোষ্ঠির মধ্যে শ্রেণি বৈরিতা করেছে। পানির প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সামাজিক সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে ভাবা হয়; যেখানে সমাজে জনগণের শ্রেণিগত অবস্থান কোনো স্তরের বিন্যাসের উপর নির্ভর না–করে পানি দখলের প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত সম্পর্কের ভিত্তির উপর।

আয়ারল্যান্ডে সামাজিক পুনরুৎপাদন অবকাঠামো হিসাবে পনির উপর গুরুত্বের কারণে দ্রুতই রাষ্ট্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে এর প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ব্যাপকভাবে সমালোচনার শিকার হয়েছে। সামাজিক পুনরুৎপাদন এবং এর সাথে জড়িত অনুষঙ্গ হিসাবে পানির ব্যবহার সাধারণ ঘটনা হিসাবে নেয়া উচিত। এটি একটি সামগ্রিক অধিকার যা পুঁজি সঞ্চয়ের মাধ্যম হওয়া উচিত নয়। যাই হোক, এই দাবিগুলো করার মধ্যে দিয়ে সামষ্টিক অধিকারের প্রতি রষ্ট্রের সীমিত ক্ষমতা এবং আগ্রহ সবার দৃষ্টিগোচর হয়। রাষ্ট্রের বাস্তবিক সীমাবদ্ধতা বলতে বোঝায় যে, পানির অধিকারের মতো অধিকার কাগজে কলমে থাকলেও তা বাস্তবায়িত হবে না। আইরিশ রাষ্ট্রের বৈশ্বিক পুঁজির সার্কিটগুলোর সাথে যুক্ত হওয়ার অর্থ হলো যে, এটি শ্রমিক শ্রেণির অধিকার আদায়ের প্রতিপক্ষ হিসাবে কাজ করবে।

> দমনমূলক যৌক্তিকতার জন্য স্থান : পুনরুৎপাদনে অস্থিরতা

প্রতিটি সামাজিক সংগ্রামের প্রক্রিয়া কোনো অস্থায়ী জোটের চেয়ে বেশি বিকশিত হয়। দখলের সাথে সাধারণ সম্পর্ক কোনো একটি সম্প্রদায়কে ভিতরে এবং বাহির থেকে আরও সুসংগঠিত করে। আইরিশ এবং অস্ট্রেলিয়া উভয় দেশের সম্প্রদায়ই নব্য উদারবাদী পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্বের উদাহারণ। যেমন মুনাফা অর্জন এবং জীবন-নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসঙ্গতি। পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান এবং সামাজিক পুনরুৎপাদন তত্ত্বের মাধ্যমে সংগ্রামগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে শ্রেণি সংগ্রামের ে ক্ষেত্রটি বাড়ি, প্রকৃতি এবং প্রতিবেশিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত করা হয়েছে।

এই সংগ্রামটি বৈশ্বিক পানি সংকটের সাথে মিলালে এবং এর বিবাদমান জায়গা থেকে শুরু করে, আমি যুক্তি দিয়েছি যে, পানির জন্য লড়াই এক-ইসাথে পুঁজিবাদী পুনউৎপাদনের প্রক্রিয়াকে বাধা দেয় এবং দমনমূলক যুক্তিকতার জন্য একটি স্থান উন্মুক্ত করে। অস্ট্রেলিয়া এবং আয়ারল্যান্ডে যা আবির্ভূত হয়েছে তা হলো পুনরুৎপাদনে অস্থিরতার সময়। আমি পুরো বইয়ে দেখিয়েছি, বিশ্বব্যাপি পানি সংকট শুধু সম্পদের প্রাপ্যতা অথবা ব্যবস্থাপনা নয়। সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হলো সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রতিষ্ঠানগুলো যা পানি দখল এবং পানির এই সংকট তৈরি করে। ■

সরাসরি যোগাযোগ : ম্যাডেলাইন <madelaine.moore@uni-bielefeld.de>
অনুবাদ : সালেহ আল মামুন

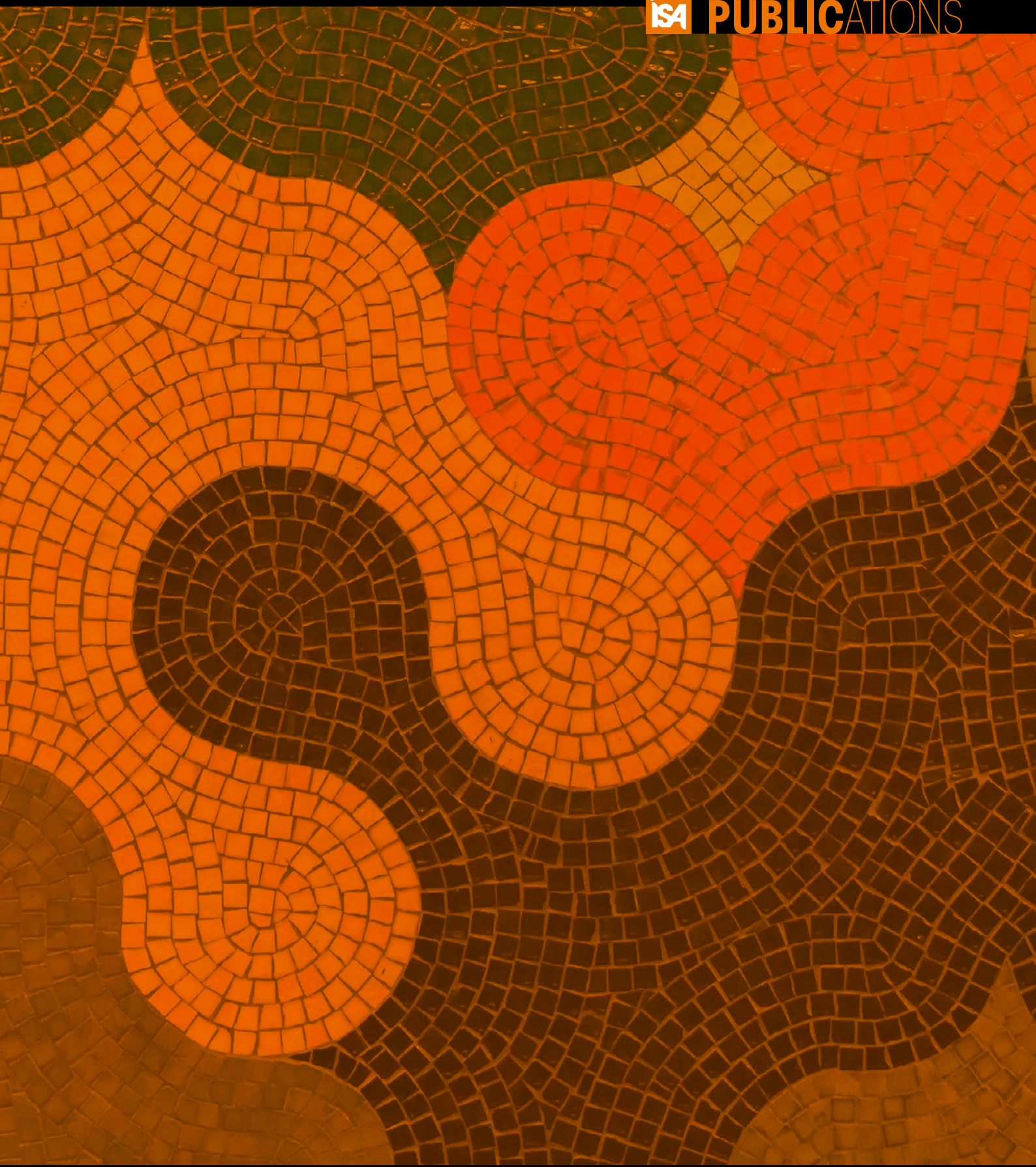

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
@isagdmag
www.isa-sociology.org